কবরের নীচে

[ঐতিহাসিক নাটক]

—প্রখ্যাত নাট্যকার—

শ্রীপ্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রণীত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ

মাধবী নাট্য কোম্পানীতে অভিনীত

ইউনাইটেড পাবলিশার্স
৩৭৯ রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা ৭০০০০৩

[দাম

রাম কি সত্যই আদর্শ রাজা ছিলেন ?

সীতা কি নারীজাতির আদর্শ হতে পারেন ?

শূদ্র কি শাস্ত্রপাঠ করার অধিকারী ?

সীতার বনবাস

পালানাটকে

পালাসম্রাট **ব্রজেন্দ্রকুমার দে**

এইসব সমস্যার

জবাব দিয়েছেন।

যদি জানতে হয় পড়ুন, যদি উপভোগ করতে হয় অভিনয় করুন, যদি মোহিত হতে হয় দেখুন পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত এই পালা।

রামায়ণ ও পড়েছেন, চিন্তা করেছেন কি সীতা কেন নারীজাতির মাথার মণি, রাম কেন আদর্শ রাজা ? শম্বুক-হত্যা, নারীর নির্যাতন, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের-শূদ্রের উপর অত্যাচারের কাহিনী যদি নতুন করে জানতে চান, সঠিকভাবে বুঝতে চান, তাহলে আজই কিনুন

পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে'র

সীতার বনবাস

এ পালা অভিনয় করে ১৯৭৩ সালে মোহন অপেরা সরকারী যাত্রা-উৎসবে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল। আপনার ক্লাব কি পাড়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার অভিনন্দন পেতে চায় না ?

প্রকাশক—শ্রীশ্যামসুন্দর ধর

ইউনাইটেড পাবলিশার্স

৩৭৯, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৫

মুদ্রক—শ্রীশম্ভুচরণ ঘোষ

রাণীশ্রী প্রেস

২৮, শিবনারায়ণ দাস লেন

কলিকাতা-৬

শ্রীশ্রী৺কাশীশ্বর বাবা বিশ্বনাথের

শ্রীপাদপদ্মে—

বাবা!

এই দীন সন্তানের মনের মালঞ্চে যে ফুল তুমি ফুটিয়েছো, তাকে তোমার শ্রীপাদপদ্মেই অঞ্জলি দিলাম। গ্রহণ কর তোমারই আশীর্বাদ-প্রসূত-প্রসূনের ডালি—'কবরের নীচে'।

প্রণত

প্রসাদ

—বিভিন্ন থিয়েট্রিক্যাল পার্টিতে অভিনীত জনপ্রিয় নাটক—

ওরা রাতচোরা—রাজদূত প্রণীত। নারীচরিত্র বর্জিত অপরাধমূলক নাটক। বর্তমান সমাজ জীবনের একটি **স্বচ্ছ** দর্পণ। আজ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্নীতির বিষাক্ত বিষ প্রবেশ করে সমাজ জীবনকে আরও বিষময় করে তুলছে, তার পরিণতি চরম ও ভয়াবহ। পাপের পরিণাম যে মধুর নয়, এই সহজ সত্যকে আজ যারা অস্বীকার করে, আগামীকাল তাদের তা স্বীকার করতেই হবে। অন্যায় অত্যাচারে আজ যারা কাঁদছে, তাদের চোখের জলের বন্যা বুকের রক্ত দিয়ে একদিন শোধ করতেই হবে।

কুমারী মা—রাজদূত প্রণীত। বর্তমানকালের পটভূমিকায় নারী-জাতির সমস্যা নিয়ে সব দিক বিবেচনা করে স্কুল-কলেজের মেয়েদের নির্দোষ অভিনয়ের উপযোগী করে এই নাটক রচিত। কুমারী মা হলো একটা সত্য ঘটনার সমাজ-চিত্র। পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে যা ঘটছে বা ঘটতে পারে তা নিয়েই এ নাটক রচনা। এই নাটক পড়ে বা অভিনয় করে কুমারী মা-বোনেরা যদি ভুলের রাজ্য থেকে—স্বপ্নের রাজ্য থেকে বাস্তব জগতের সত্য-সুন্দরের আলোয় দাঁড়িয়ে মাতৃত্বকে উজ্জ্বলতর করতে পারে, তারই শুভ প্রচেষ্টায় এই নাটক রচনা। বহু প্রশংসিত ও পুরস্কৃত এই 'কুমারী মা' পড়ুন ও অভিনয় করুন।

বিবর্ণ সিঁদুর (১টি স্ত্রী)—শ্রীমৃণালকান্তি সিংহ রায় প্রণীত। হরিপাল নটতীর্থ কর্তৃক অভিনীত ও পুরস্কৃত। অশ্রুসজল সামাজিক আলেখ্য। সভ্যতার অঙ্গনে এসে মানুষ যখন পাতলো সংসার ও গড়লো সমাজ, তখন সিঁদুর হলো সতী সাবিত্রীর বিশেষ আভরণ। সেই সিঁদুর বিবর্ণ হ'ল কেন? কার অভিশাপে? জমিদারপুত্র সন্দীপ শিক্ষিতের মানপত্র পেয়েও আজ কেন খুনী? হরিবল্লভ রায়ের মৃত্যুর পিছনে কার অদৃশ্য হাত কাজ করে-ছিল? এমনি অনেক প্রশ্নের উত্তর পাবেন এই নাটকে। রহস্যে, রোমাঞ্চে, হাসি-কান্নায়, ঘাত-প্রতিঘাতে ভরপুর এমন নাটক আর নেই। পড়ুন, অভিনয় করুন।

ভূমিকা

'কবরের নীচে' সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক নাটক। অযোধ্যার বেগমদের ওপর ইংরেজ গভর্নর ওয়ারেন হেষ্টিংসের নির্মম অত্যাচার এবং কাশীরাজ চৈৎসিংহের স্বাধীনতাহরণের রক্তাক্ত কাহিনী নিয়েই রচিত এই নাটক। নাটকখানি মাধবী নাট্য কোম্পানী সাফল্যের সঙ্গেই অভিনয় করেছে। আশা করি 'কবরের নীচে' সৌখীন নাট্য সম্প্রদায়ের অভিনয়-পিপাসা মেটাতে সক্ষম হবে।

এক্ষণে যাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমার এই নাটক গৌরবান্বিত, মাধবী নাট্য কোম্পানীর তৎকালীন প্রযোজক শ্রীযুক্ত প্রদীপ দেবনাথ, খ্যাতিমান অভিনেতা শ্রীযুক্ত সুজিত পাঠক মহাশয় এবং পরিশেষে যাঁরা অজস্র অর্থব্যয়ে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে আমার 'কবরের নীচে'কে জনসমাজে প্রকাশ করলেন, তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ!

ইতি

গ্রন্থকার

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত জনপ্রিয় নাটক—

মৃত্যুঞ্জয় সূর্য সেন—পালা-সম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে'র বিপ্লবধর্মী সেরা নাট্যাবদান। ভারতী অপেরার বিজয়-বৈজয়ন্তী। চট্টগ্রামের অমর শহীদ মাষ্টারদার নেতৃত্বে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের লোমহর্ষণ কাহিনীর বিস্ময়কর নাট্যরূপ এই "মৃত্যুঞ্জয় সূর্য সেন" একদিন বাংলা ও আসামের প্রত্যেকটি নাট্যামোদীর অকুণ্ঠ প্রশংসায় ধন্য হয়েছিল। লোকনাথ বল, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তীর জীবন্ত ছবি যদি চোখের সামনে দেখতে চান, জালালাবাদের পাহাড়ে ব্রিটিশসিংহের সঙ্গে বাঙালীর যুদ্ধ যদি প্রত্যক্ষ করতে চান, তরুণ শহীদ ট্যাগরার আত্মদান, প্রীতিলতা ওয়াদ্দারের বীরত্ব দেখে যদি তীর্থদর্শনের পুণ্য অর্জন করার অভিলাষ থাকে, তবে পড়ুন, অভিনয় করুন এই "মৃত্যুঞ্জয় সূর্য সেন বা মাষ্টারদা।"

অভিশপ্ত হারেম—প্রখ্যাত নাট্যকার শ্রীপ্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রণীত। বিল্বগ্রাম নট্ট কোম্পানীর দলে অভিনীত। ঐতিহাসিক নাটক। মসনদের লোভে আলী শা'র বুকে জলে উঠল লোভের আগুন। সে আগুনে ইন্ধন জোগালেন মুনীম খাঁ। ঘরভেদী বিভীষণদের আহ্বানে বঙ্গেশ্বর বাহাদুর শা'কে কবরে পাঠাতে দিল্লী থেকে ছুটে এল ওমরাহ ওসমান খাঁ। সঙ্গে এল তার বহিন জুলেখা। বাঙালীর বুকের খুনে যখন ভিজে গেল বাংলার মাটি, তা দেখে জুলেখা কি খুশী হতে পেরেছিল? নাদিরা কি ক্ষমা করতে পেরেছিল তার বেইমান স্বামীকে? পুত্রের তাজা রক্তে স্নান করে কি রাজা উদয়-নারায়ণ বলতে পেরেছিল—ধর্মে আমরা হিন্দু হই আর মুসলমানই হই, জাতিতে আমরা বাঙালী, বাংলা আমাদের জন্মভূমি মা। লক্ষ্মণাবতীর অভিশপ্ত হারেমে আজও কার অশরীরী আত্মা কেঁদে বেড়ায়?

রঘু ডাকাত—খ্যাতনামা নাট্যকার শ্রীঅনিলাভ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায় সুযশে অভিনীত। সামাজিক নাটক। গরীব চাষী সম্প্রদায়ের ওপর ধনী জায়গীরদারের অত্যাচারের অনবদ্য কাহিনী—এই 'রঘু ডাকাত'। পড়ুন, অভিনয় করুন।

পরিচয়

—পুরুষ—

চৈৎসিংহ	...	...	কাশীরাজ।
গোবিন্দসিংহ	...	...	ঐ সেনাপতি।
আসফউদ্দৌলা	...	...	অযোধ্যায় নবাব।
বাহার	...	...	ঐ পুত্র।
হায়দর বেগ	...	...	ঐ সিপাহশালার।
মহাবীর সিং	...	...	ঐ ভৃত্য।
ওয়ারেন হেষ্টিংস	...	...	ইংরেজ গভর্নর।
নিশুম্ভ শর্মা	...	...	ঐ অনুগত।
রণলাল	...	...	ঐ পালিত (ইংরেজ সেনাপতি)।
বিশুয়া	...	...	নিশুম্ভের ভাগিনেয়।
জিহন আলি	...	...	দস্যু।
পাগল	...	...	দেশভক্ত।

রক্ষী।

—স্ত্রী—

কল্যাণী	...	...	চৈৎসিংহের স্ত্রী।
দরিয়াউন্নিসা	...	...	আসফউদ্দৌলার বেগম।
যমুনা	...	...	নিশুম্ভ শর্মার স্ত্রী।
পাপিয়া	...	...	বাঈজী।

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত জনপ্রিয় নাটক—

পরস্ত্রী—প্রখ্যাত পালাকার শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত। নবরঞ্জন অপেরায় অভিনীত। অশ্রুঝরা সামাজিক নাটক। ভৃত্যের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রভুপুত্র বিপ্লবী সতু চৌধুরীর হ'ল দীপান্তর। মাষ্টার শিশির চাটুজ্যের হ'ল কারাদণ্ড। সতু চৌধুরীর বাগদত্তা দীপ্তির জীবনে নেমে এল বিপর্যয়। বিদেশী শাসকের গোলামি করে ফণী ঘোষাল হ'ল চৌধুরী ষ্টেটের মালিক। তারপর? দেশ হ'ল স্বাধীন। নির্যাতনের ক্ষতচিহ্ন সর্বাঙ্গে নিয়ে ফিরে এল সতু। বদন বাগ্দীর মেয়ে বুলার মুখে সব শুনে পাগলের মত ছুটে এল নিজের বাড়িতে। দারোয়ান মারল লাঠি। রক্তাক্ত দেহে ঘরে গিয়ে দেখল ফুলশয্যার বাসরে নববধূ-বেশে বসে আছে তারই বাগদত্তা দীপ্তি। তারপর?

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বা নীলাচলে মহাপ্রভু—পালা-সম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে'র শেষ জীবনের অমর অবদান। ভারতী অপেরায় যশের সহিত অভিনীত। পৌরাণিক নাটক। গৃহী নিমাই সন্ন্যাসীর চৈতন্যরূপে নীলাচলে ভক্তিরসে যে বন্যা বইয়েছিলেন, দাক্ষিণাত্যে অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্যে যে আন্দোলন শুরু করে গিয়েছিলেন, তারই অনবদ্য পালারূপ "ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"। অতীতে এমন সাড়াজাগানো নাটক হয়নি।

শুধু বিঘে দুই বা বিপ্লবের ডাক—শ্রীশম্ভুনাথ বাগ এম-এ বি-টি প্রণীত। বিস্ময়কর সামাজিক নাটক। ভারতের ভূমি-সমস্যা এক প্রচণ্ড সমস্যা। এখানে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে, 'শিলিং' বেঁধে দিয়ে, 'ভূদান যজ্ঞ' শুরু করে এর মূল সমস্যার একাংশও সমাধান করা সম্ভব নয় একথা বাঘা রাজনীতিকও স্বীকার করবেন। সেই সমস্যার সমাধানের ইংগিত তুলে ধরেছে 'শুধু বিঘে দুই'। জোতদার আদিত্য-নারায়ণের দূরদৃষ্টি, চিরঞ্জীবের ষড়যন্ত্র, ভাগচাষী বিপিনের হাহাকার, রাজনৈতিক নেতা নরেন্দ্রের শঠতা, রাণীর প্রেম, চিন্ময়ের আত্মত্যাগ এবং বলাইয়ের রাজনৈতিক তত্ত্ব জমাট হয়ে আছে এখানে। সর্বহারা কৃষক শ্রেণীর দিশারী। সাধারণ পোষাকে তিনটি নারী-চরিত্রে অভিনয়ের সুবর্ণ সুযোগ।

রোমাঞ্চকর, উত্তেজনাপূর্ণ সামাজিক

চণ্ডী ব্যানার্জীর-পাষাণ প্রতিমা

ঘাত-প্রতিঘাতে সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক

প্রসাদ ভট্টাঃ- হারেমের কান্না

কবরের নীচে

—০: * :০—

প্রথম অংক।

প্রথম দৃশ্য।

কাশীরাজ-প্রাসাদ।

পাগলের প্রবেশ।

পাগল। জয় বিশ্বনাথ! জয় বিশ্বনাথ! ঠিক সময়েই এসে পড়েছি। রাজা চৈৎসিংহ প্রাসাদেই আছে। হুঁশিয়ার—হুঁশিয়ার রাজা, হুশিয়ার! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

চৈৎসিংহের প্রবেশ।

চৈৎ। কে? কে? প্রাসাদের আশেপাশে থেকে কে যেন সহস্র কণ্ঠে আমাকে হুঁশিয়ার-বাণী শোনাতে চায়। একি মানুষের কণ্ঠস্বর, না বজ্রের হুঙ্কার? এ আমার মনের ভ্রম, না নিয়তির অট্টহাসি?

পাগলের পুনঃ প্রবেশ।

পাগল। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

চৈৎ। কে তুই, হাসছিস কেন?

পাগল।—

গীত।

হুঁশিয়ার—হুঁশিয়ার!
বন্ধুর তব কণ্টক পথে নামিছে আঁধিয়ার॥
দিশাহীন তুমি, নাহি পাবে আলো,
যেদিকে চাহিবে শুধুই যে কালো,
কালো মেঘে তাই জানায় আভাষে জাগিবেই হাহাকার॥

চৈৎ। কি বলছিস?

পাগল।— পূর্ব-গীতাংশ।

কুসুমিত তব শান্তির বনে,
ভরিবে না আর পাখীর কূজনে,
ফুটিবে না কভু মলয় সমীরে, মধুমাখা হাসি তার॥

চৈৎ। যা ভেবেছিলাম তা নয়। তোকে দেখে পাগল বলেই মনে হয়। কিন্তু কোথায়, কার সামনে দাঁড়িয়ে তুই পাগলামি করছিস তা জানিস?

পাগল। এ্যাঁ!

চৈৎ। আমি আশ্চর্য হচ্ছি তোর সাহস দেখে। কাশীরাজ চৈৎ-সিংহের প্রাসাদে, তারই সামনে দাঁড়িয়ে—

পাগল। বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলাকেও আমি হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলাম, নবাব মীর কাশিমকেও আমি হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলাম, হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলাম মহারাজ নন্দকুমারকেও; কিন্তু তারা কেউ আমার কথা শোনেনি। তুমিও শুনবে না—শুনো না। আমি কিন্তু বাতাসে বারুদের গন্ধ পেলেই সবাইকে এমনি হুঁশিয়ার করে দেবো। হুঁশিয়ার—হুঁশিয়ার! [প্রস্থান।

চৈৎ। লোকটা বদ্ধ পাগল। ও জানে না এটা নবাব সিরাজউদ্দৌলা কিংবা নবাব মীর কাশিমের বাংলা নয়; মহারাজ চৈৎসিংহের কাশী—

রণলালের প্রবেশ।

রণলাল। বন্দেগী মহারাজ!

চৈৎ। কে তুমি?

গোবিন্দসিংহের প্রবেশ।

গোবিন্দ। ইংরেজের গুপ্তচর।

রণলাল। তোমার অনুমান মিথ্যা। আমি যে গুপ্তচর নই—

গোবিন্দ। তার প্রমাণ?

রণলাল। এই পরিচয়পত্র। [চৈৎসিংহের হাতে একটি পত্র দিল]

চৈৎ। [পত্র পড়িয়া] একি! তুমিই ইংরেজের রণনিপুণ সৈন্যাধ্যক্ষ রণলাল?

রণলাল। বর্তমানে ওয়ারেন হেষ্টিংসের দূত।

চৈৎ। হেষ্টিংসের দূত! বল দূত, তোমার হেষ্টিংস সাহেব আমাদের কাছে কি চান?

রণলাল। পঞ্চাশ লক্ষ টাকা।

গোবিন্দ। পঞ্চাশ লাখ টাকা!

রণলাল। এবং তা পাঁচদিনের মধ্যে।

চৈৎ। ওয়ারেন হেষ্টিংস কি মনে করে, আমরা টাকার পাহাড়ের ওপর বসে আছি?

রণলাল। যেহেতু তিনিই ভারতবর্ষের প্রভু।

চৈৎ। তাই বুঝি সেই প্রভুর অনুরোধে—

রণলাল। আদেশ করতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু বৃটিশ কাউন্সিল তা অনুমোদন না করায়—

গোবিন্দ। বাধ্য হয়ে অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন?

রণলাল। ঠিক তাই। এখনি আমায় মহারাজের মতামত নিয়ে কলকাতায় ফিরে যেতে হবে।

চৈৎ। তুমি আসতে পারো। আমার মতামত আমি হেষ্টিংস সাহেবকেই জানিয়ে দেবো।

রণলাল। ওই সঙ্গে পাচদিনের মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা—

গোবিন্দ। না দিলে—তোমার সেই বিদেশী প্রভুর হয়ে তুমিই আমাদের রক্তে স্নান করতে আসবে?

রণলাল। আসতেই হবে। কারণ আমি যে ইংরেজের বেতনভোগী গোলাম।

চৈৎ। ইংরেজের গোলামির নেশায় ভারতবাসী হয়ে তুমি ভারত-বাসীর সর্বনাশ করবে?

রণলাল। তার জন্যে আমি দায়ী নই মহারাজ। জীবিকা নির্বাহের জন্যে যেদিন আমি আপনার মত ভারতীয় রাজা-মহারাজ, নবাব-বাদশার দুয়ারে দুয়ারে ধর্না দিয়েছিলাম, সেদিন তো কেউ আমাকে একটা সামান্য সৈনিকের চাকরি দিয়েও উপকার করেননি?

চৈৎ। রণলাল!

রণলাল। তাই দুর্দিনে যারা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, সেই ইংরেজের আদেশে ভাইয়ের সর্বনাশ করেই আমি নরকে নেমে যাবো মহারাজ, তবু তাদের ত্যাগ করে আমি স্বর্গভোগ করবো না—করতে চাই না।

[প্রস্থান।

চৈৎ। রণলালের মধ্যে যেন একটা চাপা ব্যথার আর্তনাদ শুনতে পেলাম। কিন্তু হেষ্টিংস? উদ্ধত হেষ্টিংস—

গোবিন্দ। হেষ্টিংসের উদ্দেশ্য কি? এমনি করে সে দেশীয় রাজাদের ওপর চাপ দিয়ে—

চৈৎ। বোঝ না কেন গোবিন্দসিংহ। পর পর কতকগুলো যুদ্ধে ইংরেজের কোষাগার শূন্য। এখন দেশীয় রাজাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে সেই শূন্য রাজকোষ পূর্ণ করতে না পারলে, ভারত জুড়ে প্রভুত্ব করার রণশক্তি সৃষ্টি করা হেষ্টিংসের সাধ্যাতীত হবে।

গোবিন্দ। মহারাজ!

চৈৎ। না-না, আমার দরিদ্র প্রজাদের বুকের রক্ত নিংড়ে দেওয়া অর্থ আমি তাদেরই কল্যাণে ব্যয় করবো; তবু প্রাণভয়ে ইংরেজের হাতে তুলে দেবো না।

গোবিন্দ। কিন্তু—

চৈৎ। কোন কিন্তু নেই গোবিন্দসিংহ। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—

গোবিন্দ। অযোধ্যা আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে?

চৈৎ। অর্থলোলুপ হেষ্টিংসের এই ঔদ্ধত্যের জবাব দিতেই আমি অযোধ্যা রওনা হচ্ছি গোবিন্দসিংহ। আমার মন বলছে, এতদিন ক্ষুদ্র স্বার্থের নেশায় আত্মকলহে মত্ত হয়ে যা হারিয়েছি, তা তো হারিয়েছিই; কিন্তু এখনও যা আছে—

কল্যাণীর প্রবেশ।

কল্যাণী। তাও আর থাকবে না।

চৈৎ। কি বলছো কল্যাণী? নবাব সুজাউদ্দৌলার সাহায্য পেলে—

কল্যাণী। কোথায় পাবে নবাব সুজাউদ্দৌলাকে? তিনি আর ইহলোকে নেই।

চৈৎ। [সবিস্ময়ে] রাণি!

কল্যাণী। দেওয়ানজী এইমাত্র এসে বললেন, নবাব সুজাউদ্দৌলা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। শুধু তাই নয়; আরও বললেন, নবাবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছেলে আসফউদ্দৌলাও নাকি ইংরেজের তাঁবেদার হয়ে অযোধ্যার সিংহাসনে বসেছে!

চৈৎ। নবাব সুজাউদ্দৌলা নেই! আসফউদ্দৌলাও ইংরেজের তাঁবেদার?

কল্যাণী। দেশের এই দুর্দিনে ইংরেজদের চটিয়ে দিয়ে তুমি নিজের সর্বনাশ ডেকে এনো না মহারাজ। বরং হেষ্টিংসের সাহায্য নিয়ে তুমি দুর্দ্ধর্ষ দস্যু জিহন আলির হাত থেকে তোমার প্রাণাধিক প্রজাদের রক্ষা কর।

গোবিন্দ। আবার জিহন আলি?

কল্যাণী। দেওয়ানজী আরও বলেছেন, আসার পথে তিনি দেখে এসেছেন দস্যু জিহন আলি আমাদের সীমান্তে ছাউনী ফেলেছে।

চৈৎ। একদিকে লুণ্ঠনকারী দস্যু জিহন আলি, অন্যদিকে ওয়ারেন হেষ্টিংস—

গোবিন্দ। হেষ্টিংসের চিন্তা আপনিই করুন মহারাজ। জিহন আলিকে হটিয়ে দেবার ভার আমি নিজেই নিলাম। [অভিবাদন করিয়া প্রস্থানোদ্যোগ]

চৈৎ। গোবিন্দসিংহ!

গোবিন্দ। বিশ্বনাথের নাম নিয়েই আমি আপনার কাছে শপথ করে যাচ্ছি মহারাজ, কাল সূর্যাস্তের পূর্বে জিহন আলিকে যদি জীবিত অথবা

মৃত অবস্থায় মহারাজের কাছে হাজির করতে না পারি, তাহলে গোবিন্দ-সিংহের এ মুখ আর কেউ দেখতে পাবে না।

[প্রস্থান।

কল্যাণী। জিহন আলিকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করা গোবিন্দ-সিংহের পক্ষে সম্ভব নয় মহারাজ।

চৈৎ। গোবিন্দসিংহের শক্তি সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট আস্থা আছে কল্যাণী। আপাতত আমাকে যেতে হবে অযোধ্যায়।

কল্যাণী। তুমি অযোধ্যায় গিয়ে কি করবে?

চৈৎ। আসফউদ্দৌলাকে তার পিতার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেবো।

কল্যাণী। যদি কথা না রাখে?

চৈৎ। প্রাণ দেবো, তবু হেস্টিংসের অন্যায় দাবীর কাছে মাথা নত করবো না।

কল্যাণী। ভেবে দেখুন মহারাজ—

চৈৎ। ভয় হয়। তাই ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধের আগেই আমি তোমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেবো।

কল্যাণী। তার চেয়ে তুমি আমাকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দিও।

চৈৎ। কল্যাণী!

কল্যাণী। কল্যাণী নিজের মৃত্যু সইতে পারে, কিন্তু তার স্বামীর অকল্যাণ সইতে পারে না।

[প্রস্থান।

চৈৎ। কল্যাণী যেমন আমার অকল্যাণ চিন্তায় অধীর হয়ে উঠেছে, আমিও তেমনি আমার মাতৃভূমির উজ্জ্বল ভাগ্যাকাশে একখণ্ড কালো মেঘ দেখতে পাচ্ছি। তবে কি—না-না, অযোধ্যার নবাব আসফ-

উদ্দৌলার সাহায্য যদি পাই, শুধু কাশী কেন, গোটা ভারতবর্ষকেই বিদেশী ইংরেজের শোষণ-মুক্ত করে আমি স্বাধীনতার আলোয় ভরিয়ে দেবো—স্বাধীনতার আলোয় ভরিয়ে দেবো।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বেগম মহল।

বাহারের প্রবেশ।

বাহার। মহাবীর দাদু—মহাবীর দাদু! এখানেও নেই। গেল কোথায়? নিশ্চয় রামজীর মন্দিরে রামায়ণ শুনতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাপজান এখন দরবারে, কথাটা তাহলে জিজ্ঞাসা করি কাকে?

দরিয়ার প্রবেশ।

দরিয়া। কি এমন কথা বাহার, যা জিজ্ঞেস না করলে তোর ঘুম হচ্ছে না!

বাহার। বল না মা! খোদা বড়, না ভগবান বড়?

দরিয়া। হঠাৎ এ প্রশ্ন তোমার মনে জাগলো কেন বাহার?

বাহার। বা-রে, দেওয়ানজী আর হায়দর মামু যে ঝগড়া করছিল। দেওয়ানজী বললে ভগবান বড়, আর মামু বললে খোদা বড়।

দরিয়া। যারা ঈশ্বরের মধ্যে ছোট-বড় বিচার করে, তারা নিজেরাই ছোট। ছোট হয়ে বড়র বিচার করা যায় না। বড়র বিচার করতে গেলে তাদের চেয়ে বড় হতে হয়।

বাহার। কি যে বলছ মা, কিছুই বুঝতে পারি না। মহাবীর দাদু থাকলে ঠিক বুঝিয়ে দিত।

দরিয়া। আচ্ছা বেশ, আমিই তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। শোন বাহার, খোদা আর ভগবান দুজনের একই শক্তি—দুজনেই এক। ভিন্ন শুধু নাম।

বাহার। দূর ছাই! আমার যে সব গোলমাল হয়ে গেল।

দরিয়া। আচ্ছা বল তো—পিপাসার সময় জল খেলে তোমার পিপাসা মেটে, না পানি খেলে?

বাহার। দুটোই তো এক জিনিস। জলও যা, পানিও তাই।

দরিয়া। হ্যাঁ। খোদা আর ভগবান ওই একই জিনিস, শুধু নাম দুটো আলাদা। যে খোদা, সেই ভগবান; যে রাম, সেই রহিম। এবার বুঝেছো?

বাহার। কি সুন্দর তুমি বুঝিয়ে দিলে মা! মহাবীর দাদুও এত সুন্দর করে বলতে পারতো না। যাই, কথাটা এখনি ওদের বলে আসি—[প্রস্থানোদ্যোগ]

দরিয়া। কি বলবি বাহার?

বাহার। বলবো—যে খোদা, সেই ভগবান; যে রাম, সেই রহিম।

[প্রস্থান।

দরিয়া। এতটুকু বয়সে সব জিনিস জানবার কি আগ্রহ। খোদা! আমাদের নয়নের মণি বাহারকে তুমি বাঁচিয়ে রেখো।

আসফের প্রবেশ।

আসফ। ভয় নেই বেগম! আমরা এমন কিছু করিনি, যাতে খোদাতালা আমাদের নয়নের মণিকে কেড়ে নেবেন।

দরিয়া। দরবার থেকে চলে এলে যে?

আসফ। তোমাকে দেখতে।

দরিয়া। যাও। বাহার বড় হয়েছে, এসব কথা বললে লোকে কি ভাববে?

আসফ। লোকে যাই ভাবুক, নবাব আসফউদ্দৌলার তাতে কিছু যায় আসে না।

দরিয়া। জনাব!

আসফ। হ্যাঁ বেগম। মহাবীর চাচা আমাকে শুধু আমার দরিয়া-উন্নিসাকেই এনে দেয়নি, তার সঙ্গে এনে দিয়েছে একটা সুন্দর পবিত্র আলোর রোশনি। সেই রোশনিতে মশগুল হয়ে আমি আজীবন দুনিয়াটাকে ভুলে থাকবো।

দরিয়া। [কুর্নিশ করিয়া] আমাকে তুমি অত বড় করে দেখো না জনাব। আমার সব কিছু যে তোমারই ছোঁয়ায় মধুর হয়ে আছে।

আসফ। দরিয়া—প্রিয়তমা! [আবেশে দরিয়াকে কাছে টানিয়া লইল]

হায়দরের প্রবেশ।

হায়দর। সেলাম পৌছে জাঁহাপনা!

আসফ। হায়দর বেগ?

হায়দর। রাজা চৈৎসিংহ প্রাসাদ-দ্বারে।

দরিয়া। মহামান্য কাশীরাজ?

হায়দর। হ্যাঁ বেগমসাহেবা। মনে হয়, ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে কাফের আমাদের জড়াতে চায়।

আসফ। কাশীরাজ যুদ্ধ করবেন ইংরেজের সঙ্গে?

হায়দর। ইংরেজের অপরাধ—তারা চৈৎসিংহের কাছে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা চেয়েছে।

দরিয়া। চাওয়াটা কি অন্যায় নয় সিপাহশালার?

হায়দর। ইংরেজদের বিচার করা আমাদের সাজে না বেগমসাহেবা।

আসফ। মোটেই না। তারা সুসভ্য সুশিক্ষিত শক্তিমান।

হায়দর। তার ওপর জাঁহাপনা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

আসফ। বিলক্ষণ। হেষ্টিংস সাহেব না থাকলে আমার ভাইজান আমাকে কবরে পাঠিয়ে এতদিনে বহাল-তবিয়তে অযোধ্যার মসনদে বসতো।

দরিয়া। তা বলে ন্যায়-অন্যায় বিচার করবে না?

হায়দর। না বেগমসাহেবা।

দরিয়া। তোমার বাপজান কিন্তু কথা দিয়েছিলেন, ইংরেজদের সঙ্গে কখনও কাশীরাজের সংঘর্ষ হলে, তিনি কাশীরাজকেই সমর্থন করবেন।

আসফ। বৃদ্ধ বয়সে বাপজানের মতিভ্রম হয়েছিল দরিয়া।

হায়দর। আমি অবশ্য তা বলতে চাই না জনাব। তবে ইংরেজদের দুষমন কাশীরাজকে নিয়ে বেশী মাতামাতি করা ভালো নয়।

আসফ। অতএব কাশীরাজকে ধূলো পায়েই বিদায় করবো? ঠিক বলেছো হায়দর বেগ। আমি যাচ্ছি। [প্রস্থানোদ্যোগ]

দরিয়া। পিতৃবন্ধু কাশীরাজকে তুমি ফিরিয়ে দেবে?

আসফ। না, তাঁকে সসম্মানে প্রাসাদে অভ্যর্থনা করে আনবো।

হায়দর। [অবাক বিস্ময়ে] জাঁহাপনা!

আসফ। স্মরণ রেখো হায়দর বেগ, নবাব আসফউদ্দৌলা আর যাই হোক, অতিথির অসম্মান কখনও সহ্য করেনি, আর করবেও না।

হায়দর। অতিথি হলেও, সে হিন্দু।

আসফ। হিন্দু হলেও, সে মানুষ। তাই তাঁর সেবার জন্যে আমি হিন্দু দাস-দাসী আর পাচকের ব্যবস্থা করে দেবো।

হায়দর। আমাদের উজীর-আমীররা কেউ তার ওপর সন্তুষ্ট নয় জনাব।

আসফ। তাই তো তাদের ওপর নির্ভর না করে, আমি নিজেই তাঁকে অভ্যর্থনা করে আনতে যাচ্ছি।

হায়দর। কিন্তু কাশীরাজকে আশ্রয় দিলে ইংরেজরা যদি আমাদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়?

আসফ। ঘরের ভাত বেশী করে খাবে।

হায়দর। তারা আমাদের দোস্ত।

আসফ। দোস্ত নয় মিঞা, শয়তান। ভুলে যেও না সিপাহ্‌শালার, মুখোশধারী শয়তানের বন্ধুত্বের চেয়ে শত্রুর মুখোমুখি আঘাত হানা অনেক বেশী ভাল।

[প্রস্থান।

হায়দর। নবাবকে বোঝাও বেগমসাহেবা, নবাবকে বোঝাও।

দরিয়া। সে তোমাকে বলতে হবে না হায়দর বেগ, আমি এখনি নবাবকে জানিয়ে দেবো, যেন তিনি—

হায়দর। চৈৎসিংহকে—

দরিয়া। প্রত্যাখ্যান করার মত নীচতা না দেখান।

হায়দর। তুমিও চাও ইংরেজদের সঙ্গে শত্রুতা?

দরিয়া। চেয়েছিলেন আমার পূজনীয় শ্বশুর, ভূতপূর্ব নবাব সুজা-

উদ্দৌলা। তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ করার এমন সুবর্ণ সুযোগ আমি হাতছাড়া করবো না।

হায়দর। কিন্তু এর পরিণাম?

দরিয়া। পরিণাম? ভারতের কোটি কোটি হিন্দু-মুসলমান মিলে যদি ওই কটা বেনের জাতকে দেশছাড়া করতে না পারি, আমরা মরবো। তোমার ডর লাগে, সিপাহশালারের নোকরিতে ইস্তফা দিয়ে ইংরেজের পা চেটে তুমি রুটির জোগাড় করগে।

হায়দর। [কর্কশ কণ্ঠে] ওঃ, এতদূর অপমান!

দরিয়া। তুমি আমার আত্মীয় না হলে, এই মুহূর্তেই তোমার মত কাপুরুষকে আমি ঘাড় ধরে পথে নামিয়ে দিতাম।

হায়দর। দরিয়া!

দরিয়া। হুঁশিয়ার হায়দর বেগ! দ্বিতীয়বার যেন আমার নাম ধরে ডাকার সাহস তোমার না হয়। মনে রেখো, তুমি আত্মীয় হলেও আমার বেতনভোগী গোলাম, আর আমি এই অযোধ্যার মহামান্যা বেগম।

[প্রস্থান।

হায়দর। মহামান্যা বেগম। বহুৎ আচ্ছা! এই মহামান্যা বেগমকে যদি একদিন এই গোলামের পদসেবিকা বাঁদী করতে না পারি, আমার নাম হায়দর বেগই নয়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নিশুম্ভ শর্মার বাড়ি।

নিশুম্ভের প্রবেশ।

নিশুম্ভ। একেই বলে বরাত! আমার ছেলে ইংরেজের সেনাপতি। আমিও প্রিয় বন্ধু হায়দর বেগের কথামত কাজগুলো সেরে ফেলতে পারলে কাশীর সিংহাসন আর নেয় কে? এখন দেখছি রাগ করে কাশীবাস করতে আসা আমার সফল হলো। যা করেন বাবা বিশ্বনাথ! তাইতো, পাপিয়া এখনও আসছে না কেন?

পাপিয়ার প্রবেশ।

পাপিয়া। নমস্তে পণ্ডিতজী! [কুর্নিশ]

নিশুম্ভ। কে? পাপিয়া? আরে এসো—এসো, আমি এতক্ষণ তোমার কথাই ভাবছিলাম। যা করেন বাবা বিশ্বনাথ!

পাপিয়া। কিন্তু এমন অসময়ে আমাকে—

নিশুম্ভ। তোমাকে ডাকবো না তো কাকে ডাকবো পাপিয়া? তুমি ছাড়া এই সংসারত্যাগী পণ্ডিত নিশুম্ভ শর্মার আর কে আছে?

পাপিয়া। সেকি পণ্ডিতজী! আপনার ছেলে আছে, বৌ আছে—

নিশুম্ভ। তাদের কথা আর বলো না পাপিয়া। আমি তো ভেবেই রেখেছি, ইংরেজদের সঙ্গে চৈৎসিংহের একটা হেস্তনেস্ত হয়ে গেলেই তোমায় নিয়ে চিরদিনের মত আমি কাশীবাসী হবো।

পাপিয়া। আপনার অনেক টাকা আছে, তাই না পণ্ডিতজী?

নিশুম্ভ। তাইতো ঠিক করেছি, এই কাশীতেই তোমার নামে একটা ধর্মশালা করে দেবো।

পাপিয়া। সত্যি বলছেন?

নিশুম্ভ। তোমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করে বলছি পাপিয়া, তোমায় নিয়েই ভাসবো এবার। যা করেন বাবা বিশ্বনাথ!

পাপিয়া। কিন্তু যেজন্যে আমায় ডেকেছেন—

নিশুম্ভ। নিশ্চয়ই বলবো। শুনেছো? হেষ্টিংস সাহেব রাজা চৈৎ-সিংহের কাছে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা চেয়েছে।

পাপিয়া। সুখবর বটে।

নিশুম্ভ। কিন্তু চৈৎসিংহ টাকা দেবার ভয়ে, অযোধ্যার নবাব আসফউদ্দৌলাকে দলে ভিড়িয়ে ইংরেজদের দেশছাড়া করতে চায়।

পাপিয়া। ভারী অন্যায়।

নিশুম্ভ। অন্যায় বৈকি! বেচারীদের দেশ থেকে তাড়ানো! আহা, ইংরেজরা তো মানুষ নয় প্রেয়সী, দেবতা—দেবতা।

পাপিয়া। কাশীবাস করতে এসে পণ্ডিতজী বুঝি সেই দেবতাদের কথাই ভাবছিলেন?

নিশুম্ভ। তোমার কথাও ভুলিনি প্রিয়ে! ইংরেজরা চৈৎসিংহকে তাড়িয়ে আমাকে কাশীর সিংহাসনে বসালে—

পাপিয়া। আমিই হবো আপনার রাণী?

নিশুম্ভ। হেঃ-হেঃ-হেঃ, যা করেন বাবা বিশ্বনাথ!

পাপিয়া। কিন্তু আমাকে কি করতে হবে?

নিশুম্ভ। সেটা পরে ঠিক হবে। আগামী কাল আমার প্রিয় বন্ধু হায়দর বেগের বাড়িতে গভর্ণর হেষ্টিংস সাহেব আসছেন। তুমি তাকে নাচ-গানে পরিতৃপ্ত করবে।

পাপিয়া। আমার তাতে আপত্তি নেই। তবে মুজরোর টাকা—

নিশুম্ভ। টাকার জন্যে চিন্তা কি পিয়ারী? দুশো-পাঁচশো যা চাইবে—

পাপিয়া। আচ্ছা এখন তাহলে—[প্রস্থানোদ্যোগ।

নিশুম্ভ। সেকি! এখনি চলে যাবে?

পাপিয়া। কি করবো বলুন।

নিশুম্ভ। আজ শিব-চতুর্দশী। সারাদিন উপোস করে আছি। এ সময় তোমার ওই মধুকণ্ঠের একখানা গান—

পাপিয়া। মাফ করবেন পণ্ডিতজী। যমুনাবাঈ শুনছে পেলে—

নিশুম্ভ। যমুনা? হেঃ-হেঃ-হেঃ! ভুল বলো না পিয়ারী। কাশীতে গঙ্গা আছে, যমুনা আসবে কোত্থেকে?

পাপিয়া। এ সে যমুনা নয় পণ্ডিতজী! ইনি আপনার গিন্নী যমুনাবাঈ।

নিশুম্ভ। [আশ্চর্যসূচক ভঙ্গীতে] যমুনাবাঈ!

পাপিয়া। আপনার ছেলের খোঁজে তিনিও নাকি কাশীতে এসেছেন।

নিশুম্ভ। কে বলেছে? আমার ভায়ে ওই বিশে? ও ব্যাটা ডাহা মিথ্যুক। যমুনা তো আসেইনি, বরং আমার ছেলে রণলাল এসেছিল—সেও চলে গেছে। [বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে মদের বোতল বাহির করিয়া] এই নাও, তোমার সুধামাখা সুরের সঙ্গে এই সুরাটুকু—[পাপিয়ার হাতে মদের বোতল দিল]

পাপিয়া। সেকি পণ্ডিতজী! শিব-ঠাকুরের উপোস করে আপনি মদ খাবেন?

নিশুম্ভ। ও কিছু না, কিছু না পাপিয়া। এসবই বাবা বিশ্বনাথের দয়া। যা করেন বাবা বিশ্বনাথ! নাও, বেশ ভালো দেখে একখানা—

পাপিয়া। সেদিন যে গানখানা শুনিয়েছিলাম, তার মুজরোর টাকাটাই আগে শোধ করুন পণ্ডিতজী।

নিশুম্ভ। সেকথা তোমায় বলতে হবে না সতী। ও বকেয়া আর সুদে-আসলে আমি একসঙ্গেই তোমায় মিটিয়ে দেবো। নাও, আরম্ভ কর।

পাপিয়া। [মৃদু হাস্যে] আপনার কথা শুনে কি মনে হয় জানেন পণ্ডিতজী ?

নিশুম্ভ। কি মনে হয় প্রেয়সী ?

পাপিয়া।—

গীত।

(আমি) মিশে যাই তব সাথে।
দিবা নিশি শুধু চেয়ে থাকি মোরা আঁখি দিয়ে আঁখিপাতে॥
কেহ যদি বলে মন্দ তোমারে,
মাথাটা তাহার ভাঙিব প্রহারে,
কেহ যদি মুখে চুনকালি দেয় কিবা আসে যায় তাতে॥

নিশুম্ভ। [গানের মধ্যে পাপিয়া নিশুম্ভকে মদ দিতে লাগিল, সে মদপান করিয়া আবেগে বলিয়া উঠিল] পাপিয়া—

পাপিয়া।—

পূর্ব-গীতাংশ।

তুমি যে আমার ব্রজের কালা,
রাধা হয়ে তোমা পরাইব মালা,
প্রেমের তুফানে হাবুডুবু খেয়ে ভাসিব যে দুজনাতে॥

নিশুম্ভ। ওহো পাপিয়া, আজ আর তোমার ফিরে যাওয়া হবে না। সারারাত আমার এখানেই—

বিশুয়ার প্রবেশ।

বিশুয়া। মামা! ও মামা—

নিশুম্ভ। [স্বগত] এই রে, অযাত্রাটা এসে দিলে সব মাটি করে।

পাপিয়া। আমি আসছি পণ্ডিতজী!

নিশুম্ভ। চলে যাবে? তা—তা—

পাপিয়া। আমার পাওনা টাকাগুলোর কথা যেন ভুলে যাবেন না।

নিশুম্ভ। টাকা? টাকার জন্যে ভাবনা কি পাপিয়া? আমি তো আছি।

পাপিয়া। আপনি না থাকলেও চলবে পণ্ডিতজী, কিন্তু আমার মুজরোর পাওনা টাকাগুলো যেন আমি আজকের মধ্যেই পাই।

নিশুম্ভ। পাপিয়া—

পাপিয়া। মনে রাখবেন পণ্ডিতজী, শুকনো কথায় মন ভরে, কিন্তু পেট ভরে না।

[প্রস্থান।

বিশুয়া। এই পাপিয়া-বাঈজীর জন্যেই বুঝি তুমি মামীকে ছেড়ে কাশীতে এসে উঠেছো মামা?

নিশুম্ভ। ফের কথা! ব্যাটা দুশ্চরিত্র! বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে।

বিশুয়া। তা যা বলেছো মামা। চরিত্র বলতে হয় তোমার।

নিশুম্ভ। তবে? এই পণ্ডিত নিশুম্ভ শর্মাকে তুই ভাবিস কি!

বিশুয়া। থামো মামা, থামো। তুমি যা পণ্ডিত তা আমার জানাই আছে।

নিশুম্ভ। বিশে!

বিশুয়া। চোখ রাঙিও না মামা। তাহলে কিন্তু আমি হাটে হাঁড়ি ভাঙবো।

নিশুম্ভ। তার মানে?

বিশুয়া। মানে? কাশীবাস তোমার বুজরুকি ছাড়া আর কিছুই নয়

নিশুম্ভ। কি বললি?

বিশুয়া। আমি আর কি বলবো! যা বলার মামীর মুখেই শুনতে পাবে।

নিশুম্ভ। মামী? যমুনাবাঈ?

বিশুয়া। এতক্ষণে হয়তো সদরের কাছে এসে গেছে। যাই, পাপিয়া বাঈজীর কথাটা—

নিশুম্ভ। এই—এই বিশে! খবরদার বলছি মামার অবাধ্য হোসনি।

বিশুয়া। হবো না। বিয়েটা কবে দিচ্ছো তাই বলো?

নিশুম্ভ। বিয়ে? আরে, তোর জন্যেই তো পাপিয়ার সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলাম।

বিশুয়া। তাই নাকি! হেঃ-হেঃ-হেঃ, পায়ের ধুলো দাও মামা। [পায়ের ধুলা লইল]

নিশুম্ভ। জিতা রহ ব্যাটা, জিতা রহ। হ্যাঁ—দেখ বিশে, তোর মামী এলে ধুলো-পায়ে বিদেয় করবি। আমি যাই, গঙ্গাস্নানটা সেরে আসি। [প্রস্থানোদ্যোগ]

যমুনার প্রবেশ।

যমুনা। দাঁড়াও।

নিশুম্ভ। কে? কাকে চাই? এবাড়ি নয়, এবাড়ি নয়; সরে পড়—

যমুনা। চিনতে পারছো না বুঝি? চোখে চল্লিশে ধরেছে?

নিশুম্ভ। কাকে কি বলছো? আমি কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী সন্ন্যাসী।

বিশুয়া। সন্নিসী হয়ে তুমি মামীকে চিনতে পারছো না মামা?

নিশুম্ভ। কে? তোর মামী? যমুনা? এই দেখ। তা মুখের দিকে হলে তো চিনতে পারবো?

যমুনা। আজকাল পায়ের দিকে চেয়ে বুঝি দিন কাটাচ্ছো?

নিশুম্ভ। পরস্ত্রীর মুখের দিকে আমি যে চাইতে পারি না সতী। ওহো, নারী—নরকের দ্বার।

যমুনা। তবু ভাল যে শুনে সুখী হলাম।

নিশুম্ভ। তা তুমি হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে—

যমুনা। তোমায় দেখতে এলাম কেমন আছো।

বিশুয়া। দেখতে হবে না মামী। মামা না—কাশীতে এসে একেবারে শিব হয়ে গেছে!

নিশুম্ভ। যা করে বাবা বিশ্বনাথ!

যমুনা। তা হ্যাঁ গা, তোমার জপ-তপ কেমন চলছে?

নিশুম্ভ। সেকথা নিজের মুখে আমি আর কি বলবো যমুনা, বিশেকেই জিজ্ঞেস কর।

বিশুয়া। খুব চলছে মামী, খুব চলছে। দিনরাত পাপিয়া বাঈজীকে নিয়ে মামা যেরকম তপস্যা আরম্ভ করেছে—

যমুনা। ওমা, সেকি কথা!

বিশুয়া। মুখ থেকে মদের গন্ধ পেয়েও তুমি কিছু বুঝতে পারছো না মামী?

নিশুম্ভ। [রাগত স্বরে] বিশে!

বিশুয়া। বলতে দাও মামা, বলতে দাও। হ্যাঁ—শোন মামী, আমি গোপনে জেনেছি, ওই অযোধ্যার কে একজন সিপাহশালার হায়দর বেগ না কি যেন তার নাম, সেই সুমুন্দির কথায় জিহন আলি ডাকাতকে দিয়েই মামা এই কাশীতে আজ হিন্দু-মুসলমানে একটা দাঙ্গা বাধাবার ফন্দি এঁটেছে।

যমুনা। হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা?

বিশুয়া। যাতে নবাব আসফউদ্দৌলা কাশীরাজের ওপর চটে গিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে তাকে সাহায্য না করে।

নিশুম্ভ। খবরদার—খবরদার ব্যাটা। আমার নামে যা-তা বললে—

বিশুয়া। ও ভয় বিশুকে দেখিও না মামা। আমিও তোমাকে বলে যাচ্ছি, ওই পাপিয়াই দাও আর বুলবুলিই দাও, আমার দেশের সর্বনাশ করতে চাইলে তোমারই একদিন কি আমারই একদিন।

[প্রস্থান।

নিশুম্ভ। শূয়ারটাকে জুতিয়ে লম্বা করবো। যা করে বাবা বিশ্বনাথ!

যমুনা। আমিও তোমাকে ঝেঁটিয়ে খাটো করবো, যা করে মা রক্ষেকালী—

নিশুম্ভ। যমুনা!

যমুনা। ধিক তোমাকে। এইজন্যে ইংরেজদের দেওয়ানী করে যে পাপ করেছিলে, তার প্রায়শ্চিত্ত করার নাম করে কাশীতে এসে উঠেছো?

নিশুম্ভ। আরে বিশের কথা তুমি বিশ্বাস করো না গিন্নী। পাপিয়া বাঈজীর কথা বিলকুল ঝুট। তবে হ্যাঁ, চৈৎসিংহের সঙ্গে—নবাব আসফ-উদ্দৌলাও ইংরেজদের বিপক্ষে দাঁড়ালে অযোধ্যা ধ্বংস হবে। হোক, তাতে আমার কি! আমি সাতেও থাকবো না, আর পাঁচেও থাকবো না। [প্রস্থানোদ্যোগ]

যমুনা। যাচ্ছো কোথায়?

নিশুম্ভ। তোমাদের ওই আজেবাজে কথা শুনে কানটা অপবিত্র হয়ে গেছে। যাই, গঙ্গাস্নান করে শুদ্ধ হয়ে আসি।

যমুনা। এখানে আর গঙ্গাস্নান করতে হবে না, আমার সঙ্গে কলকাতায় চলো। সেখানে আমি তোমাকে কালীঘাটের আদি গঙ্গা। মাথায় পাঁক দিয়ে ডুবিয়ে রাখবো।

নিশুম্ভ। [আশ্চর্যের ভান করিয়া] এ্যাঁ, কলকাতা! ও কথা আর আমাকে বলো না প্রেয়সী! সংসার আশ্রমে আর আমি ফিরে যাবো না। তোমার লায়েক ছেলের বে' দিয়ে নাতিপুতি নিয়ে তুমি সুখে ঘর করগে। আমি মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছি যখন—এইখানেই পেট ভরে বাবা বিশ্বনাথের পায়ের ধুলো খেয়ে পড়ে থাকবো। যা করে বাবা বিশ্বনাথ! [প্রস্থান।

যমুনা। বেড়াল কখনও মাছের লোভ সামলাতে পারে! এই মড়াটারও হয়েছে তাই। সারাজীবন ইংরেজের দালালী করে ডাইনে বাঁয়ে রোজগার করেছে, আর মেয়েদের পেছনে হ্যাংলামি করে বেড়িয়েছে। শয়তান—শয়তান। এদের জন্যেই দেশ যাবে, ধর্ম যাবে, আমার ছেলেটাকেও—নাঃ, ছেলেটাকেই খুঁজে দেখি। [প্রস্থানোদ্যোগ, সহসা নেপথ্যে বহুকণ্ঠে—"আগুন—আগুন, মার—মার"।] ওকি! আকাশটা লালে লাল হয়ে গেল। তবে কি পল্লীর বুকে আগুন লেগেছে?

রণলালের প্রবেশ।

রণলাল। লাগেনি, লাগিয়ে দিয়েছে। কে? মা?

যমুনা। খোকা! তুই?

রণলাল। তুমি এখানে কেন এলে মা?

যমুনা। কেন এসেছি, সে আর তুই কি বুঝবি।

রণলাল। জানি মা, আমার ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে আমার জন্যেই তুমি ছুটে এসেছো। কিন্তু এসময় এসে তো ভাল করনি মা

যমুনা। কি হয়েছে রে?

রণলাল। কতকগুলো চক্রান্তকারী নরপশুর দল মুসলমান পল্লীতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

যমুনা। [ভীতকণ্ঠে] রণলাল!

রণলাল। হ্যাঁ মা, হয়তো ওই অগ্নিস্ফুলিঙ্গই সাম্প্রদায়িকতার লেলিহান শিখা হয়ে মহারাজ চৈৎসিংহের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এই পুণ্যতীর্থ বারানসীর জন-জীবনকেও পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। এ সময়—

যমুনা। তুই কি এদের জন্যে কিছুই করতে পারিস না?

রণলাল। না মা, আমি যে ইংরেজের গোলাম।

যমুনা। তুই ইংরেজের চাকরি ছেড়ে দে রণলাল।

রণলাল। না।

যমুনা। তোর বাপের সঙ্গেও আমি তোকে আর দেখা করতে দেবো না। আর আমার টাকার দরকার নেই। অযোধ্যায় আমার বাপের একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর আছে। চল বাবা, সেখানে গিয়েই আমরা মা-ছেলে বাস করি।

রণলাল। তুমি কি বলছো মা?

যমুনা। মায়েরা যা বলে তাই বলছি বাবা।

রণলাল। কিন্তু আমার দেশের ভাইরা তো আমার মুখের দিকে চায়নি মা।

যমুনা। দেশের ভাইরা তোর মুখের দিকে চায়নি বলে ভাইয়ের ওপর অভিমান করে তোর দেশমাতৃকাকে তুই অপমান করবি?

রণলাল। মা—

যমুনা। তোর জন্ম-মুহূর্ত থেকেই তোর নিজের মা হয়ে আমি যেমন তোর ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আশায় বুক বেঁধে আছি, তেমনি তোর দেশ-মাও যে তোর মুখের দিকে চেয়ে আছে বাবা। তুই বড় হবি—মানুষ হবি, মায়ের সম্মান রাখবি, তোর দেশমাকে স্বাধীনতার অলঙ্কারে সাজিয়ে দিবি।

রণলাল। দেশমাকে স্বাধীনতার অলঙ্কারে সাজিয়ে দিতে গেলে আমার ভবিষ্যত তো আলোয় ভরে থাকবে না মা! হেষ্টিংস সাহেব আমাকে কথা দিয়েছেন, তিনি আমার ভাগ্যকে সোনায় মুড়ে দেবেন।

যমুনা। ওরে, বিদেশীর দেওয়া সোনার সিংহাসনের চেয়ে দেশের ভাইয়ের দেওয়া ভাঙা খাটিয়াও অনেক ভাল বাবা, অনেক ভাল।

[প্রস্থান।

রণলাল। [উদ্দেশে] মা—তাইতো, এমন করে তো কেউ আমাকে বলেনি! কেউ আমার ভুল ভেঙে দেয়নি! তবে তাই হোক মা, তাই হোক। চাই না আমি বিদেশীর দেওয়া ঐশ্বর্য। মায়ের সেবা করে, মায়ের ছেলে হয়েই আমি বেঁচে থাকবো, মায়ের ছেলে হয়েই বেঁচে থাকবো।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অযোধ্যার প্রাসাদ।

গামছায় বাঁধা খাবার হস্তে মহাবীর, পশ্চাতে অতি সন্তর্পণে বাহারের প্রবেশ।

মহাবীর। শাহজাদা—ও শাহজাদা! কোথায় গেল? [উচ্চস্বরে] শাহজাদা! বলি ও—

বাহার। টু-উ—

মহাবীর। ওরে দুষ্টু! তুমি আমার পেছনেই ছিলে?

বাহার। আচ্ছা দাদু, তুমিই নাকি আমার মায়ের সাদি দিয়ে এনেছিলে?

মহাবীর। সেইটাই তো আমার গর্ব ভাই। তবে কি জান? পেরথম তোমার দাদুসাহেব কিছুতেই রাজী হয়নি। শেষে আমার কথা ফেলতে না পেরেই—

বাহার। দাদুসাহেব বুঝি তোমায় ভয় করতো?

মহাবীর। ভয় নয় দাদুভাই। ফুল-বাগিচার মালী হলেও এই মহাবীর সিংকে তোমার দাদুসাহেব যে মান্যি করতো—ভালবাসতো।

বাহার। কেন দাদু? আমরা মুসলমান, তুমি হিন্দু; তোমাকে আমার দাদুসাহেব ভালবাসতো কেন?

মহাবীর। হেঃ-হেঃ, সে একটা গল্পকথা দাদুভাই। একবার তোমার দাদুসাহেব যুদ্ধে গিয়ে না—ভয়ানক আহত হয়ে পড়ে। সঙ্গীরা তাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। তখন আমিই তোমার দাদুসাহেবকে সেবা-শুশ্রূষা করে প্রাসাদে এনে পৌছে দিই। সেখান থেকেই—যাক, এখন একখানা গান শোনাও তো দাদুভাই!

বাহার। উঁহুঁ, আমার এখন ক্ষিধে পেয়েছে।

মহাবীর। আরে ক্ষিধের ওষুধ আমার সঙ্গেই আছে। আগে সেই গানখানা শুনিয়ে দাও।

বাহার। কোন গান?

মহাবীর। সেই তোমার মায়ের কাছে যে গানখানা শিখেছিলে। সেই "মোরা একই মায়ের দুটি ছেলে হিন্দু-মুসলমান?"

বাহার।— **গীত।**

(মোরা) একই মায়ের দুটি ছেলে হিন্দু-মুসলমান।
কেউ বা পড়ি পুরাণ গীতা কেউ পড়ি কোরান॥

মন্দিরে কেউ জানাই প্রণাম,
মসজিদে কেউ করছি সেলাম,
কেউ বা ডাকি আল্লাতালা কেউ বা ভগবান॥

দরিয়ার প্রবেশ।

দরিয়া। গানখানা তোমার কেমন লাগলো মহাবীর চাচা?

মহাবীর। খুব ভাল মা, খুব ভাল। নাও দাদুভাই, এবার খাবারটুকু খেয়ে নাও। [গামছা হইতে খাবার খুলিয়া বাহারকে দিতে উদ্যত]

বাহার। আমি হাতে করে খাবো না।

মহাবীর। শুনছিস, শুনছিস বেটি দাদুভাইয়ের বায়না?

দরিয়া। বেশ তো, তুমিই ওকে খাইয়ে দাও না চাচা।

মহাবীর। সে তুই বললেও দেবো, না বললেও দেবো। এই নাও দাদুভাই—[বাহারের মুখে খাবার তুলিয়া দিতে উদ্যত]

সহসা হায়দরের প্রবেশ।

হায়দর। হুঁশিয়ার বৃদ্ধ! [মহাবীরের হাত হইতে খাবার ফেলিয়া দিয়া] তোর এত সাহস, হিন্দুর ছোঁয়া খাইয়ে মুসলমানের জাত মারতে চাস?

মহাবীর। না-না, জাত মারবো কেন? দাদুভাই খেতে চাইলে, তাই—

হায়দর। আবার কখনও অযোধ্যার প্রাসাদে দাঁড়িয়ে এমন স্পর্ধা দেখাতে চাইলে, আমি তোকে চাবুক মারবো।

দরিয়া। [ক্রুদ্ধকণ্ঠে] হায়দর বেগ! না-না, তোমার এ স্পর্ধাও আমি কিছুতেই বরদাস্ত করবো না।

বাহার। আমি যাচ্ছি দাদু—[প্রস্থানোদ্যতা]

দরিয়া। কোথায় যাচ্ছিস বাহার ?

বাহার। দাদুর খানার হাঁড়ি বাজেয়াপ্ত করে নিতে।

আসফ। বাহার—

বাহার। দাদুকে তোমার সিপাহশালার চাবুক মারবে বলেছে, সে বিচারটা করতে যেন ভুলে যেও না বাপজান!

[প্রস্থান।

আসফ। হায়দর বেগ!

হায়দর। আমি অনুতপ্ত জনাব।

দরিয়া। মাত্র এইটুকু ?

মহাবীর। আবার কি চাস বেটি? খুব সাবধান! তোমাকেও বলছি খোকা-নবাব, দাদুভাইয়ের কথা শুনে সিপাহশালার সাহেবকে অপমান করলে ভাল হবে না কিন্তু।

আসফ। সিপাহশালার তো তোমার মান রাখেনি চাচা।

মহাবীর। অপমানটাই বা কি করলে এমন ?

দরিয়া। অপমান নয়? সে তোমাকে চাবুক মারবে বলে—

মহাবীর। সেকথা ছেড়ে দে বেটি। এক জায়গায় থাকতে গেলে অনেক কিছুই হয়।

আসফ। হিন্দু হয়েও একজন মুসলমানের এতবড় অত্যাচারকেও তুমি গায়ে মেখে নিচ্ছো চাচা ?

মহাবীর। মুসলমান হয়ে তোমরাও তো আমাকে পর ভাবো না খোকা-নবাব।

দরিয়া। তবু তোমার এই মহত্বের দাম কেউ দেবে না চাচা।

মহাবীর। নাই বা দিলে মা! তোদের কাছে যা পাচ্ছি, তাতেই যে

তোর এই বুড়ো ছেলের বুকখানা কানায় কানায় ভরে আছে রে, কানায় কানায় ভরে আছে।

[প্রস্থান।

হায়দর। বান্দার একটা কথা জনাব। এইভাবে হিন্দুদের মাথায় তুলে যদি নিজের সর্বনাশকে ডেকে আনতে চান—

দরিয়া। হিন্দুদের শত্রু ভেবে দূরে সরিয়ে রেখেই বা সেই সর্বনাশের পথে কতটা আগল দিতে পেরেছো হায়দর বেগ? বলতে পারো, মোগলবংশের সেই হিন্দুদ্বেষী সম্রাট আলমগীরের সময় থেকে আজ পর্যন্ত ভাইয়েভাইয়ে মারামারি করে কি পেয়েছো তোমরা?

আসফ। পেয়েছি বেগম, আমরা অনেক কিছুই পেয়েছি। বিশাল ভারতবর্ষটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, এক একজন এক এক মুল্লুকের উজীর-এ-আলম হয়ে বসে আছি। ইংরেজরা একজনের গালে চড় মেরে কেড়ে নিচ্ছে, আর একজন বাহবা দিচ্ছি; একজনের চোখে পানি ঝরছে, আর একজন দাঁত বার করে হাসছি; একজনকে মরতে দেখে আর একজন ভাবছি মেরা জিন্দেগী কভি নেহী শেষ হোগা।

হায়দর। জাঁহাপনা!

আসফ। দোষ তোমার নয় হায়দর বেগ। আমাদের প্রত্যেকেরই বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর। তা নইলে গরু কখনও গরুর মাংস বয়ে নিয়ে যেতে পারে?

হায়দর। কি সব আবোল-তাবোল বকছেন জনাব?

আসফ। কাজের কথাই বলো শুনি।

দরিয়া। [আসফকে] তুমি কাশীরাজের প্রস্তাব ভেবে দেখেছো?

আসফ। দেখেছি দরিয়া।

দরিয়া। তাঁর সঙ্গে—

আসফ। দোস্তী করার ইচ্ছা না থাকলে, আমি তাঁকে আমার আতিথ্য গ্রহণ করতে বলতাম না।

হায়দর। কিন্তু জাঁহাপনা—

আসফ। তুমি যা বলবে তা আমি জানি সিপাহশালার। আর এও জানি, সময় থাকতে আমাদের মিলিত প্রচেষ্টায় ওই পরদেশী বেনের জাতকে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে না পারলে, তোমার আমার বুকের রক্ত শুষে নিয়েই ওরা এখানে এমন সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ কায়েম করে বসবে, যা শত চেষ্টা করেও আর কেউ কোনদিন তা উপড়ে ফেলতে পারবে না।

হায়দর। তবু রাজা চৈৎসিংহের সঙ্গে আপনার দোস্তী হবে না জনাব।

দরিয়া। কেন হবে না? তিনি হিন্দু বলে?

হায়দর। না, ইসলাম-দ্বেষী খুনী জল্লাদ বলে।

আসফ। হায়দর বেগ!

হায়দর। দোস্তীর বদলে ওই ইসলামের দুষমনকে বন্দী করে ইংরেজদের হাতেই তুলে দেওয়া উচিত।

দরিয়া। কাশীরাজ ইংরেজের দুষমন?

হায়দর। যার নির্দেশে লাখো লাখো মুসলমান প্রজাকে দুনিয়া থেকে মুছে যেতে হয়, তাকে ইসলামের দরদী দোস্ত কেউ বলবে না।

আসফ। হুঁশিয়ার হায়দর বেগ! শয়তানির একটা সীমা আছে।

হায়দর। আছে বলেই জানতাম জনাব। কিন্তু রাজা চৈৎসিংহের সেই শয়তানির সীমা কতদূর ছাড়িয়ে যেতে পারে—

দরিয়া। তার প্রমাণ কি?

হায়দর। হেষ্টিংস সাহেবের এই পত্রখানা পড়ে দেখলেই জনাব বুঝতে পারবেন। [আসফের হাতে একটি পত্রদান]

আসফ। পত্র? হেষ্টিংসের পত্র? পাঠ কর হায়দর বেগ। [হায়দরকে পত্র প্রত্যর্পণ]

হায়দর। [পত্রপাঠ] মহামান্য অযোধ্যার উজীর-এ-আলম নবাব আসফউদ্দোলা বাহাদুর! কয়েকদিন যাবৎ হিন্দুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া কাশীর মুসলমান প্রজারা আমার শরণাপন্ন হয়। আমার বিশ্বস্ত গুপ্তচর মুখে জানিলাম এইভাবে ভারতের মাটি থেকে মুসলমানদের উৎখাৎ করাই চৈৎসিংহের উদ্দেশ্য। আরও, আপনাকে বন্ধুর ছদ্মবেশে পৃথিবী হইতে মুছিয়া দিতেই কাশীরাজ অযোধ্যায় গিয়াছে জানিয়া কর্তব্যবোধেই আপনাকে সতর্ক করিয়া দিলাম। যদি সম্ভব হয়, আপনার দেশ ও জাতির শত্রু চৈৎসিংহকে বন্দী করিয়া আমাদের হাতে সমর্পণ করুন। আমরা আপনার সার্বভৌম রক্ষার কথা কোনদিন ভুলিব না। ইতি—ইংরেজ-গভর্নর ওয়ারেন হেষ্টিংস।

আসফ। বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা। দেখছি খোদা আমার সহায়।

দরিয়া। না—না, এ শয়তানদের ষড়যন্ত্র, এ চক্রান্ত।

পাগল। [নেপথ্যে] হুঁশিয়ার—হুঁশিয়ার!

আসফ। কে?

গীতকণ্ঠে পাগলের প্রবেশ।

পাগল।— **গীত।**

কাচের মোহে কাঞ্চনেরে ভুল বুঝো না ভাই।
ওদের তরে হয় যে নরক গোটা জগতটাই॥
ঘরে ঘরে সাজায় ওরা,
শ্মশান চিতা কান্না ভরা,
ফুলের বনে জ্বালতে আগুন ওদের জুড়ি নাই॥

হায়দর। দূর হ বেয়াদব!

পাগল ।—

পূর্ব গীতাংশ ।

কত আশার কল্পনা হায়,
যায় যে ঝরে ওদের কথায়,
রাখছে শুধু হিসাব তারই ওই যে বিধাতাই ॥

আসফ। এই উন্মাদটা এখানে এলো কি করে ?

দরিয়া। আমার পাঞ্জা দেখিয়েই।

আসফ। তোমার পাঞ্জা ওর কাছে ?

দরিয়া। ওর কেউ নেই জেনেই আমি ওকে দিয়েছি জনাব।

আসফ। বেগম !

দরিয়া। ক্ষুধার্ত প্রজারা যে আমার সন্তান।

আসফ। পাঞ্জা কেড়ে নাও সিপাহশালার।

পাগল। না—না, তোমায় দেবো না। মায়ের দেওয়া পাঞ্জা আমি মায়ের হাতেই ফিরিয়ে দেবো। এই নাও মা। [পাঞ্জা দরিয়াকে দিল]

দরিয়া। পাগল—

পাগল। আমি খেতে না পাই, দুঃখ নেই মা ; কিন্তু তুমি ওদের বোঝাও। ওদের ভুলে তুমি পথে দাঁড়ালে, তোমার এই পাগল ছেলে আরও পাগল হয়ে যাবে মা, আরও পাগল হয়ে যাবে।

[প্রস্থান।

আসফ। আমি আশ্চর্য হচ্ছি বেগম। না-না, তোমার এই স্বেচ্ছাচারিতা—

দরিয়া। অসহ্য হয়, তুমি আমাকে নিজের হাতে যে দণ্ড দেবে, আমি তা হাসিমুখে মেনে নেবো। কিন্তু ইংরেজের দালাল ওই

নেমকহারামদের চক্রান্তের শিকার হয়ে তুমি কাশীরাজের আবেদনকে প্রত্যাখ্যান করো না জনাব। তুমি শুনতে পাচ্ছো না, কিন্তু আমি প্রতি মুহূর্তে শুনতে পাচ্ছি তোমার বাপজানের অন্তিম মর্মবাণী—

আসফ। দরিয়া—

দরিয়া। ভুলে যেও না জনাব, তিনি চেয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য, চেয়েছিলেন ইংরেজদের ধ্বংস, চেয়েছিলেন ভারতকে আবার ভারতবাসীর করে দিতে।

[প্রস্থান।

আসফ। ভারতবাসীর ভারত, ভারতবাসীর ভারত!

চৈৎসিংহের প্রবেশ।

চৈৎ। আবার বল নবাব, আবার বল—ভারত ভারতবাসীরই সম্পদ, ভারতের মাটিতে ভারতবাসীরই ন্যায্য অধিকার, ভারতের ফল জল শস্যসম্ভারে বিদেশী ইংরেজ-ফরাসী-ডাচ-ওলন্দাজদের কোন অধিকার নেই, থাকতে পারে না।

আসফ। মহারাজ!

চৈৎ। নবাবের আতিথ্য গ্রহণ করে আমি মুগ্ধ—আমি বিস্মিত—আমি স্তম্ভিত। তোমার পিতা সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পরেও অযোধ্যায় এসে যে আমি এতখানি পাবো, তা কোনদিন কল্পনাও করিনি। কিন্তু আর আমি এখানে অপেক্ষা করতে পারছি না নবাব। সামনে আমাদের বিরাট কর্তব্য।

আসফ। কর্তব্য?

চৈৎ। তাই নবাবের বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি নিয়ে সন্ধ্যার পূর্বেই আমাকে রওনা হতে হবে।

আসফ। তারও আগে আমি মহামান্য কাশীরাজকে পাঠিয়ে দেবো। তবে কাশীতে নয়—

হায়দর। অযোধ্যার কারাগারে।

চৈৎ। কি বলছো সিপাহশালার ?

আসফ। উন্মাদের প্রলাপ নয় মহারাজ। আমার পিতৃবন্ধু হয়েও বন্ধুর ছদ্মবেশে যে আমার বুকে ছুরি বসাতে আসে—

চৈৎ। নবাব !

আসফ। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! আমি তাকে হাতে পেয়েও সহজে ছেড়ে দেবো না মহারাজ ।

হায়দর। হুকুম দিন জনাব। এই কাফেরকে গ্রেপ্তার করে আমি ইংরেজ-পল্টনদের হাতে তুলে দিই ।

চৈৎ। আমাকে বন্দী করে ইংরেজদের হাতে তুলে দেবে ? আমি বন্ধুর ছদ্মবেশে নবাবের বুকে ছুরি বসাতে চাই ? তবে কি এত আদর-আপ্যায়ন সবই তোমাদের ছলনা ?

আসফ। সে ছলনা কি আপনারই কাছে শেখা নয় মহারাজ ? এখন দেখছি ইংরেজের চেয়ে আপনি বেশী শত্রু। কৈ হ্যায় ? [রক্ষীর প্রবেশ।] নিয়ে যা এই হিন্দুকে, কড়া প্রহরায় নজরবন্দী করে রাখবি।

চৈৎ। অযোধ্যায় আসাই আমার ভুল হয়েছে। ইংরেজের স্তাবক আসফউদ্দৌলার কাছে এর চেয়ে ভাল ব্যবহার আশা করাই আমার মূর্খতা। চল রক্ষী কোথায় নিয়ে যাবি। তবে তুমিও মনে রেখো অপরিণামদর্শী নবাব, অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে চৈৎসিংহকে বন্দী করে ইংরেজের হাতে তুলে দিলে হয়তো ওই শ্বেতাঙ্গ প্রভুর দল সুযোগ্য গোলাম বলে পিঠ চাপড়ে বাহবা দেবে, কিন্তু ইতিহাস কোনদিন ক্ষমা করবে না।

আসফ। তুমি নিজের কথাই ভাবো রাজা।

চৈৎ। সে আমি অনেক আগেই ভেবে নিয়েছি।

হায়দর। ইংরেজরা তোমাকে গুলী করে মারবে।

চৈৎ। তবু সে মৃত্যু হবে স্বাধীন দেশের মাটিতে। পরাধীন হয়ে পশুর মত বেঁচে থাকার চেয়ে স্বাধীন পতাকা হাতে নিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা অনেক বেশী গৌরবের।

[রক্ষী সহ প্রস্থান।

হায়দর। এই কাফেরকে কারাগারে না রেখে--

আসফ। কোতলখানায় পাঠিয়ে দেবো?

হায়দর। জাঁহাপনার মর্জি হলে চৈৎসিংহকে আমিই জিন্দা কবর দিতে পারি।

আসফ। তার আগে তোমার কবরটাও খুঁড়ে রেখো মিঞা!

হায়দর। আমাকে কবরে পাঠাবে কে? চৈৎসিংহ?

আসফ। না পারলেও, আমি তোমাকে কবরে না দিয়ে ছাড়বো না।

হায়দর। [সভয়ে] জাহাপনা!

আসফ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! মাৎ ঘাবড়াও মিঞা! আমি তোমার সঙ্গে একটু তামাসা করলাম। তুমি একে আমার দোস্ত, তায় সিপাহশালার, তার ওপর আমার বেগমের দূর সম্পর্কের ভাই। তোমাকে কি আমি কবরে পাঠাতে পারি? যাও—বন্দী যখন করেছি, কাশীরাজকে আর দুনিয়ার আলো-বাতাস দেখতে হবে না।

হায়দর। জাহাপনা মহানুভব। হেঃ-হেঃ-হেঃ—

[বারবার কুর্নিশ করিয়া প্রস্থান।

আসফ। মহানুভব হলেও, যে আমার বুকে ছুরি বসাতে চায়—

মহাবীরের প্রবেশ।

মহাবীর। কে তোমার বুকে ছুরি বসাবে? বলি কে তোমার বুকে ছুরি বসাবে? ওহে খোকা নবাব, কথা বলছো না কেন? হেষ্টিংস সাহেবের চিরকুটকে বিশ্বাস করে তুমি কাশীরাজকে বন্দী করলে? তোমার বাপ তাকে কথা দেয়নি? কোথায় বাপের কথা রাখতে দুজনে একযোগে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে; তা নয় তাকে বন্দী?

আসফ। দরকার হলে হত্যাও করবো।

মহাবীর। কাশীরাজকে?

আসফ। না, যে কাশীরাজের কাঁধে তলোয়ার তুলবে, তাকে।

মহাবীর। এ্যাঁ? তাহলে তুমি তাকে—

আসফ। ওহে বুদ্ধিমান! কেন আমি কাশীরাজকে বন্দী করেছি তা বোঝার শক্তি থাকলে, তুমিই বসতে অযোধ্যার মসনদে, আর আমি তোমার মত ফুল-বাগিচায় পানী দিতাম।

মহাবীর। [আনন্দে] খোকা নবাব!

আসফ। খোকা নবাব তোমার কাছে এখনও খোকা থাকলেও রাজনীতিতে সে খোকা নেই মহাবীর চাচা। আমি জানি, উত্তেজনায় আত্মহারা হয়ে সামান্য শক্তি নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করে মরা সহজ; কিন্তু স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনা সহজ নয়। তাই রাজা চৈৎসিংহ যাতে এখনি ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়, ওদিকে হেষ্টিংসও যাতে না আমার ওপর অসন্তুষ্ট হতে পারে, সেইজন্যেই কাশীরাজকে বন্দীর অছিলায় সসম্মানে আমার প্রাসাদে রেখে—আমি ছুটে চললাম ভারতের দিকে দিকে।

মহাবীর। সে তো যাবে; কিন্তু ইংরেজরা কতদিন চুপ করে থাকবে শুনি? তারা জানতে পারলে?

আসফ। তারা জানার আগেই আমি ভারতের প্রতিটি রাজন্যবর্গের কাছে গিয়ে তাদের সাহায্য চাইবো, তাদের একই পতাকাতলে মিলিত করবো। তারপর সেই মিলিত শক্তিতেই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়বো ওই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বুকে।

মহাবীর। খোকা নবাব!

আসফ। কিন্তু মনে রেখো চাচা, আমি ফিরে আসার আগে এই কথা প্রকাশ হলে, তোমার খোকা নবাবকেই ঘুমিয়ে পড়তে হবে কবরের নীচে।

[প্রস্থান।

মহাবীর। তাইতো বলি—আমি যাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি, কতদিন রামজীর পেসাদ এনে খাইয়েছি, আমার সেই খোকা নবাব কি এত নিষ্ঠুর হতে পারে? না-না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো খোকা নবাব। তোমার কথা মুখে বলা তো দূরের কথা, আমি মনেও আনবো না। হে রামজী! একথা মুখে আনার আগে তুমি আমাকে বোবা করে দিও, বোবা করে দিও।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অংক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রাসাদ।

কল্যাণী ও গোবিন্দসিংহের প্রবেশ।

কল্যাণী। না-না গোবিন্দসিংহ, এ দুঃসংবাদ শোনার পর—

গোবিন্দ। কিন্তু মহারাণী—

কল্যাণী। কি বলতে চাও তুমি ?

গোবিন্দ। আমি বলবো কেন, আপনিই ভেবে দেখুন।

কল্যাণী। এখনও ভাবতে চাও ?

গোবিন্দ। রাজ্যের কল্যাণে—

কল্যাণী। মহারাজের চেয়েও, রাজ্যের কল্যাণ-চিন্তা তোমার কাছে বড় ?

গোবিন্দ। মহারাজের কাছেও যে তাঁর নিজের চেয়ে রাজ্য আর রাজ্যবাসীর কল্যাণের মূল্য অনেক বেশী মহারাণী।

কল্যাণী। তাই বলে মহারাজের বন্দীসংবাদ শুনে—

গোবিন্দ। আপনি বিচলিত হবেন না মহারাণী। অযোধ্যার নবাব আসফউদ্দৌলা যদি সত্যিই মহারাজকে বন্দী করে থাকে, তার সেই বিশ্বাসঘাতকতার—

কল্যাণী। প্রতিশোধে নেবে মহারাজের মৃত্যু ?

গোবিন্দ। মহারাণী—

কল্যাণী। না-না, আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না।

অযোধ্যার কারাগার ভেঙে মহারাজকে উদ্ধার করে আনতে এই মুহূর্তেই তোমাকে সসৈন্যে রওনা হতে হবে।

গোবিন্দ। আমি তা পারি না মহারাণী।

কল্যাণী। পারবে না?

গোবিন্দ। বিভীষণদের চক্রান্তে রাজ্যমধ্যে যে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলেছে—

কল্যাণী। সে আগুন কি এখনও নেভেনি?

গোবিন্দ। বিপদের মেঘ এখনও কাটেনি মহারাণী।

কল্যাণী। গোবিন্দসিংহ!

গোবিন্দ। তাই রাজপ্রাসাদ অরক্ষিত রেখে—

কল্যাণী। মহারাজের উদ্ধারে তুমি এগিয়ে যাবে না?

গোবিন্দ। না।

কল্যাণী। তবে পথ ছাড়ো, আমিই এগিয়ে যাবো।

গোবিন্দ। তা হয় না মহারাণী—

কল্যাণী। হয় না?

গোবিন্দ। আপনাকে একা বিপদের মুখে—

কল্যাণী। থামো। আমার স্বামীর বিপদ যার কাছে কিছু নয়, আমার জন্যে তার মাথা না ঘামালেও চলবে।

গোবিন্দ। মহারাণী—

কল্যাণী। আমি তোমার উদ্দেশ্য বুঝেছি।

গোবিন্দ। কি বুঝেছেন?

কল্যাণী। তুমি চাও মহারাজের মৃত্যু, আর—

গোবিন্দ। আর কি?

কল্যাণী। আমার নারীত্ব চিবিয়ে খেতে।

গোবিন্দ। [আহত কণ্ঠে] আঃ! গোবিন্দসিংহকে আপনি এতদূর ভাবতে পারলেন মহারাণী? একথা শোনার পূর্বে কেন আমার মাথায় বজ্রপাত হলো না? না-না, হয়তো আমিই ভুল করেছিলাম। আমি আপনাদের বেতনভোগী ভৃত্য। আপনার আদেশ পালন করাই তো আমার কর্তব্য। তবু গুপ্তচরমুখে শুনেছিলাম ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় দস্যু জিহন আলি আজ রাতেই প্রাসাদে হানা দিতে পারে। তাই—

কল্যাণী। জিহন আলির ভাবনা আমিই ভাববো গোবিন্দসিংহ, তুমি মহারাজকে ফিরিয়ে আনো।

গোবিন্দ। মহারাজকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব মাথায় নিয়ে আমি যাচ্ছি মহারাণী। বলেও যাচ্ছি, এই গোবিন্দসিংহের দেহের শেষ শোণিতবিন্দু নিঃশেষিত হওয়ার পূর্বে তার প্রভুর কেশাগ্র স্পর্শ করার শক্তি নিয়তিরও হবে না, নিয়তিরও হবে না।

[প্রস্থান।

কল্যাণী। কেন আমি এমন ভুল করলাম! ছিঃ-ছিঃ, আজীবন ব্রহ্মচারী বীর গোবিন্দসিংহকে—না-না, ওগো বিশ্বনাথ! আমার স্বামীকে তুমি ফিরিয়ে দিও, ফিরিয়ে দিও আমাদের আপন জন বীর গোবিন্দসিংহের জীবন। [নেপথ্যে কোলাহল ও গুলীর শব্দ] ওকি!

জিহন আলির প্রবেশ।

জিহন। [উচ্চহাস্য] হাঃ-হাঃ-হাঃ!

কল্যাণী। কে?

জিহন। দস্যুসর্দার জিহন আলি।

কল্যাণী। কে আছিস?

জিহন। মাৎ চিল্লাও বিবি। তোমার রক্ষীরা আমার সৈন্যদের

সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যস্ত। তোমার শত চিৎকারেও এখানে তারা কেউ ছুটে আসবে না।

কল্যাণী। আসবে না?

জিহন। না।

কল্যাণী। তুমি—

জিহন। তোমাকে জানে খতম করতে আমি আসিনি।

কল্যাণী। কি চাও?

জিহন। হীরা মুক্তো জড়োয়া গহনা।

কল্যাণী। যদি না দিই?

জিহন। বাধ্য হয়েই তোমাকে খুন করবো।

কল্যাণী। জিহন আলি!

জিহন। জলদি তোমার গহনাগুলো খুলে দাও।

কল্যাণী। পাবে না।

জিহন। হুঁশিয়ার বিবি! তোমাদের প্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দেবো।

কল্যাণী। তোমার এত দুঃসাহস?

জিহন। এ আর কতটুকু? বেশী বাড়াবাড়ি করলে তোমাকেও কেটে টুকরো টুকরো করে সেই আগুনে ফেলে দেবো।

কল্যাণী। তুমি কি মানুষ?

জিহন। না, আমি দস্যু জিহন আলি। আসরফির জন্যে—গহনার জন্যে মায়ের সামনে ছেলেকে পাথরে আছড়ে মেরেছি। বিবির সামনে তার খসমকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছি, খসমের সামনেও তার বিবির তাজা রক্তে গোসল করেছি। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

কল্যাণী। দস্যু!

জিহন। গহনা—গহনা।

কল্যাণী। গহনা দেবো না।

জিহন। দেবে না?

কল্যাণী। না—না, ভিক্ষা চাইলে আমি রাজভাণ্ডার উজাড় করে দিতে পারি, কিন্তু রক্তচক্ষু দেখালে একটা কাণাকড়িও দেবো না।

জিহন। হুঁশিয়ার!

কল্যাণী। সাবধান দস্যু! মহারাণী কল্যাণী মরবে, তবু স্বামীর আদর্শ কোনদিন ভুলবে না।

জিহন। বহুৎ আচ্ছা! তবে খোদাকে স্মরণ কর বিবি! [কল্যাণীকে অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

সহসা কালো বস্ত্রে আবৃত রণলালের প্রবেশ।

রণলাল। [জিহন আলিকে বাধা দিয়া] খোদাকে তুই ডাক দস্যু।

জিহন। হুঁশিয়ার! আমি দস্যু জিহন আলি।

রণলাল। আমিও জিহন আলির যম।

জিহন। শির বাঁচা কুত্তা! [রণলালকে আক্রমণ, উভয়ের যুদ্ধ ও রণলালের পরাজয়] হাঃ-হাঃ-হাঃ! [রণলালকে হত্যায় উদ্যত]

রণলাল। [বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে পিস্তল বাহির করিয়া] হাঃ-হাঃ-হাঃ! এইবার তোমার শিরটাই যে উড়ে যাবে বন্ধু।

জিহন। [সভয়ে] পিস্তল?

রণলাল। কে আছিস? [রক্ষীর প্রবেশ।] একে বন্দী করে কারাগারে আটক রাখ। মহারাজ ফিরে এসে বিচার করবেন। [রক্ষী জিহন আলিকে বন্দী করিল] যাও—

জিহন। বেকায়দায় ফেলে তুমি আমায় বন্দী করলে। বহুৎ

আচ্ছা! তবে হুঁশিয়ার থেকো। এই জিহন আলির কাঁধ থেকে মাথা নামিয়ে দিলে, তোমাদের কারও কাঁধে মাথা থাকবে না।

[রক্ষী সহ প্রস্থান।

রণলাল। মাথার ভয় থাকলে গোবিন্দসিংহকে যেতে দেখে একা আমি ছুটে আসতাম না।

কল্যাণী। গোবিন্দসিংহই কি আপনাকে পাঠিয়েছে ?

রণলাল। না মহারাণী! রাজপ্রাসাদ অরক্ষিত ভেবে আমি নিজেই এসেছি।

কল্যাণী। আপনি কে বীর? আপনার পরিচয়?

রণলাল। এখন নয় মহারাণী। যদি কখনও দেশের ছেলে বলে পরিচিত হতে পারি, সেইদিন এসে আপনাকে জানিয়ে যাবো আমার প্রকৃত পরিচয়। আজ শুধু এই ভারতের মাটিতে জন্ম নিলেও, আমি একজন হতভাগ্য ছাড়া আর আমার কোন পরিচয় নেই মহারাণী, কোন পরিচয় নেই।

[প্রস্থান।

কল্যাণী। হতভাগ্য তুমি নও। হতভাগ্য তারা, যারা তোমার মত এমন দেশমায়ের বীর সন্তানকেও চিনতে না পারে। তাই সত্য পরিচয় তোমার যাই হোক, আজ থেকে আমার কাছে তোমার একমাত্র পরিচয়—তুমি আমার প্রাণ-মানরক্ষাকারী আমার দাদা, আমার ভাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হায়দর বেগের বাড়ি।

বিশুয়ার প্রবেশ।

বিশুয়া। হাঃ-হাঃ-হাঃ! মামা ভারী চালাক। গোপনে অযোধ্যায় এই হায়দর বেগের কুঠিতে এসেছে শয়তানি ফন্দি আঁটতে। ভেবেছে কেউ টের পায়নি। কিন্তু জানে না, জেলের পিছনে কেলে-হাঁড়ির মত এই বিশে ঠিক আছে। ওই না মামা আসছে? এইখানে একটু গা-ঢাকা দিই। [এক পাশে ঘাপটি মারিয়া বসিল]

নিশুম্ভের প্রবেশ।

নিশুম্ভ। [নিজের মনে] শালা বিশু মনে করেছে আমি ভারী বোকা। কাশী থেকেই খুব আমার পিছু নিয়েছিল, এবার? শালার চোখে ধূলো দিয়ে ঢুকে পড়েছি বাড়ির মধ্যে। আর আমাকে পায় কে! যা করে বাবা বিশ্ব—

বিশুয়া। [সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া] মামা! হেঃ-হেঃ-হেঃ!

নিশুম্ভ। কে?

বিশুয়া। আমি তোমার তেরাত্তিরের পিণ্ডিদাতা ভাগ্নে।

নিশুম্ভ। তুই এখানে কেন?

বিশুয়া। তুমি এখানে কেন?

নিশুম্ভ। আমি এসেছি আমার প্রিয়বন্ধু হায়দর বেগের বাড়িতে

বিশুয়া। আমিও এসেছি আমার পূজনীয় মামার সঙ্গে নেমন্তন্ন খেতে।

নিশুম্ভ। কেটে দু'খানা করবো ব্যাটা, যা করে বাবা বিশ্বনাথ!

বিশুয়া। বাজে কথা বলো না মামা। ল্যাজ কেটে ফেললে মাছি তাড়াবে কি করে ?

নিশুম্ভ। কি বললি ?

বিশুয়া। বলছি দেশসুদ্ধ লোক সবাই জানে আমি তোমার ল্যাজ। তাই তুমি যেখানে থাক, আমিও সেখানে।

নিশুম্ভ। [ক্রুদ্ধকণ্ঠে] বিশে—

বিশুয়া। রাগ করছো কেন মামা ? চল না দুজনেই কাশী ফিরে যাই।

নিশুম্ভ। আমি যাবো না।

বিশুয়া। যাবে না ? তবে আমিও এখানে বসলাম। [বসিল]

নিশুম্ভ। শীগগির পালা বলছি। এখনি এখানে হেষ্টিংস সাহেব আসবে।

বিশুয়া। তাতে আমার কি ?

নিশুম্ভ। তোকে দেখলে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে।

বিশুয়া। আর তোমাকে রসগোল্লা খাওয়াবে।

নিশুম্ভ। তুই যাবি কি না ?

বিশুয়া। আঃ! হনুমানের মত দাঁত খিঁচিও না মামা, আমি তো তোমাদের দলেই।

নিশুম্ভ। সত্যি বলছিস ?

বিশুয়া। আমি কি তোমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছি ?

নিশুম্ভ। আমার কথামত চলবি ?

বিশুয়া। এই তোমার টিকি ছুঁয়ে দিব্যি করছি।

নিশুম্ভ। তবে যা, ওই দেউড়ীতে বসে থাকগে, যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যাবো।

বিশুয়া। তা যাচ্ছি; কিন্তু মনের ভুলে আমায় যেন ফেলে যেও না মামা। তাহলে কিন্তু—

নিশুম্ভ। কি করবি?

বিশুয়া। আমি আর কি করবো? ল্যাজ হারিয়ে তোমাকেই হায় হায় করতে হবে।

নিশুম্ভ। ফের বলে ল্যাজ! আমি কি গরু?

বিশুয়া। না মামা, তুমি ধর্মের ষাঁড়।

নিশুম্ভ। বিশে—

বিশুয়া। নইলে আমি কি তোমার ল্যাজ হতে পারি মামা! হেঃ-হেঃ-হেঃ! [প্রস্থান।

নিশুম্ভ। বেটা অপগণ্ডকে ভাগিয়েছি। কিন্তু হেষ্টিংস সাহেব এখনও আসছে না কেন? আমার প্রিয়বন্ধু হায়দর বেগও—

হায়দর বেগের প্রবেশ।

হায়দর। আপনার পিছনেই আছি পণ্ডিতজী।

নিশুম্ভ। তা থাকবেন বৈকি! আপনার বাড়িতে আমি অতিথি—

হায়দর। আপনার কোন তকলিফ হয়নি তো?

নিশুম্ভ। মোটেই না, মোটেই না।

হায়দর। কিন্তু পণ্ডিতজীকে একা দেখছি। তবে কি পাপিয়া—

পাপিয়ার প্রবেশ।

পাপিয়া। হাজির জনাব! [কুর্নিশ]

নিশুম্ভ। হেঃ-হেঃ-হেঃ! এসো—এসো পাপিয়া। তোমাকে না দেখে খাঁ সাহেব—

পাপিয়া। হাঁপিয়ে উঠেছেন ?

হায়দর। তোমাকে কোথায় দেখেছি ?

পাপিয়া। হয়তো কাশীতেই।

হায়দর। ঠিক মনে পড়ছে না। শুধু আজ নয় পাপিয়া, তোমাকে চিরদিনই আমার কাছে কাছে রাখতে চাই।

পাপিয়া। সে তো আমার সৌভাগ্য।

নিশুম্ভ। বটেই তো! আমরা থাকতে আর তোমাকে কষ্ট করে গান শুনিয়ে রোজগার করতে হবে না।

পাপিয়া। আপনারাই আমাকে—

নিশুম্ভ। খাঁ সাহেবের কথা বলতে পারি না। তবে আমি তোমাকে ফেলবো না। যা করে বাবা বিশ্বনাথ !

হায়দর। তুমি একটু অপেক্ষা কর পাপিয়া। আমি দেখি হেষ্টিংস সাহেব—

ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রবেশ।

হেষ্টিংস। ডোণ্ট মাইণ্ড সিপাহশালার। আংরেজ জাটি কখনও ঠার খেলাপ করে না।

নিশুম্ভ। আসুন—আসুন স্যার। আসন গ্রহণ করে আমাদের কৃতার্থ করুন।

হেষ্টিংস। [পাপিয়াকে দেখিয়া] কে এই সুণ্ডরী ?

নিশুম্ভ। আমাদের পাপিয়া স্যার। আপনার জন্যে আমিই ওকে কাশী থেকে এনেছি।

হায়দর। আরম্ভ কর পাপিয়া! তোমার সুললিত কণ্ঠের সঙ্গীতের ধারায় অভিষিঞ্চিত করে দাও আমাদের এই মহান অতিথিকে।

পাপিয়া। [কুর্নিশ করিয়া]

গীত।

একি বসন্ত এলো মোর বনে।
কি যেন আবেশে মলয় আমারে ডাকে শুধু নিরজনে॥
প্রজাপতি হয়ে ফোটালো যে মোরে,
তারি লাগি আমি সারা নিশি ধরে,
চেয়ে থাকি শুধু যদি সে আমারে ধরা দেয় মনে মনে॥

[গানের মধ্যে হেষ্টিংস নানারূপ আনন্দসূচক ধ্বনি করিতে লাগিল। জনৈক বান্দা আসিয়া সরাপ দিয়া গেল। পাপিয়া সরাপ লইয়া সকলকে পরিবেশন করিল।]

হেষ্টিংস। নাইস—নাইস! হামি টোমার গানে বহুট খুশী।

হায়দর। পাপিয়া আমাদের একজন দোস্ত সাহেব।

হেষ্টিংস। বহুট আচ্ছা! একে টুমি হামাডের ওখানে নিয়ে যাবে ফ্রেণ্ড। হামরা ওর নাচ ডেখবো, গান শুনবো।

হায়দর। তাই হবে সাহেব। তুমি এখন বিশ্রাম করগে পাপিয়া। পরে যখন প্রয়োজন হবে—

পাপিয়া। সাহেবকে খুশী করতে পারলে আমিও বাধিত হবো। আদাব সাহেব, আদাব।

[কুর্নিশ করিয়া প্রস্থান

নিশুম্ভ। আমরাও আপনাকে পেয়ে ধন্য সাহেব।

হেষ্টিংস। বণ্ডুর নিমণ্ট্রণ রক্ষা করা বণ্ডুর কর্টব্য পণ্ডিটজী। আপি পাশের ঘরে একটু অপেক্ষা করুন। হামি সিপাহশালারের সঙ্গে—

হায়দর। আপনার অসুবিধা হবে না পণ্ডিতজী। পাপিয়া ে আছেই—

নিশুম্ভ। গভর্নর সাহেবের যখন ইচ্ছা, আমি কি তাতে না করতে পারি! তবে পরামর্শ যাই করুন, এই গরীবের কথা—

হেষ্টিংস। হাঁ—হাঁ, হাপনার কঠা হামার মনে ঠাকিবে পণ্ডিটজী। আংরেজ কখনও বণ্ডুর সাঠে বেইমানি করে না।

নিশুম্ভ। 'আমি তা বলছি না স্যার। মানে—সংসারের মায়া কাটিয়ে যখন কাশীবাস করতে এসেছি—

হেষ্টিংস। কাশীর সিংহাসনে হামি হাপনাকেই বসাইবে।

নিশুম্ভ। তা তো বসাবেন, তা তো বসাবেন। হেঃ-হেঃ-হেঃ, যা করে বাবা বিশ্বনাথ!

[প্রস্থান।

হেষ্টিংস। টোমার খবর কি সিপাহশালার?

হায়দর। সাহেবের এক চিঠিতেই কিস্তি মাৎ।

হেষ্টিংস। রাজা চৈটসিং?

হায়দর। আমাদের হাতে বন্দী।

হেষ্টিংস। বহুট আচ্ছা সিপাহশালার! চৈটসিংয়ের শয়টানির কঠা নাইয়া টুমি কোম্পানীকে হুঁশিয়ার করিয়া ডিয়া হামাদের যে উপকার রিয়াছ, টাহার বখশিস—

হায়দর। কি দেবেন দোস্ত?

হেষ্টিংস। কাশীর মসনড—

হায়দর। না দিলেও চলবে।

হেষ্টিংস। টবে কি চাও টুমি?

হায়দর। আমি চাই নবাব আসফউদ্দৌলার মৃত্যু। আর—

হেষ্টিংস। আউর অযোঢ্যার বেগমকে?

হায়দর। তার দম্ভ চূর্ণ করতে।

হেষ্টিংস। ওয়েল মাই ফ্রেণ্ড। হামি টোমাকে কঠা ডিলাম।

হায়দর। আমিও খোদার কসম করে কথা দিচ্ছি সাহেব, কোম্পানীর শূন্য কোষাগার পূর্ণ করতে এই হায়দর বেগ জান কবুল করবে।

হেষ্টিংস। টুমি হামাডের ডোষ্ট।

হায়দর। তবে আসুন সাহেব, সেই দোস্তীর প্রথম পরিচয় দিতেই কাফের চৈৎসিংহকে আপনার হাতে তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হই।

[প্রস্থান।

হেষ্টিংস। হাঃ-হাঃ-হাঃ! গোটা ভারটবর্ষকে বৃটিশ শক্টির পডানট করিটে, চাই বহুট রুপেয়া—বহুট রণসম্ভার—বহুট সৈন্য। এমনি করিয়াই কাঁটা ডিয়া কাঁটা টুলিয়া—লেকিন একি হামার অন্যায়? নো-নো, হামি ওয়ারেন হেষ্টিংস। হামার জাটির সৌভাগ্য গড়িয়া ডিটে হামি আরও অন্যায় করিবে, আরও অবিচার করিবে; টাহাটে হয়টো হামাকে মরিটে হইবে, লেকিন ইটিহাসের পাটায় হামি অমর হইয়া ঠাকিবে।

রণলালের প্রবেশ।

রণলাল। ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে থাকলেও, সে ইতিহা[স] হবে কলঙ্কিত ইতিহাস। ভবিষ্যতের জনগণ আপনার জয়গান কর[বে] না, ঘৃণায় মুখ ফেরাবে।

হেষ্টিংস। রণলাল!

রণলাল। এ অন্যায় অভিযান আপনি বন্ধ করুন।

হেষ্টিংস। টুমি কাশীটে গিয়াছিলে?

রণলাল। সেখান থেকেই আসছি।

হেষ্টিংস। বলিটে পার, ডস্যু জিহন আলি কি কাশীর রাজপ্রাস[াদ] লুণ্ঠন করিয়াছে?

রণলাল। গভর্নর কি তার অংশীদার আছেন?

হেষ্টিংস। টোমার কাছে হামি যাহা জানিটে চায়—

রণলাল। আমিও তা জানাতে এসেছি।

হেষ্টিংস। ডস্যু জিহন আলি—

রণলাল। কাশীর কারাগারে পচে মরছে।

হেষ্টিংস। [উত্তেজিত হইয়া] হোয়াট? কে বণ্ডী করিল টাহাকে?

রণলাল। বিধাতা।

হেষ্টিংস। রণলাল!

রণলাল। আমার অনুরোধ গভর্নর, রাজা চৈৎসিংহকে মুক্তি দিন।

হেষ্টিংস। মুক্তি?

রণলাল। ইংরেজ জাতির ইতিহাসকে আপনার স্বেচ্ছাচারিতার ।লিতে মসীলিপ্ত করবেন না।

হেষ্টিংস। হুঁশিয়ার রণলাল! ওয়ারেন হেষ্টিংস কাহারও উপডেশে ল না।

রণলাল। উত্তম! তাহলে আমার দ্বিতীয় অনুরোধ—

হেষ্টিংস। কি বলিটে চাও?

রণলাল। এই দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে আপনি আমাকে মুক্তি দিন।

হেষ্টিংস। রণলাল!

রণলাল। ফিরিয়ে নিন আপনাদের দেওয়া এই তরবারি। [তরবারি ন]

হেষ্টিংস। টোমার ফাদার কিণ্টু হামাডের বণ্ডু আছে।

রণলাল। সে আমার দুর্ভাগ্য।

হেষ্টিংস। ওয়েল, হামি আসছে। [প্রস্থানোদ্যত]

রণলাল। আমার তরবারি?

হেষ্টিংস। হামি গ্রহণ করিটে পারে না।

রণলাল। গভর্নর !

হেষ্টিংস। ইচ্ছা হয় হামাডের সাঠে বেইমানি করিয়া টুমি টোমার ডেশের ভাইয়ের পাশে গিয়া ডাঁড়াইটে পারো। টবে মাইণ্ড দ্যাট টুমি ক্ষট্রিয়, হামি শুনিয়াছে ভারটীয় ক্ষট্রিয়রা প্রাণ ডেয়, লেকিন প্রভুর সহিট বেইমানি করে না।

[প্রস্থান।

রণলাল। কি অভিশপ্ত জীবন আমার ! কেন ইংরেজের দাসত্ব নিয়েছিলাম ? ওঃ, আমি কি করবো ? দেশের ভাইয়ের বুকের রক্তে বিদেশী প্রভুর বিজয় নিশান রাঙিয়ে দেবো ? না আমার নিজের বুকের খুনেই—

যমুনার প্রবেশ।

যমুনা। খোকা !

রণলাল। মা ! এখানেও তুমি ?

যমুনা। আমি যে ছায়ার মত তোর পিছনে আছি বাবা। তোর বাপ ইংরেজের দালাল, কিন্তু তুই গোলামির শিকল ছিঁড়ে আমার আঁচল-ছায়ায় ফিরে এসেছিস। ওরে, আজ আমার কি আনন্দ যে হচ্ছে ! চল বাবা চল, আমরা মা-ছেলেতে ফিরে যাই।

রণলাল। তুমি ফিরে যাও মা।

যমুনা। তুই যাবি না ?

রণলাল। তোমার সঙ্গে আমি যেতে পারি না মা।

যমুনা। রণলাল !

রণলাল। আমাকে যেতে হবে—

যমুনা। কলকাতায়?

রণলাল। কাশীতে।

যমুনা। আবার কাশীতে?

রণলাল। বিশ্বনাথ দর্শন করে পুণ্য সঞ্চয় করতে নয় মা—

যমুনা। তবে?

রণলাল। হয়তো এবার যেতে হবে রাজা চৈৎসিংহের মৃত্যুসংবাদ নিয়ে কাশীর আকাশে-বাতাসে বজ্রের জ্বালা ছাড়িয়ে দিতে।

যমুনা। [সবিস্ময়ে] কেন! তুই কি ইংরেজের চাকরি—

রণলাল। ছাড়তে পারিনি মা, পারবোও না কোনদিন।

যমুনা। খোকা!

রণলাল। বল মা, আমি কোন পথে যাবো? ইংরেজের নুন খেয়েছি, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরলে তারা বলবে বেইমান; ভারতের বুকে জন্ম নিয়েছি, ভারতীয়দের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরলে তারাও বলবে বেইমান। পথ নেই মা, আমার সামনে আর কোন পথ খোলা নেই। এই বেইমানির পঙ্কতিলকই আমার অদৃষ্টলিপি। [প্রস্থানোদ্যত]

যমুনা। ওরে না—না। কথা শোন বাবা, কথা শোন—

রণলাল। না মা, না; আমি বধির—আমি পাষাণ—আমি শ্মশানের শুষ্ক মৃতদেহ।

যমুনা। রণলাল—

রণলাল। ডেকো না মা, ডেকো না। মনে করো, তোমার রণলাল মরে গেছে। আমি ক্ষত্রিয়, আমি রাজপুতের সন্তান, আমি রাজপুত। যদি পারো, আমাকে তুমি ভুলে যেও মা, ভুলে যেও।

[প্রস্থান।

যমুনা। ভুলে যাবো? এত আশা করে আমি ওকে এত রক্তের

ডেলা থেকে মানুষ করলাম, এত আশা নিয়ে ওর পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়ালাম ; এত আশা ছিল ইংরেজের সঙ্গে চৈৎসিংহের যুদ্ধের আগে আমি ওকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবো, সব আশা আমার শূন্যে মিলিয়ে গেল ? না—না, ভুলেই যদি যেতে হয়, আমার স্বামীর ঘৃণিত পরিচয় নিয়ে রণলালকে আমি হারিয়ে যেতে দেবো না। যেমন করে পারি আমি তার চোখ থেকে ভুলের জমাট অন্ধকার ধুয়ে মুছে তার সামনে এক ঝলক চাঁদের আলো ছড়িয়ে দেবোই। সেদিন দেখবো, ওই ইংরেজের দেওয়া তলোয়ারখানা তার হাত থেকে খসে পড়ে কি না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বিশ্রাম-কক্ষ।

চিন্তামগ্ন চৈৎসিংহের প্রবেশ।

চৈৎ। সিংহ আজ পিঞ্জরাবদ্ধ। আমার স্বাধীনতার রঙিন স্বপ্ন স্বপ্নই হয়ে গেল। আমার সোনার কাশী ইংরেজের পদানত হবে, দরিদ্র প্রজারা নির্যাতীত হবে। না-না, আমি আর ভাবতে পারছি না। কে আছো সুহৃদ ! কে আছো মানুষ ! আমি মুক্তি চাই না। আমার দেশ পরাধীন হবার আগে আমাকে একটু বিষ এনে দাও।

বোরখা পরিহিতা দরিয়াউন্নিসার প্রবেশ।

দরিয়া। আমি এসেছি রাজাসাহেব।

চৈৎ। কে—কে তুমি?

দরিয়া। পরিচয় দেবার মত কিছু নেই; তবু বলছি, আমি অযোধ্যার অভাগিনী বেগম দরিয়াউন্নিসা।

চৈৎ। বেগমসাহেবা! তুমি আমার জন্যে বিষ এনেছো?

দরিয়া। এনেছি রাজাসাহেব। তবে বিষ নয়, মুক্তি।

চৈৎ। মুক্তি? তবে তো তুমি বেগমসাহেবা নও, তুমি আমার কাশীর অন্নপূর্ণা মা।

দরিয়া। না রাজাসাহেব, আমি মাটির মানুষ। আপনি আর অপেক্ষা করবেন না।

চৈৎ। তবে কি নবাব আমাদের মুক্তি দিয়েছেন?

দরিয়া। নবাবের অজ্ঞাতেই আমি আপনাকে মুক্তি দিতে এসেছি।

চৈৎ। তুমি!

দরিয়া। আমার পূজনীয় শ্বশুর ভূতপূর্ব নবাবের কথা রাখতেই—

চৈৎ। [সবিস্ময়ে] মা!

দরিয়া। প্রয়োজন হলে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে যেমন করে আমার স্বামীকেও আমি আপনার পাশে দাঁড় করাবো রাজাসাহেব!

চৈৎ। তুমি তা পারবে মা, তুমি তা পারবে। আমি তোমার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি একটা স্বর্গীয় আলোর জ্যোতি, দেখতে পাচ্ছি ভারতমায়ের প্রতিচ্ছবি।

দরিয়া। কিন্তু আর দেরী করবেন না। হেষ্টিংস সাহেব প্রাসাদে অপেক্ষা করছে। এখনি হায়দর বেগ আসবে—

চৈৎ। হায়দর বেগ আসবে? কিন্তু তোমাকে বিপদের মধ্যে ফেলে আমি কেমন করে মুক্তি নেবো মা?

দরিয়া। আমার জন্যে ভাববেন না রাজাসাহেব। আপনার জন্যে

আমি আপনাকে মুক্তি দিচ্ছি না, দিচ্ছি আপনার দেশবাসীর জন্যে—লক্ষ লক্ষ নরনারীকে লাঞ্ছনা আর অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে।

চৈৎ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি আত্মবিস্মৃত হয়েছিলাম মা! আমার দেশ, আমার দেশবাসীর সেবা করে কৃতার্থ হওয়ার জন্যেই আমি মুক্তি চাই। যাবো মা, আমি যাবো—

হায়দরের প্রবেশ।

হায়দর। আপনাকে আর কষ্ট করে যেতে হবে না রাজাসাহেব। আমিই আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

দরিয়া। হায়দর বেগ!

হায়দর। কে?

দরিয়া। [মুখের নকাব সরাইল] তোমার অপরিচিতা নই।

হায়দর। বেগমসাহেবা?

দরিয়া। পথ ছাড়ো, রাজাসাহেব কাশীতেই ফিরে যাবেন।

হায়দর। তাই নাকি! মহব্বতের আদমীকে গোপনে মুক্তি দিতে এসেছেন?

চৈৎ। সাবধান পশু! আমাদের মা-ছেলের সম্পর্কে এমন কথা দ্বিতীয়বার বললে আমি তোমার জিভটা টেনে ছিঁড়ে ফেলবো।

হায়দর। সে তো পরের কথা। আগে হেষ্টিংস সাহেবের তলোয়ার থেকে নিজের মাথা বাঁচান।

দরিয়া। জাঁহাপনা প্রাসাদে নেই, এ অবস্থায় রাজাসাহেবকে হেষ্টিংসের হাতে তুলে দেবার তুমি কে?

হায়দর। আমি? আমি জাঁহাপনার হিতাকাঙ্ক্ষী। আমি জানি হেষ্টিংসের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যেই তিনি রাজাসাহেবকে বন্দী করেছেন

দরিয়া। হায়দর বেগ!

হায়দর। বাধা দেবেন না বেগমসাহেবা। জাঁহাপনাকে যা কৈফিয়ৎ দিতে হয় তা আমিই দেবো। আসুন রাজাসাহেব।

দরিয়া। রাজাসাহেব যাবেন না।

হায়দর। স্বেচ্ছায় না গেলে—

চৈৎ। জোর করে নিয়ে যাবে?

হায়দর। হত্যা করার হুকুমও দেওয়া আছে।

দরিয়া। পারবে না হায়দর বেগ।

হায়দর। পারবো না? কে বাঁচাবে রাজাসাহেবকে আমার তলোয়ার থেকে? আপনি?

দরিয়া। আমি না পারলেও, বাঁচাবে আমার এই আগ্নেয়াস্ত্র। [পিস্তল ধরিল]

হায়দর। [ভীত হইয়া] একি—পিস্তল!

দরিয়া। যান রাজাসাহেব, আপনার পথ মুক্ত। আর এই পিস্তলটাও সঙ্গে নিয়ে যান। পথের বাধা সরিয়ে দিতে এটা আপনার কাজে লাগবে। [চৈৎসিংহকে পিস্তলদান]

চৈৎ। [পিস্তল গ্রহণ করিয়া] যাবো মা, যাবো। তোমার দেওয়া এই মুক্তির আবেদন—এ যে আমার কাছে বিশ্বনাথের আদেশ। না-না, এ আদেশ আমাকে পালন করতেই হবে। আসি মা! যদি আর না দেখা হয়, তাই ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ এই পিচ্ছিল জীবন-সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে পিতা হয়েই তোমাকে করে গেলাম আশীর্বাদ। আর সন্তান হয়ে দেশজননীর প্রতিমূর্তিজ্ঞানে অযোধ্যার বেগমের অম্লান মাতৃত্বের দুয়ারে রেখে গেলাম আমার এই আভূমিনত অভিবাদন।

[কুর্নিশ করিয়া প্রস্থান।

হায়দর। বেগমসাহেবা কি মনে করেন, নবাব আপনার এতখানি ঔদ্ধত্য সহ্য করবেন? না—না, বেইমানির গুনাহে আমি আপনাকে বন্দী করবো।

আসফের প্রবেশ।

আসফ। হুঁশিয়ার হায়দর বেগ! কাকে বন্দী করতে চাও? তোমার কি কাণ্ডজ্ঞান বলতে কিছুই নেই? কটা দিন আমি রাজধানী ছেড়ে দূরে গিয়েছিলাম, তাতেই মনে করছো অযোধ্যার মসনদ তোমারই?

হায়দর। জাঁহাপনা—

আসফ। অভিবাদন কর, কর অভিবাদন! [হায়দর কুর্নিশ করিল] ভুলে যেও না হায়দর বেগ, পদস্থিত পাদুকা পায়েই মানায়, মাথায় ওঠা শোভা পায় না।

হায়দর। তাই যদি মনে করেন, সিপাহশালারের নোকরীতে ইস্তফা দিয়ে আমি চলে যাচ্ছি জনাব।

আসফ। হায়দর বেগ!

হায়দর। চোখের সামনে শয়তানি করে কেউ আপনার বুকে ছোবল মারবে, আমি তা সইতে পারবো না জনাব। [কুর্নিশ]

আসফ। কে শয়তান? রাজা চৈৎসিংহ? তাই হেষ্টিংসকে ডেকে এনেছো তার হাতে কাশীরাজকে তুলে দিতে?

হায়দর। বেগমসাহেবা গায়ের জোরে তাকে মুক্তি না দিলে আমি তাকে হত্যাই করতাম।

আসফ। বেগমসাহেবা তাকে মুক্তি দিয়েছে?

হায়দর। দূরে দাঁড়িয়ে দুজনের মধ্যে প্রেমালাপের কথা শুনেছি। তারপর থেকে আমার যে কি হচ্ছে তা জানেন একমাত্র খোদাতালা।

দরিয়া। কি বললি? কি বললি ইতর?

হায়দর। ইতরই বলুন আর জানোয়ারই বলুন, মনিবের কাছে সত্য গোপন করে আমি দোজাকে যেতে পারবো না।

দরিয়া। [ক্রুদ্ধকণ্ঠে] হায়দর বেগ!

আসফ। হায়দর বেগকে চোখ রাঙিও না দরিয়া।

দরিয়া। তুমি ওর কথা বিশ্বাস করছো?

আসফ। ওর সব কথা অবিশ্বাস করলেও, আমি যাকে বন্দী করেছি, তুমি যে তাকে গোপনে মুক্তি দিয়েছো—সেকথা তো অবিশ্বাস করতে পারি না।

হায়দর। শুধ্ মুক্তি দিলে তবু হতো জনাব; কিন্তু আপনার সঙ্গে বেইমানি করে যে একটা কাফেরের সঙ্গে মহব্বৎ করে—

দরিয়া। আঃ খোদা! এখনও তুমি সইতে পারছো?

আসফ। পারে না দরিয়া, খোদা কারও গুনাহ্ সইতে পারে না। আর পারে না বলেই যাকে এতদিন ধরে বেহেস্তের রোশনি ভেবে আমি সাদরে আমার দিলমহলায় ঠাঁই দিয়েছিলাম, আজ তিনি বুঝিয়ে দিলেন, সে আলো নয়—শুধু আলেয়া।

হায়দর। বিচার করুন জনাব, বিচার করুন।

আসফ। বিচার করবো—বিচার করবো।

মহাবীরের প্রবেশ।

মহাবীর। কার বিচার? কিসের বিচার করবে খোকা নবাব?

আসফ। শয়তানীর বিচার, শয়তানীর বিচার।

মহাবীর। কে শয়তানী?

দরিয়া। আমি মহাবীর চাচা, আমিই।

মহাবীর। সিপাহশালার সাহেব বুঝিয়েছেন বুঝি ?

হায়দর। বোঝাতে হয় না, সত্য আপনিই প্রকাশ হয়।

মহাবীর। আরে বাপু! সেই সত্যটা কি তাই বলবে তো।

হায়দর। তোমার আর জেনে কি হবে? বিচার করুন জনাব!

আসফ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি বিচার করবো। বল দরিয়া, তোমার কিছু বলার আছে?

দরিয়া। না, কিছুই বলার নেই। তুমি যখন বিশ্বাস করেই নিয়েছো, আর আমার কিছুই বলার নেই।

আসফ। তোমার আর কিছুই বলার নেই! ওঃ—না-না, দরিয়া—শয়তানী! চৈৎসিংহ—কাফের। তোমরা শুধু আমার বিশ্বাসের মূলেই কুঠারাঘাত করনি, আমার মহৎ সঙ্কল্পকেও ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছো। না—না, আমি তোমাদের—

মহাবীর। [ব্যস্তভাবে] খোকা নবাব—খোকা নবাব!

আসফ। বলতে পারো—বলতে পারো মহাবীর চাচা, দরিয়াকে কি সাজা দেবো ? তুমি বলতে পারো সিপাহশালার—না-না, তোমরা কেউ বলতে পারবে না। সাজা—দরিয়ার সাজা। যাও, দূর হও শয়তানী, আমি তোমাকে প্রাসাদ থেকে নির্বাসিতা করলাম।

মহাবীর। [অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে] কি! আমার দরিয়া-মাকে তুই প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দিলি? ছেলেবেলার মায়ের কথা মনে নেই বুঝি? কথা ফিরিয়ে নে, কথা ফিরিয়ে নে বলছি। নইলে এই বয়সেও আমি তোকে—

হায়দর। [সক্রোধে] হুঁশিয়ার বৃদ্ধ! [মহাবীরকে ধাক্কা দিতেই পড়িয়া গেল, তাহার কপাল কাটিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল]

মহাবীর। আঃ!

তৃতীয় দৃশ্য।]

দরিয়া। চাচা—চাচা!

মহাবীর। আমার কিছু হয়নি মা, আমার কিছুই হয়নি। খোকা নবাব! শয়তানের কথায় তুমি বিশ্বাস করলে?

আসফ। হ্যাঁ, করি। তুমি হয়তো ভুলে গেছ, কিন্তু আমি ভুলিনি চাচা। আমার আজও মনে আছে সেই ভুলে যাওয়ার ছবি। আমি যে নিজের চোখে দেখেছি সেই কুৎসিৎ দৃশ্য। অযোধ্যারই আর একজন বেগম আমার বিমাতা, যখন আমার পিতার সঙ্গে এমনি করে বেইমানি করেছিল, তখন পিতা তাদের দুজনকে কি দণ্ড দিয়েছিল তুমি ভুলে গেছো। সেও তো ছিল এরই মত একজন বেগম।

মহাবীর। একজন অন্যায় করেছে বলে, আর একজনও সেই অন্যায় করবে? এই যে তোমার বাপ তিনশো বেগম নিয়ে ঘর করেছে, আর তুমি একটাকে নিয়ে ঘর করছো কেন?

দরিয়া। থাক চাচা, থাক। ছেলেবেলা থেকে যে ছবি ওর মনে আঁকা আছে, কথা দিয়ে তুমি তাকে মুছে দিতে পারবে না। আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগে যে শয়তানের কথায় বিশ্বাস করে—

আসফ। সে বিচার করার অধিকার তোমার আর নেই। তুমি নিজেই তা হারিয়েছ।

দরিয়া। বেশ। তোমার হুকুম মাথায় নিয়ে আমি প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কিন্তু যদি বাহারকে একবার—

আসফ। না, তুমি বাহারকে দেখতে পাবে না। তোমার মত কলঙ্কিনী নারীর সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্ক নেই।

হায়দর। বেগমসাহেবার মর্জি হলে আমি একটা তাঞ্জাম—

দরিয়া। থাক সিপাহশালার, আমি পায়ে হেঁটেই যেতে পারবো। প্রস্থানোদ্যত]

মহাবীর। কোথায় যাবি মা? তোর বাহার যে তোকে না দেখে কেঁদে কেঁদে মরে যাবে।

দরিয়া। আমার বাহারকে তোমার কাছেই রেখে গেলাম চাচা। জাঁহাপনার কাছেও একটা আর্জি জানিয়ে যাচ্ছি, তোমার হুকুমে প্রাসাদ থেকে নেমে গেলেও, আমার প্রিয় জন্মভূমি অযোধ্যা ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারবো না। তাই আজ থেকে তোমার বাপজানের দেওয়া জায়গীরেই আমি বাস করবো।

আসফ। তুমি জাহান্নমে যাও, আমি আর তা দেখতে চাই না। শুধু তুমি যাও, আমার চোখের সামন থেকে দূর হয়ে যাও। আমি আর তোমাকে সইতে পারছি না।

দরিয়া। যাচ্ছি জনাব। তবে যাবার সময় বলে যাচ্ছি, আমাদের দেশের কোন হিন্দুই মুসলমানের শত্রু নয়। কোন মুসলমানও হিন্দুর শত্রু নয়; শত্রু এইসব স্বার্থলোভী নিমকহারামের দল। ওদেরই শয়তানিতে সাগরপারের মুষ্টিমেয় বেনের জাত বাংলা নিয়েছে, বিহার নিয়েছে, উড়িষ্যা নিয়েছে, হয়তো কাশীও নেবে। তোমার অযোধ্যাও আর থাকবে না।

[প্রস্থান।

মহাবীর। চলে গেল, অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী অভিমানে চলে গেল। তুমি তাকে ফেরালে না খোকা নবাব, তুমি তাকে ফেরালে না?

আসফ। না, ফেরাব না। সে বিশ্বাসঘাতিনী—শয়তানী—কলঙ্কিনী।

পুষ্পস্তবক হস্তে বাহারের প্রবেশ।

বাহার। বাপজান—বাপজান!

আসফ। বাহার!

বাহার। মা কোথায় বাপজান? এই দেখ না—মা কাল সারা রাত জেগে তোমার জন্যে এই কাশ্মিরী গোলাপের তোড়া তৈরী করেছিল। আনতে ভুলে গেছে দেখে আমিই নিয়ে এলাম। নাও।

আসফ। গোলাপের তোড়া? তোর মা সারা রাত জেগে আমার জন্যে তৈরী করেছিল?

বাহার। আমি জিজ্ঞেস করতেই বললে, তুমি গোলাপ ভালবাসো কিনা—তাই।

আসফ। দে—দে বাহার। [পুষ্পস্তবক লইতে উদ্যত]

হায়দর। নেবেন না জনাব! গোলাপের তোড়া সেই চৈৎসিংহের জন্যেই।

আসফ। [শরাহতের ন্যায়] আঃ—না-না, এ গোলাপ নয়, কাঁটার গুচ্ছ—বজ্রের জ্বালা—কালনাগিনীর বিষ। এর স্থান—[গোলাপগুচ্ছ লইয়া পায়ে মাড়াইয়া দিল]

বাহার। কি করলে বাপজান? গোলাপের তোড়াটা পায়ে মাড়িয়ে ফেললে? মা শুনলে কত রাগ করবে।

মহাবীর। আর কে রাগ করবে দাদুভাই? তোর মা কি প্রাসাদে আছে?

বাহার। মা নেই?

মহাবীর। তোর বাপ তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

বাহার। মা—মা গো! [কাঁদিয়া ফেলিল]

আসফ। ভুলে যা বাহার, দরিয়াকে তুই ভুলে যা।

বাহার। না বাপজান, মাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না।

মহাবীর। তরে আয় তো দাদুভাই! আমাদেব মা যেখানে গেছে, আমরাও সেখানে চলে যাই। [বাহার সহ প্রস্থানোদ্যত]

আসফ। তোমার কপালটার চিকিৎসা করাবো না চাচা?

মহাবীর। আরে রেখে দাও তিকিচ্ছে। আমার কাঁধ থেকে মাথাটা নামিয়ে দিলেও কিছু বলতাম না। কিন্তু আমার দরিয়া-মাকে যখন তাড়িয়েছো, থাকো তুমি সিপাহশালারকে নিয়ে, আগুন ধরিয়ে দাও রাজপ্রাসাদে, কেটে ফেল সব মানুষগুলোকে, কড়মড়িয়ে খাও তাদের হাড়মাংস। এই পাপের পুরীতে আর আমরা থাকবো না, না-- কিছুতেই না।

[বাহার সহ প্রস্থান।

হায়দর। এই কাফেরটাও পাজীর একশেষ জনাব। বেগমসাহেবার সঙ্গে একেও—

আসফ। খামোশ বেতমিজ! চৈৎসিংহকে আমি দুশমন ভাবতে পারি, দরিয়া আমার বুকে ছোবল মেরেছে—তাকেও আমি সাজা দিয়েছি; কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না, মহাবীর চাচার গায়ে হাত তোলার সাহস তোমার হয় কি করে? আমার ইচ্ছা করছে, তোমার ওই হাতদুটো কেটে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিই।

হায়দর। জাঁহাপনা! একটা হিন্দুর জন্যে আপনি আমাকে—

আসফ। শুধু হিন্দু নয় বেতমিজ। মহাবীর চাচাকে আমি যে আমার অভিভাবকের মতই শ্রদ্ধা করি—সেকথা যেন ভবিষ্যতে ভুল না হয়।

হায়দর। জাঁহাপনা যদি বারণ করেন, আর আমি কোন কথাতেই থাকবো না। কাফেররা বেগমসাহেবাকে কেড়ে নিয়ে, আবার শাহজাদাকেও কাফের তৈরী করুক, তাতে আমার কি! সইতে না পারি, গোপনে চোখের পানি ফেলবো; তবু মুখ ফুটে আর কিছুই বলবো না। [প্রস্থান

আসফ। মায়ের চেয়ে যার বেশী দরদ, তাকে বলে ডাইনী। এও হয়েছে তাই। কিন্তু দরিয়া? দরিয়া আমার বিনানুমতিতে চৈৎসিংহকে মুক্তি দিলে। তাও হয় তো আমি সহ্য করতে পারতাম, কিন্তু তার সঙ্গে এই অবৈধ প্রণয়—ওঃ, একি জ্বালা, একি জ্বালা!

সরাপ সহ পাপিয়ার প্রবেশ।

পাপিয়া। জ্বালার উপশম আমি এনেছি জানাব। [কুর্নিশ]

আসফ। কে? কে তুমি?

পাপিয়া। বাঁদীর নাম পাপিয়া।

আসফ। পাপিয়া! তুমি এখানে?

পাপিয়া। জনাবের ব্যথাহত বুকে শান্তির প্রলেপ দিতেই। [সরাপ দান]

আসফ। সরাপ?

পাপিয়া। পান করুন জনাব।

আসফ। দূর হও। কোন নারীকে আর আমি স্পর্শ করবো না।

পাপিয়া। সব নারীই এক নয় জনাব।

আসফ। তুমিও বলছো?

পাপিয়া। বলছি জনাব। আপনার আশাতেই এই পাপিয়া যে তার দিলমহলে ফুলের বিছানা বিছিয়ে রেখেছে। সরাপ পান করুন।

আসফ। সরাপ?

পাপিয়া। ব্যথা ভোলার এমন ওষুধ আর নেই জনাব।

আসফ। সরাপ—পাপিয়া, পাপিয়া—সরাপ। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

পাপিয়া। সরাপ পান করুন জনাব।

আসফ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি সরাপ পান করবো। মানুষ হয়ে কিছুই

পেলাম না, পেলাম শুধু বেইমানি। তাই এইবার অমানুষ হয়ে দেখবো কি পাই। হ্যাঁ, আমি সরাপ পান করবো, পেট বোঝাই করে পান করবো। দরিয়া নেই, আর কে বাধা দেবে? না, আর কেউ বাধা দেবে না। কে? দরিয়া? কেন তুমি আমার সঙ্গে বেইমানি করলে? আমি যে তোমাকে ভালবেসেছিলাম, প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলাম। তোমার জন্যে আমি কি না করেছি দরিয়া! [উদ্‌ভ্রান্তভাবে পাপিয়ার দিকে অগ্রসর]

পাপিয়া। আমি—আমি পাপিয়া।

আসফ। পাপিয়া? কে পাপিয়া? কেন এসেছো? কে তোমাকে ডেকেছে? যাও—যাও।

পাপিয়া। কি বলছেন জনাব?

আসফ। জনাব? আমি জনাব? না-না, কালনাগিনীর দংশনে জনাব মরে গেছে। আমি মাতাল, আমি পিতার অযোগ্য সন্তান। ওয়ারেন হেষ্টিংস যখন কাশীর প্রাসাদ ভেঙে গুঁড়িয়ে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে, রাজা চৈৎসিংহের মৃতদেহের ওপর দাঁড়িয়ে গোরা-পল্টনরা যখন রুল-বৃটানিয়া বাজনা বাজাবে, তা শুনে একদিকে দরিয়া বেগম চোখের পানিতে দরিয়া বইয়ে দেবে, আর একদিকে সরাপের নেশায় মাতাল হয়ে আমি হাসবো খুশীর হাসি। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

পাপিয়া। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এক ঢিলেই চিড়িয়া ঘায়েল। এখন নবাব আসফউদ্দৌলার জীবন আমার হাতের মুঠোয়। এর জন্যে তুমি আমাকে দায়ী করো না খোদা, দায়ী করো তারই বাপজান নবাব সুজাউদ্দৌলাকে।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য।

কাশী—রাজপ্রাসাদ।

নিশুম্ভর প্রবেশ।

নিশুম্ভ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! যা করে বাবা বিশ্বনাথ। আমার প্রিয় বন্ধু হায়দর বেগ যখন চৈৎসিংহকে হেষ্টিংস সাহেবের হাতে তুলে দিয়েছে, এতক্ষণ সে মরে ভূত হয়ে গেছে। এইবার তার মৃত্যুর কথাটা প্রাসাদে রটিয়ে দিতে পারলে রক্ষী প্রহরী থেকে আরম্ভ করে মন্ত্রী সেনাপতি পর্যন্ত সব ব্যাটাই ভেউ ভেউ করে কাঁদবে। সেই ফাঁকে যদি জিহন আলিকে মুক্ত করতে পারি—

কল্যাণীর প্রবেশ।

কল্যাণী। [আপন মনে] গোবিন্দসিংহও সেই গেল, মহারাজেরও কোন সংবাদ নেই। কিন্তু আমি যে আর—[নিশুম্ভকে দেখিয়া] কে?

নিশুম্ভ। আমার কথা আর বলবেন না মা মহারাণী। বাবা বিশ্বনাথই আমাকে কান ধরে টেনে আনলেন।

কল্যাণী। কিন্তু এই প্রাসাদে?

নিশুম্ভ। মা মহারাণীর সঙ্গে দেখা করতেই।

কল্যাণী। কি প্রয়োজন আপনার?

নিশুম্ভ। প্রয়োজন আপনারই। দুদিন আগে আমার গিন্নীর বাপের বাড়ি অযোধ্যায় গিয়েছিলাম।

কল্যাণী। আপনি অযোধ্যা থেকে আসছেন?

নিশুম্ভ। যা করে বাবা বিশ্বনাথ!

কল্যাণী। বলুন, আমাদের মহারাজের কিছু খবর জানেন?

নিশুম্ভ। সেকথা আমি মুখে বলতে পারছি না।

কল্যাণী। কেন ?

নিশুম্ভ। শুধু মহারাজের কথা মনে হচ্ছে আর কেঁদে বুক ভাসাচ্ছি।

কল্যাণী। আপনি আমাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে রাখবেন না, বলুন।

নিশুম্ভ। বলতে তো চাই, কিন্তু পারছি কই ? ওই সুমুন্দি হায়দর বেগ আর সুজাউদ্দৌলার ব্যাটা আসফউদ্দৌলার মনে যে এই ছিল।

কল্যাণী। [অধৈর্যভাবে] তবে কি তিনি—

নিশুম্ভ। নেই মা মহারাণী, তিনি আর নেই।

কল্যাণী। ওঃ—বিশ্বনাথ ! [কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল]

নিশুম্ভ। [স্বগত] যা করে বাবা বিশ্বনাথ !

কল্যাণী। নেই ? মহারাজ নেই ? কাশীর গৌরব-সূর্য অস্তমিত ? গোবিন্দসিংহের স্তোকবাক্যও মিথ্যা হলো ? কাশীশ্বর বিশ্বনাথের আশীর্বাদও—

নিশুম্ভ। মিথ্যে মা মহারাণী, সব মিথ্যে।

কল্যাণী। কিন্তু আমি যে এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না।

নিশুম্ভ। বিশ্বাস কি আমিও করতে পেরেছিলাম ? কিন্তু যখন শুনলাম ওই হায়দর বেগ মহারাজকে একেবারে বোকনা-কাটা করেছে—

কল্যাণী। আগন্তুক !

নিশুম্ভ। এক পোঁচ হলে তত লাগে না মা মহারাণী। কিন্তু এ গুনে গুনে তিন পোঁচ—

কল্যাণী। আঃ—

নিশুম্ভ। কি রক্ত ! মা মহারাণী, কি রক্ত ! রক্ত দেখে আমার গিন্নী তো ভিরমী খায় আর কি ! আমারও অবস্থার আর ব্যবস্থা ছিল না।

কল্যাণী। সেইজন্যেই কি মাথার ওপর কাকটা অমন ডেকে উড়েছে? সেইজন্যেই কি অকারণে আমার চোখে অশ্রুর তুফান উপচে পড়েছে? সেইজন্যেই কি—

নিশুম্ভ। ও-হো-হো! মহারাজের কথা আমি ভুলতে পারছিনে মা মহারাণী। শেষ পোঁচ টানার আগে একটু জলের জন্যে নাকি—

কল্যাণী। আমি আর শুনতে চাই না। ওরে কে আছিস? পতাকা নামিয়ে দে, চিতার আয়োজন কর।

নিশুম্ভ। চিতা?

কল্যাণী। আমি সহ-মরণে যাবো।

নিশুম্ভ। পুড়ে মরবেন?

কল্যাণী। বৈধব্য নিয়ে রাণী কল্যাণী বাঁচবে না।

নিশুম্ভ। মা মহারাণী—

কল্যাণী। না—না, যে পৃথিবী থেকে আমার স্বামী—

চৈৎসিংহের প্রবেশ।

চৈৎ। বিশ্বনাথের অনুগ্রহে নিরাপদেই ফিরে এসেছে কল্যাণী।

কল্যাণী। তুমি? আমি স্বপ্ন দেখছি না তো? তুমি—[অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া নিশুম্ভর পলায়ন।] তবে যে ইনি বললেন—একি, সে কোথায়?

চৈৎ। কার কথা বলছো কল্যাণী?

কল্যাণী। একটু আগেই যে এখানে ছিল।

চৈৎ। সে হয়তো আমাকে দেখেই সরে পড়েছে। তার কথা শুনে তুমি খুব ভেঙে পড়েছিলে, না?

কল্যাণী। তোমার খবর কি বল।

চৈৎ। তার আগে তুমি বল, আমার প্রজারা কেমন আছে? অযোধ্যায় বসে যে সাম্প্রদায়িকতার কথা শুনেছিলাম—

কল্যাণী। তা মিথ্যা নয় মহারাজ। তবে তোমার সুনিপুণ রাজ-কর্মচারীদের প্রচেষ্টায় সে আগুন নিভে গেছে। এইবার বল, তোমার বন্দীসংবাদ—

চৈৎ। মিথ্যা নয় কল্যাণী। নবাব আসফউদ্দৌলা আমাকে বন্দী করেছিল, কিন্তু তারই মহীয়সী বেগমের অনুকম্পায় আমি মুক্ত।

কল্যাণী। মহারাজ!

চৈৎ। শুধু তাই নয়। বেগমসাহেবা আমাকে কথা দিয়েছে, তার স্বামীকে আমার পাশে দাঁড় করাবেই।

পাগল। [নেপথ্যে] হুঁশিয়ার—হুঁশিয়ার!

চৈৎ। ওকি! সেই পাগলটা নয়? কি বলতে চায় ও?

পাগলের প্রবেশ।

পাগল। শুনবে? শুনবে আমার কথা?

চৈৎ। সেদিন শুনিনি, কিন্তু আজ শুনবো।

পাগল। তবে আর এখানে নয়, ছুটে যাও কারাগারের দিকে। তোমাদের বন্দী সেই দস্যুটা হয়তো এতক্ষণ ভাগোলবা। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

চৈৎ। দস্যু? কোন দস্যু পালিয়েছে?

কল্যাণী। দস্যু জিহন আলি প্রাসাদে হানা দিতে এসে বন্দী হয়েছিল। কিন্তু সে পালাবে কেমন করে?

পাগল। কেমন করে পালাবে? আমাদের দেশে যারাই রক্ষক, তারাই তো ভক্ষক হে।

চৈৎ। পাগল!

পাগল। রক্ষীদের ওপর ভার দিয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত আছো, আর তারা ওদিকে উৎকোচ নিয়ে ভুঁড়ি মোটা করে কয়েদীদের ছেড়ে দিচ্ছে—এই তো আমাদের দেশের নিয়ম হে। যাকে বিশ্বাস করবে, সেই তোমার বুকে ছুরি বসাবে। [সুরে] ওরে পাগল নাইয়া।

চৈৎ। পাগল !

পাগল। না-না, আজ থাক। তোমরা বন্দীকে খুঁজে দেখ, আর একদিন এসে গানটা শুনিয়ে যাবো। আমি যাই। আমাকে আবার হায়দ্রাবাদ যেতে হবে, নিজাম সাহেবকে খবর দিতে হবে। আরও অনেক—অনেক জায়গায় যেতে হবে। আমি যাই, আমি যাই—

[প্রস্থান।

চৈৎ। আমার রক্ষীরা উৎকোচ নিয়ে দস্যু জিহন আলিকে ছেড়ে দিলে ?

গোবিন্দসিংহের প্রবেশ।

গোবিন্দ। আমি আবার তাকে বন্দী করে এনেছি মহারাজ। আর যে রক্ষী উৎকোচের লোভে আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, আপনার অনুমতি না নিয়েই আমি তাকে হত্যা করেছি।

চৈৎ। সেনাপতির উপযুক্ত কাজই করেছো গোবিন্দসিংহ। দস্যুকে এইখানে নিয়ে এসো।

কল্যাণী। আমি অন্তঃপুরে যাচ্ছি মহারাজ। তুমি দস্যু জিহন আলিকে এমন শাস্তি দাও, যা দেখে আর কোন দস্যু যেন বিশ্বনাথের আশ্রিত এই কাশীরাজ্যে হানা দিতে সাহস না পায়।

[প্রস্থান।

গোবিন্দ। কে আছিস ? দস্যু জিহন আলিকে পাঠিয়ে দে।

চৈৎ। আমি দেখবো, কত শক্তিশালী সে। দেখবো—কিসের স্পর্ধায়—

বন্দী জিহন আলির প্রবেশ।

গোবিন্দ। [জিহন আলিকে] এই যে, মহারাজকে অভিবাদন কর।

জিহন। পারো, আমার মাথাটা কেটে তোমাদের মহারাজের পায়ের তলায় নামিয়ে দাও, আমি কোন রাজা-নবাবের কাছে মাথা নীচু করি না।

চৈৎ। তুমি নিজেকে এত বড় বলে মনে কর?

জিহন। অন্তত আমার কাছে।

গোবিন্দ। তুমি রাজপ্রাসাদে হানা দিয়েছিলে কেন?

জিহন। হীরে-জহরত লুট করতে।

চৈৎ। আমার হীরে-জহরতে তোমার কি অধিকার?

জিহন। না থাকবে কেন? হীরে-জহরতগুলো আপনি তো আর বেহেস্ত থেকে সঙ্গে নিয়ে আসেননি।

গোবিন্দ। জিহন আলি!

জিহন। গরীব-দুঃখীর বুকের রক্ত নিংড়ে নিয়ে তোমরা যে হীরে-জহরতের পাহাড় জমিয়েছো—

চৈৎ। তা লুটে নিয়ে তুমি নবাব হয়ে বসতে চাও?

জিহন। সে ইচ্ছা থাকলে আমি আর দস্যুতা করতাম না।

গোবিন্দ। তাহলে লুটের সম্পদ কি কর তুমি?

জিহন। আমার গরীব ভাইদের মধ্যেই বিলিয়ে দিই।

চৈৎ। [বিস্মিত কণ্ঠে] জিহন আলি!

জিহন। হ্যাঁ—হ্যাঁ। খোদা জানেন, আমি লুটের আসরফির একটা

কপর্দকও নিই না। নিজের জন্যে যেটুকু দরকার হয়, আমি ভিক্ষা করেই জোগাড় করি।

গোবিন্দ। গরীবদের জন্যেই তুমি দস্যু?

জিহন। ওই গরীবদের মুখের ভাত কেড়ে নিয়ে তোমরা দিনের পর দিন ভুঁড়ি মোটা করে যাচ্ছো। কিন্তু তারা যখন খেতে পায় না, তাদের বৌ-ছেলে যখন উপোস করে মরে, তা দেখেও তোমরা মুখ ফিরিয়ে থাকো। কিন্তু আমি? আমিই তখন তুলে দিই তাদের মুখে এক মুঠো ক্ষিধের ভাত।

চৈৎ। তা হলেও তুমি দস্যু।

জিহন। একবার নয় মহারাজ, হাজারবার বলুন আমি দস্যু। কিন্তু আমি জানি, আমার মত দস্যু যেদিন ঘরে ঘরে জন্মাবে, সেদিন আমার গরীব ভাইয়েরা দু'বেলা পেটভরে খেতে পাবে। তাদের জলভরা চোখে ফুটে উঠবে খুশীর হাসি। সেদিন আপনি আমাকে দস্যু বললেও দেশের লাখো লাখো মানুষ আমাকে তাদের ভাই বলে বুকে তুলে নেবে।

চৈৎ। দেশবাসী তোমাকে বুকে তুলে নেবার আগে আমি তোমায় আজীবন বন্দী করে রাখবো।

জিহন। আমাকে সারাজীবন বন্দী হয়ে থাকতে হবে?

চৈৎ। হবে। তবে লোহার শৃঙ্খলে নয়, অন্ধকার কারাগারেও নয়; তোমাকে বন্দী হয়ে থাকতে হবে আমার এই অন্তরের প্রীতির বাঁধনে। [জিহন আলিকে মুক্তিদান ও আলিঙ্গন]

জিহন। [বিহ্বল কণ্ঠে] জনাব!

চৈৎ। তোমাদের মত এমনি ধুলো-কাদা মাখা হীরে-জহরত মণি-মাণিক কুড়িয়ে একত্র করতে পারলে তবেই তো সত্য হবে আমার স্বপ্ন।

গোবিন্দ। জিহন আলিকে আপনি কাছে টেনে নিলেন মহারাজ?

চৈৎ। অনেক আগেই কি নেওয়া উচিত ছিল না গোবিন্দসিংহ?

জিহন। আপনি—আপনি কি বলতে চাইছেন মালিক?

চৈৎ। আমি নয় জিহন আলি। ওই কান পেতে শোন, আমাদের জন্মভূমি মা তারস্বরে বলছেন, দস্যুতা করে তোমার গরীব ভাইদের তুমি সাময়িক দুঃখ দূর করলেও, তাদের চিরস্থায়ী সুখের আস্বাদ কোনদিনই দিতে পারবে না।

জিহন। জনাব!

চৈৎ। তাই এসো ভাই, আমাদের জন্মভূমি মায়ের আদেশ মাথায় নিয়ে তুমি আমি হিন্দু-মুসলমান আমরা রুখে দাঁড়াই ইংরেজের বিরুদ্ধে। দেশ থেকে বিতাড়িত করি ওই বিদেশী শক্তিকে। তারপর এই ভারতের মাটিতে আমরা এমন এক রাজ্য গঠন করবো, যেখানে রাজা-প্রজা থাকবে না, ধনী-গরীব থাকবে না, ছোট-বড়ও থাকবে না; থাকবে শুধু মানুষ, শুধু সোনার মানুষ।

জিহন। মালিক! তবে কি এতদিন আমি শুধু ভুলের অন্ধকারেই হাবুডুবু খেয়েছি? হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি ভুল করেছি। আমার সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত—

চৈৎ। প্রায়শ্চিত্ত করতে যেমন একপাশে আছে গোবিন্দসিংহ, অন্য পাশে থাকবে তুমি।

জিহন। আমিও খোদার কসম করে বলছি মালিক, আজ থেকে এই জিহন আলি আপনারই গোলামের গোলাম। [কুর্নিশ]

চৈৎ। না-না, গোলাম নও, তুমি আমার ভাই। গোবিন্দসিংহ! পূর্ব দিগন্তে আমি আশার রক্তিম সূর্য দেখতে পাচ্ছি। আজ তুমি কলকাতায় দূত পাঠিয়ে হেষ্টিংসকে জানিয়ে দাও—

হেষ্টিংসের প্রবেশ।

হেষ্টিংস। হাপনাকে আর জানাইটে হইবে না রাজাবাহাডুর, হামি নিজেই জানিটে আসিয়াছে।

চৈৎ। একি, মাননীয় গভর্নর ওয়ারেন হেষ্টিংস?

হেষ্টিংস। ইওর একসেলেন্সি রাজাবাহাডুর! হাপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, হামার পট্রের কঠা?

চৈৎ। ভুলিনি বলেই তো অযোধ্যায় গিয়েছিলাম।

হেষ্টিংস। অযোঢ্যার নবাব রাজাবাহাডুরের শট্রু আছে।

গোবিন্দ। ইংরেজরাই আমাদের মিত্র?

হেষ্টিংস। মিট্র না হইলে বিপডের পূর্বে রাজাবাহাডুরকে হামি হুঁশিয়ার করিয়া ডিটে আসিটাম না।

চৈৎ। আর হুঁশিয়ার করে দিতে হবে না সাহেব। তোমাদের দাবীর পঞ্চাশ লক্ষ টাকা—

হেষ্টিংস। ডুই এক ডিনের মধ্যেই কোম্পানীর ট্রেজারিটে জমা ডিলে বণ্টুট্বের নিডর্শন স্বরূপ—

গোবিন্দ। কি দেবে সাহেব?

হেষ্টিংস। আসফউডৌলার হাট হইটে অযোঢ্যা কাড়িয়া লইয়া হামি রাজাবাহাডুরকেই ডান করিবে।

চৈৎ। আবার এই রাজাবাহাদুরের কাছ থেকে কাশী আর অযোধ্যা কেড়ে নিয়ে আর একজনকে দান করবে? বাঃ, চমৎকার তোমাদের নীতি। শোন সাহেব! শুধু অযোধ্যাই নয়, তোমাদের দয়ার দানে গোটা ভারতবর্ষ পেলেও আমি তা নেবো না।

হেষ্টিংস। বহুট আচ্ছা! কিণ্টু হামাদের ডাবী?

চৈৎ। দাবী? যদি ভিক্ষা চাও, সাধ্যমত চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু দাবীর একটা কাণা-কড়িও আমি তোমাদের দেবো না।

হেষ্টিংস। বি কেয়ার রাজা! অযোঢ্যার বেগম হাপনাকে মুক্তি ডিয়াছে বলিয়াই যডি ভাবিয়া ঠাকেন নবাব হাপনাকে সাহায্য করিবে, টাহা হইলে জানিব, হাপনার চেয়ে মূর্খ আউর ডুজন না আছে।

জিহন। তুমিও হুঁশিয়ার সাহেব! জনাবের মান রেখে কথা না বললে—

হেষ্টিংস। জিহন আলি!

জিহন। জিহন আলি আর তোমাদের তাঁবেদার নয় সাহেব। হুকুম দিন মালিক—

চৈৎ। না জিহন আলি। হেষ্টিংস সাহেব যতবড় শত্রুই হোক, আমার বাড়িতে যখন এসেছে, আমি তাকে অসম্মান করবো না।

হেষ্টিংস। ইহা কি রাজাবাহাডুরের মহট্ব?

চৈৎ। না সাহেব, এ আমাদের কর্তব্য। তুমি অধম বলে আমি উত্তম হবো না কেন? যাও সাহেব, আর জেনে যাও—বণিকের তুলাদণ্ড হাতে নিয়ে বাণিজ্য করতে এসে আমাদেরই ভুলে যে শাসনদণ্ড তোমরা হাতে নিয়েছো, এবার তা আমরা কেড়ে নেবোই।

হেষ্টিংস। [উদ্ধত কণ্ঠে] আউর টুমিও জানিয়া রাখো রাজা, যে স্বপ্নে বিভোর হইয়া টুমি বৃটিশশক্তিকে উট্টেজিট করিটেছো, সে স্বপ্ন টোমার ভাঙিয়া যাইবেই। টোমাকে গোপনে মুক্তি ডেওয়ার অপরাঢে অযোঢ্যার বেগম প্রাসাড হইটে বিটাড়িট নবাব আসফ-উডৌলাও সর্বশক্তি লইয়া হামাদের সাঠে যোগ ডিয়াছে। অচিরেই সেই মিলিট শক্তির পডচাপে টোমার ডম্ভের সৌঢ চূর্ণ হইবেই।

চৈৎ। হেষ্টিংস!

হেষ্টিংস। সেদিন এই হেষ্টিংসের পায়ের তলায় বসিয়াই আজকের জন্যেই টোমাকে নটজানু হইয়া চাহিটে হইবে প্রাণভিক্ষা—প্রাণভিক্ষা। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

চৈৎ। [চিন্তান্বিত ভাবে] অযোধ্যার বেগম প্রাসাদ থেকে বিতাড়িত! আমারই জন্যে আসফউদ্দৌলা তাকে—কিন্তু না-না, এগিয়েছি যখন—আমি আর ফিরতে পারি না। গোবিন্দসিংহ—

গোবিন্দ। গোবিন্দসিংহ প্রস্তুত মহারাজ। আসুক দুর্দ্ধর্ষ বৃটিশশক্তি, আমরা প্রাণ দেবো, তবু মান দেবো না।

চৈৎ। জিহন আলি—

জিহন। জিহন আলিকে বলতে হবে না জনাব। তার ঘূণধরা শুকনো কলিজায় যে নতুন আশার জোয়ার এনে দিয়েছে, সেই মালিকের হুকুমে সে জান কবুল করবে।

[নেপথ্যে গুলীর শব্দ]

চৈৎ। ওকি!

ব্যস্তভাবে বিশুয়ার প্রবেশ।

বিশুয়া। ইংরেজ সৈন্য—ইংরেজ সৈন্য।

গোবিন্দ। ইংরেজ সৈন্য?

বিশুয়া। হ্যাঁ সেনাপতিমশাই। অনেকক্ষণ থেকে আমি শালাদের পিছু নিয়েছিলাম। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে আক্রমণ করবে তা আমি ভাবতেই পারিনি।

চৈৎ। হেষ্টিংস দেখছি তৈরী হয়েই এসেছিল। ওরা সংখ্যায় কত হবে বলতে পারো?

বিশুয়া। ঠিক গুনে দেখিনি মহারাজ। তবে শ' পাঁচেকের বেশী নয়।

জিহন। সঙ্গে কামান বন্দুক—

বিশুয়া। অনেক আছে।

চৈৎ। সামনা-সামনি প্রতিরোধ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না

গোবিন্দসিংহ। জিহন আলি আর তুমি কিছু সৈন্য নিয়ে পিছন থেকে ওদের আক্রমণ কর। আমি থাকবো সামনে। আরও ভাল হয়, ওদের ভুলিয়ে যদি গড়ের পথে চালিয়ে দেওয়া যায়।

বিশুয়া। ওই কাজের ভারটা দয়া করে আমাকে দিন না মহারাজ!

গোবিন্দ। তুমি পারবে?

বিশুয়া। বাজী রেখে বলতে পারবো না মহারাজ, তবে কাল থেকে আমি ওদের দলে ভিড়ে গেছি। ওরা জানে আমি ওদের লোক। তাই চেষ্টা করলে—

চৈৎ। তবে এসো ভাইসব! শোষিত পীড়িত লাঞ্ছিত ভারত-বাসীর তমসাচ্ছন্ন জীবনকে আমরা স্বাধীনতার আলোয় ভরিয়ে দিই, আমরা ইংরেজদের জানিয়ে দিই—ভাইয়ে-ভাইয়ে আমাদের বিবাদ থাকলেও, বিদেশীর আক্রমণ প্রতিহত করতে আমরা বিবাদ ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করি। বল—আমরা প্রাণ দেবো, তবু মান দেবো না।

সকলে। [অস্ত্র উত্তোলন করিয়া] আমরা প্রাণ দেবো, তবু মান দেবো না।

চৈৎ। বল—ভারতবর্ষ আমার মা, ভারতবাসী আমার ভাই।

সকলে। ভারতবর্ষ আমার মা, ভারতবাসী আমার ভাই।

[কুচকাওয়াজের ভঙ্গিতে সকলের প্রস্থান

তৃতীয় অংক।

প্রথম দৃশ্য।

রংমহল।

পাপিয়ার প্রবেশ।

পাপিয়া। প্রতিশোধ গ্রহণের স্বর্ণ সুযোগ আমার হাতের মুঠোয়। সিপাহশালারের হুকুম হলেই সরাপের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে, নবাবকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারলেই—ব্যস। প্রতিশোধও নেওয়া হবে, নসীবও ফিরে যাবে। কিন্তু কে যেন মাঝে মাঝে আমাকে ভাবিয়ে দেয়। কে যেন বলে, নবাবের অন্ধকার জীবনে আমি যদি আলোর শিখা হয়ে জ্বলে উঠতে পারতাম—না না, আমি তা পারি না—

গীত।

আলেয়ার মত আমার আলোতে নাই গো আলো নাই।
মোর বুকে আছে মরুমায়া সম, শুধু যে মরীচিকাই॥

সরাপপানরত আসফের প্রবেশ।

আসফ। থামলে কেন পাপিয়া? আবার গাও, আবার গাও। তোমার গান আর সরাপ এই নিয়েই আমি দুনিয়ায় ভুলে থাকতে চাই।

পাপিয়া।—

পূর্ব গীতাংশ।

পথহারা হয়ে কত মুসাফির,
হারাইয়া পথ ক্লান্ত যে ধীর,
শ্রান্ত জীবনে লিখে যাই আমি তাদেরই যে স্মৃতিটাই॥

মোর মনে ছিল যত হাসি গান,
যত প্রেম আজ সকলি শ্মশান,
নিরাশার চিতা বুকে লয়ে তাই সবারে দহিতে চাই॥

আসফ। এ গান কেন পাপিয়া? তুমি হাসবে—নাচবে—গাইবে, তোমার সুরের কলতানে আমার ব্যথাহত বুকে আনন্দের জোয়ার বইয়ে দেবে।

পাপিয়া। জনাব! আপনি রাতভর সরাপ পান করছেন?

আসফ। আমার জীবনে এমন রাত্রি আর আসেনি কিনা।

পাপিয়া। কিন্তু জনাব—

আসফ। আঃ, এমন খুশীর দিনে আবার কিন্তু-টিন্তু এনে সব মাটি করে দিও না। ইংরেজ-সৈন্য কাশী আক্রমণ করছে, চৈৎসিংহের মৃত্যুসংবাদ এলো বলে। দরিয়াউন্নিসাও সে খবর শুনে—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

পাপিয়া। বেগমসাহেবার কথা আপনি এখনও ভুলতে পারলেন না?

আসফ। [সহসা আনমনা ভাবে] কে? দরিয়া? কে ডেকেছে তোমাকে? যাও, দূর হও।

পাপিয়া। কাকে কি বলছেন জনাব? আমি পাপিয়া—

আসফ। ও—পাপিয়া? আচ্ছা পাপিয়া, মানুষ মরে গেলে ফুরিয়ে যায়, না?

পাপিয়া। আমাদের শাস্ত্র তাই বলে জনাব। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র তা বলে না।

আসফ। বলে না? মানুষ মরে গেলেই ফুরিয়ে যায় না! তাই কি বাপজানের কথাগুলো কেবল মনে পড়ে?

পাপিয়া। আপনার বাপজান?

আসফ। রাজা চৈৎসিংহকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, দুজনে মিলে

ইংরেজদের দেশছাড়া করবেন। আমি তাঁর সে প্রতিশ্রুতি রাখতে পারলাম না।

পাপিয়া। তার জন্যে আপনি দায়ী নন জনাব।

আসফ। আমি দায়ী নই? না-না, আমি দায়ী নই। দায়ী চৈৎসিংহ, দায়ী দরিয়াউন্নিসা, দায়ী—কিন্তু ইতিহাস কি তাই বলবে পাপিয়া? হয়তো ইতিহাস ওদেরই গলায় পরিয়ে দেবে সম্মানের মণিহার, কপালে এঁকে দেবে শহীদের বিজয় তিলক। আর আসফউদ্দৌলা? মাতাল অপদার্থ ইংরেজের তাঁবেদার হয়েই পড়ে থাকবে বিস্মৃতির আবর্জনায়। কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে, কোথায় আমি একটা ভুল করেছি। আমি—আমি—না-না, যাক সেকথা। আর আমি ভাবতে পারি না। হ্যাঁ পাপিয়া, চিরদিন তুমি থাকবে আমার কাছে?

পাপিয়া। থাকবো জনাব। পাপিয়া যে আপনারই।

আসফ। তবে দাও—সরাপ দাও পাপিয়া, সরাপ দাও।

পাপিয়া। এই নিন জনাব। [আসফকে সরাপদান]

আসফ। সরাপ—পাপিয়া, পাপিয়া—সরাপ। [পান করিল]

দরিয়ার প্রবেশ।

দরিয়া। বাঃ—চমৎকার!

আসফ। কে? দরিয়া? ক্ষমা চাইতে এসেছো বুঝি?

দরিয়া। না, কৈফিয়ৎ চাইতে এসেছি।

আসফ। কৈফিয়ৎ? স্পর্ধার কথা। নবাবের কাছে কৈফিয়ৎ চাইতে এসেছে এক কলঙ্কিতা পরিত্যক্তা বেগম? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

দরিয়া। বেগম হয়ে আমি আসিনি জনাব, এসেছি সামান্য প্রজা হয়ে সমগ্র নির্যাতিত প্রজার অভিযোগ নিয়ে।

আসফ। এখানে কেন, দরবারে যাও।

দরিয়া। দরবারে দিনের পর দিন ধর্না দিয়েও প্রজারা নবাবের দেখা পায়নি। তাই তাদের প্রতিনিধি হয়ে আমি এখানে আসতে বাধ্য হয়েছি।

আসফ। নবাবকে কি প্রয়োজন? সেখানে সিপাহশালার হায়দর বেগ আছেন, তিনিই সব কিছুর প্রতিকার করবেন।

দরিয়া। না, হায়দর বেগ এ অভিযোগের প্রতিকার করতে অক্ষম।

আসফ। কি এমন সে অভিযোগ?

দরিয়া। বাঈজীকে এখান থেকে যেতে বলুন জনাব, আপনার আমার কথার মধ্যে বাঈজীর থাকার কোন অধিকার নেই।

আসফ। বহুৎ আচ্ছা! পাপিয়া—[চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল]

পাপিয়া। যাচ্ছি জনাব। [দরিয়াউন্নিসাকে] ভুলে যাবেন না বেগম-সাহেবা, এই বাঈজীকে প্রাসাদের আসার পথটা কিন্তু আপনিই পরিষ্কার করে দিয়েছেন। আদাব। [কুনিশ করিয়া প্রস্থান।

আসফ। এইবার বল তোমার কি অভিযোগ?

দরিয়া। আমার প্রথম অভিযোগ—দেশের মানুষ যখন বিদেশীর অত্যাচারে জর্জরিত ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আর্তনাদ করছে, তখন দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা—দেশের নবাব তার সিপাহশালারের হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে বাঈজী আর সরাপের নেশায় কেন মশগুল হয়ে আছেন?

আসফ। নবাব একজন সামান্য প্রজার অভিযোগ শুনতে পারে, কিন্তু তার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে পারে না। তারপর?

দরিয়া। আমার দ্বিতীয় অভিযোগ—কেন তোমার ইংরেজ সৈন্যরা দিনের পর দিন গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে যুবতী নারীদের ইজ্জৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে? কেন গ্রামবাসীরা তার প্রতিবাদ করতে গেলে

ইংরেজ শয়তানরা তাদের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেয়? কেন শিশুগুলোকে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করে? মায়েরা যখন আর্তনাদ করে, তখন ইংরেজ সৈন্যরা কেন তাদের মুখে তলোয়ারের খোঁচা মেরে আনন্দে মুখর হয়ে ওঠে? এ শুনেও তুমি চুপ করে থাকবে? এই কি নবাবের কর্তব্য?

আসফ। আমিও তোমাকে ঠিক ওই প্রশ্ন করছি দরিয়া। কর্তব্যের মসনদে বসেও কে আমাকে কর্তব্য ভুলিয়ে দিয়েছে? কে আমাকে মানুষ থেকে অমানুষ মাতাল সাজিয়েছে? কার শয়তানিতে পিতার উপযুক্ত সন্তান হয়েও আজ আমি বংশের কুলাঙ্গার? জবাব দাও দরিয়াউন্নিসা, জবাব দাও।

দরিয়া। এর জবাব আজ দেবো না জনাব। যদি কখনও আল্লাতালা দিন দেন, তবে জবাব দেবো সেই দিন। এখন যে বিরাট দায়িত্ব মাথায় নিয়ে এসেছি—

আসফ। তাদের হয়ে তুমি কেন অভিযোগ করতে এসেছো?

দরিয়া। আমি যে তাদের মা, তারা যে আমার সন্তান। সন্তানদের কাতর আর্তনাদ শুনে আমি স্থির থাকতে পারলাম না জনাব।

আসফ। তোমার কথা যে সত্য, তার প্রমাণ?

দরিয়া। বাইরে হাজার হাজার প্রজা অপেক্ষা করছে। নিজের কানে শোন—নিজের চোখে দেখ তাদের দুর্দশা।

আসফ। তাই যদি হয়, আমার প্রজাদের ওপর এতখানি নির্যাতন আমি সহ্য করবো না। আমি ইংরেজদের এই স্বেচ্ছাচারিতার উপযুক্ত সাজা দেবো।

দরিয়া। দেবে? তুমি ইংরেজদের সাজা দেবে? তোমার মুখের ওই একটা কথা আমাকে দেওয়া তোমার সব আঘাত ভুলিয়ে দিয়েছে

জনাব। আজ মনে হচ্ছে, আমার চেয়েও সুখী—আমার চেয়ে জোর নসীব আর কারও হয় না।

আসফ। দরিয়া—

দরিয়া। কিন্তু একবার ভাল করে ভেবে দেখ জনাব, ইংরেজদের সাজা দেবার শক্তি তোমার কতটুকু? যে মুহূর্তে তুমি তাদের বিরুদ্ধে একটা অঙ্গুলি হেলন করবে, সেই মুহূর্তেই বিশাল শক্তি নিয়ে তারা এগিয়ে আসবে তোমাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে। তাই আমার অনুরোধ জনাব, যদি ইংরেজদের সাজা দিতে চাও, যদি ইংরেজদের নির্মম অত্যাচারের হাত থেকে তোমার দেশবাসীর সঙ্গে তামাম হিন্দুস্থানকে বাঁচাতে চাও, যিনি নিজের জীবন তুচ্ছ করেও ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন, তোমার নিজের সমস্ত শক্তি নিয়ে এই মুহূর্তে গিয়ে দাঁড়াও তোমার দেশের ভাই সেই কাশীরাজ রাজা চৈৎসিংহের পাশে।

আসফ। কাশীরাজ চৈৎসিংহ? ও তাই বলো। হ্যাঁ, যাবো বৈকি।

দরিয়া। তুমি কাশীরাজের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে?

আসফ। তোমার যখন একান্ত ইচ্ছা—

দরিয়া। তুমি ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে?

আসফ। তারা তো আমার মিত্র নয়।

দরিয়া। তোমার ভুল ভেঙেছে জনাব?

আসফ। ভেঙেছে বলেই তো তুমি যে বিশেষ প্রয়োজনীয় সংবাদ এনেছো, সেজন্যে আমি তোমাকে—

দরিয়া। বখশিস?

আসফ। হ্যাঁ, বখশিস।

দরিয়া। কি—কি সে বখশিস?

আসফ। সে বখশিস—[সহসা চাবুক প্রহার]

দরিয়া। [আর্তকণ্ঠে] জনাব !

আসফ। চৈৎসিংহকে ডাকো—ডাকো চৈৎসিংহকে। [দরিয়াকে উপর্যুপরি চাবুক প্রহার]

দরিয়া। আঃ, তুমি আমাকে চাবুক মারলে ?

আসফ। হ্যাঁ-হ্যাঁ, মেরেছি—মেরেছি। শয়তানী—বেইমানী ! মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে তুমি আমাকে চৈৎসিংহের কাছে নিয়ে যাবে ? অকালে আমাকে দুনিয়া থেকে মুছে দিয়ে সেই কাফেরকে নিয়ে দুনিয়ার জমিনে বেহেস্তের গুলবাগ তৈরী করবে ? না—না, স্মরণ রেখো, এর পরও যদি নবাব আসফউদ্দৌলার খুনে গোসল করার নেশা না কাটে, তাহলে প্রাসাদের পরিবর্তে তোমার স্থান হবে কবরের অন্ধকারে।
[প্রস্থান।

দরিয়া। কবরের অন্ধকার ? তোমার বাপজানের কথা রাখতে না পারলে, ইতিহাসে তোমায় কলঙ্কমুক্ত করে রেখে যেতে না পারলে, কবরের অন্ধকারে গিয়েও যে আমার চোখে ঘুম আসবে না জনাব। একি ! চোখে এত পানি আসছে কেন ? না-না, এখন তো কান্নার সময় নয়। রাজা সাহেবকে আমি আশ্বাস দিয়ে এসেছিলাম, নবাবকে তাঁর পাশে দাঁড় করাবোই। সেই আশায় বুক বেঁধে তিনি ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। না-না, নবাব যদি না যায়, আমার নিজস্ব ধন-সম্পদ যা আছে তা নিয়েই আমাকে ছুটে যেতে হবে। [প্রস্থানোদ্যতা।]

বাহারের প্রবেশ।

বাহার। মা ! তোমার চোখে জল কেন মা ?

দরিয়া। কই, না তো।

বাহার। তুমি প্রাসাদে আর থাকো না কেন মা ?

দরিয়া। প্রাসাদ আমার ভাল লাগে না।

বাহার। মিছে কথা। আমি শুনেছি, বাপজান তোমাকে প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

দরিয়া। দূর, তা কি পারে! তোর বাপজান কি আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারে? প্রাসাদটা এখন সরাপের আড্ডা আর শয়তানের আস্তানা হয়েছে, তাই আমি নিজেই চলে গেছি বাবা।

বাহার। আমি তোমাকে আর কোথাও যেতে দেবো না মা।

দরিয়া। বেশ তো, ঘুরে আসি। আর আমি কোথাও যাবো না।

বাহার। এসেছো যখন, আর আমি তোমাকে যেতে দেবো না।

দরিয়া। মায়ের অবাধ্য হতে নেই বাহার।

বাহার। তবে যাও। ফিরে এসে কিন্তু তুমি আর আমায় দেখতে পাবে না।

দরিয়া। বাহার!

বাহার। বা-রে, তুমি না থাকলে মহাবীর দাদু আমাকে যে রামায়ণখানা কিনে দিয়েছে, শুনবে কে?

দরিয়া। শুনবে তোর মহাবীর দাদু। হ্যাঁ রে বাহার, রামায়ণে কোন রাজা তার স্ত্রীকে বনবাসে পাঠিয়েছিল নয়?

বাহার। সে তো এই অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র, তাঁর স্ত্রী সীতাকে। তুমি সেকথা বলছো কেন মা?

দরিয়া। না, এমনিই। আসি বাহার। আমার জন্যে মন কাঁদলে তোর আসল মাকে ডাকিস।

বাহার। আমার আসল মা তো তুমিই।

দরিয়া। না বাপজান! তোর আসল মা এই সোনার দেশ— সোনার ভারত।

বাহার। সোনার দেশ—সোনার ভারত?

দরিয়া। তাকে ডাকিস বাহার, তাকে ডাকিস। ওরে, গর্ভধারিণী মায়ের শূন্যস্থান পূরণ করে সেই জন্মভূমি মা-ই জুড়িয়ে দেবে তোর সকল ব্যথা—সকল জ্বালা।

[প্রস্থান।

বাহার। আমার জন্মভূমি মা এমন!

হায়দরের প্রবেশ।

হায়দর। এই যে শাহজাদা? বেগমসাহেবা কোথায় গেলেন বলতে পারো?

বাহার। আমি তোমার গোলাম নই।

হায়দর। [রাগত স্বরে] শাহজাদা!

বাহার। আবার চোখ রাঙাচ্ছো?

হায়দর। চটছো কেন?

বাহার। এইজন্যে, যে আমার মাকে প্রাসাদ থেকে তাড়িয়েছে, তার সঙ্গে কথা বলতে আমার বমি হয়।

হায়দর। বটে!

বাহার। হোয়াক থুঃ!

[প্রস্থান।

হায়দর। [উদ্দেশে] ওরে বিচ্ছু শয়তান! কিন্তু দরিয়া—

দ্রুত আসফের পুনঃ প্রবেশ।

আসফ। দরিয়া—দরিয়া—কে? হায়দর বেগ? দরিয়া কি চলে গেছে?

হায়দর। বেগমসাহেবা এখানে এসেছিল?

আসফ। হ্যাঁ, এসেছিল। আমি তাকে চাবুকও মেরেছি। কখনও তার গায়ে হাত তুলিনি, হঠাৎ কি যে হলো। আচ্ছা হায়দর বেগ! তুমি তাকে দেখেছো? সে অভিমানে খুব কাঁদছিল, না?

হায়দর। তাতে আপনার কি?

আসফ। কিছুই না—কিছুই না। সে যে গরীবের মেয়ে। থাকলেই বা কি আর গেলেই বা কি! আমি নবাব উজীর-এ-আলম। অমন কত ফুল পায়ে মাড়িয়ে যাবো, কত বেগমের পিঠে চাবুক মারবো, কত জানানার চোখের পানিতে সাঁতার দিয়ে খুশীর খোয়াবে মশগুল হবো। আমার কি কারও কথা ভাবা চলে? না-না, চলে না।

হায়দর। জনাব!

আসফ। ওকি! চাবুকটা লালে লাল হয়ে গেছে, নয়? এ কার রক্ত? দরিয়ার? ওঃ, দরিয়া—দরিয়া—[চোখে জল আসিল]

হায়দর। ওকি জনাব, আপনার চোখে পানি?

আসফ। আনন্দে দোস্ত, আনন্দে। বীরদর্পে বেগমের পিঠে চাবুক মেরেছি কিনা, তাই আনন্দের অশ্রু উপচে পড়ছে।

হায়দর। কি বলছেন জনাব?

আসফ। কথায় কথায় যারা বিবি পাল্টায়, এসব তারা বুঝবে না মিঞা।

হায়দর। বুঝেছি জনাব। কিন্তু বৃথাই আপনি বেগমসাহেবার জন্যে আফশোষ করছেন। ওসব জানানার সামান্য চাবুকে কিছু হয় না।

আসফ। কিছুই হয় না? সামান্য চাবুকে কিছুই হয় না? চাবুকটা কি খুবই সামান্য হায়দর বেগ?

হায়দর। তাছাড়া আর কি।

আসফ। তা বটে! এ তো সামান্য চাবুক, সামান্য চাবুক—কি বল

হায়দর বেগ? এ তো সামান্য—[সহসা চাবুক তুলিয়া হায়দর বেগকে প্রহার]

হায়দর। আঃ, কি করছেন জনাব?

আসফ। কি হলো দোস্ত? এ তো সামান্য চাবুক।

হায়দর। [আর্তকণ্ঠে] ওঃ জনাব!

আসফ। এই সামান্য চাবুকের ঘায়ে তোমার মত মরদের চোখে যদি পানি আসে, দরিয়ার কি কিছুই হয়নি হায়দর বেগ? ওঃ, কি করেছি—আমি কি করেছি?

হায়দর। তবু বলবো জনাব, আপনি ভুল করেননি।

আসফ। হায়দর বেগ!

হায়দর। আপনার সঙ্গে বেইমানি করে, আপনার অর্থ-সম্পদ নিয়ে যে কাশী রওনা হয়—

আসফ। দরিয়া কাশীর পথে?

হায়দর। তা জেনেই তো আমি ছুটে আসছি জনাব।

আসফ। হায়দর বেগ!

হায়দর। হুকুম দিন জনাব! বেগমসাহেবাকে—

আসফ। বেঁধে আনবে?

হায়দর। আনতেই হবে জনাব। নইলে হেষ্টিংস সাহেব জানতে পারলে—

আসফ। আমাদের বিপদ হতে পারে? ডর নেই দোস্ত, আমি মহাবীর চাচাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

হায়দর। মহাবীর সিংকে?

আসফ। বলেও দেবো, যুদ্ধশেষে যদি দরিয়া জিন্দা থাকে, সে যেন তাকে—

হায়দর। গ্রেপ্তার করে—

আসফ। না, যেন সসম্মানে তাকে অযোধ্যার প্রাসাদে ফিরিয়ে আনে।

হায়দর। প্রাসাদে ফিরিয়ে এনে—

আসফ। বেগমের মর্যাদা দিই আর না দিই, সে যে আমারই বাপ-জানের কথা রাখতে ছুটে গেছে, সে বিষয়ে আর আমার কোন সন্দেহ নেই। তাই সকলের আগে আমি তার কাছে মাফ চেয়ে নেব।

হায়দর। মাফ চাইবেন ?

আসফ। চাইলে মান যাবে না সিপাহশালার। ভুল তো আমিও করতে পারি !

হায়দর। জনাব ! আপনি কি ?

আসফ। নির্বোধ না হলে তোমার মত উজবুকের কথায় দরিয়াকে আমি অবিশ্বাসিনী ভাবি ?

হায়দর। আমার কথা কি জাঁহাপনা অবিশ্বাস করছেন ?

আসফ। তাই এবার থেকে আমি নিজের বুদ্ধিতে ফকির হবো দোস্ত, তবু পরের বুদ্ধিতে আর আমীর হবো না।

হায়দর। জাঁহাপনা !

আসফ। প্রস্তুত থেকো হায়দর বেগ। দরিয়ার চরিত্রে যে কলঙ্কের কালি মাখিয়েছো, তার উপযুক্ত প্রমাণ দিতে না পারলে—আজ মেরেছি সামান্য চাবুক, সেদিন করবো হত্যা—নৃশংস হত্যা।

[প্রস্থান।

হায়দর। তোবা—তোবা ! নাবালকটা বলে কি ! হেষ্টিংস সাহেব থাকতে নবাব করবে আমাকে হত্যা ? হাঃ-হাঃ-হাঃ !

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নিশুম্ভের বাড়ি।

নিশুম্ভের প্রবেশ।

নিশুম্ভ। ইংরেজদের সঙ্গে এঁটে উঠবে ব্যাটা চৈৎসিংহ? হাঃ! একদিনের যুদ্ধেই তো অর্ধেক সৈন্য শেষ। বাকি কটাকে খেয়ে ফেলতে হেষ্টিংস সাহেবের আর কদিন? যাক, যুদ্ধ থামলে তখন এসে রাজ-মুকুট মাথায় পরে কাশীর সিংহাসনে বসা যাবে। এখন দু'চার দিন অযোধ্যায় গিয়ে পাপিয়াকেই দেখে আসি। যা করে বাবা বিশ্বনাথ!

ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া যমুনার প্রবেশ।

যমুনা। হ্যাঁ গা—

নিশুম্ভ। কে গা?

যমুনা। আপনি যার কথা ভাবছিলেন।

নিশুম্ভ। কার কথা ভাবছিলাম?

যমুনা। পাপিয়ার—

নিশুম্ভ। যা করে বাবা বিশ্বনাথ! তা বলি অযোধ্যার নবাবকে ছেড়ে—

যমুনা। আপনার চেয়ে নবাব বুঝি আমার আপনার লোক?

নিশুম্ভ। আরে ছ্যা-ছ্যা! সে ব্যাটা গোস্তখোর প্রেমের কি বোঝে?

যমুনা। আমার কথা আপনার মনে ছিল?

নিশুম্ভ। থাকবে না? পাপিয়া নাম যে আমার হাড়ে হাড়ে গেঁথে আছে প্রেয়সী! তা বলি তুমি অমন ঘোমটা দিয়ে কেন?

যমুনা। বা-রে! ঘোমটা দিয়ে না এলে এই যুদ্ধ-হাঙ্গামার মধ্যে আমি আসবো কি করে?

নিশুম্ভ। বটেই তো—বটেই তো! তাছাড়া এই কাশীর লোকগুলো নিতান্ত দুশ্চরিত্র। পরের মেয়েছেলে দেখলে এদের নোলা দিয়ে টস্ টস্ করে জল ঝরে।

যমুনা। আপনি কাশীর সিংহাসন পাবেন তো?

নিশুম্ভ। পেয়ে বসে আছি।

যমুনা। তবে যে ওরা বললে সিংহাসনে আপনার ছেলেকেই—

নিশুম্ভ। আরে ধ্যেৎ! সে হচ্ছে ইংরেজের সেনাপতি। সিংহাসন তার কি হবে? সেনাপতি—সেনাপতিই থাকবে।

যমুনা। কিন্তু যদি জোর করে—

নিশুম্ভ। মরবে—মরবে। একবার সিংহাসনে চেপে বসতে পারলে হয়, ছেলে তো ছেলে, ছেলের চৌদ্দপুরুষকেও কেটে নুন দেবো।

যমুনা। কিন্তু আপনার বিবি যদি—

নিশুম্ভ। ফের সেই পাপিয়সীর নাম করছো?

যমুনা। পথে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

নিশুম্ভ। হয়েছিল নাকি?

যমুনা। দেখলাম গঙ্গার ধারে তিনি মরে পড়ে আছেন।

নিশুম্ভ। মরেছে? বাঁচা গেছে! যা করে বাবা বিশ্বনাথ!

যমুনা। আপনি তার জন্যে—

নিশুম্ভ। ফুঃ! তুমি থাকতে যমুনাবাঈ? এখন ঘোমটা খোল পাপিয়া! কত দিন তোমায় দেখিনি।

যমুনা। আমার ভারী লজ্জা করে।

নিশুম্ভ। এই নিশুম্ভ শর্মার কাছে লজ্জা? কতদিন তুমি আমায় গান শুনিয়েছো—

যমুনা। পাপিয়াকে ফেলবেন না তো?

নিশুম্ভ। ফেলবো তোমাকে ? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! ওকথা বলো না পাপিয়া! তোমার জন্যেই যে আমার এই কাশীবাস।

যমুনা। [বিকৃত হাস্য] হিঃ-হিঃ-হিঃ—

নিশুম্ভ। আহা, মধু—মধু! এসো প্রেয়সী, আমি নিজের হাতেই—[ঘোমটা খুলিয়া দিয়া] কে ? যমুনা ?

যমুনা। কি হলো ? মুখখানা অমন চুপসে গেল কেন ? ড্যাব ড্যাব করে অমন চেয়ে আছো কেন ? যমুনাকে আর ভাল লাগে না বুঝি ? সে মরলে তোমার হাড়ে বাতাস লাগে ? পাপিয়াকে নিয়ে ঘর বাঁধবে মুখপোড়া—

নিশুম্ভ। এই—এই যমুনা!

যমুনা। এই তোমার কাশীবাস ? এই তোমার সাধু সাজা ? এই তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আসা ?

নিশুম্ভ। এসেছিই তো। সাবধান মাগী! আমাকে বেইজ্জৎ করলে আমি তোকে—যা করে বাবা বিশ্বনাথ!

যমুনা। আমিও তোর মুখে নুড়ো জ্বেলে দেবো। যা করে মা কালী!

নিশুম্ভ। [কর্কশ কণ্ঠে] যমুনে—

যমুনা। চোখ রাঙাস কি মিনসে! যমুনাকে ধোঁকা দেওয়া! ওরে মড়া! আর আমি তোকে বিশ্বাস করবো ? তোর মত বক-ধার্মিককে আমি আগেই চিনেছিলাম, শুধু ছেলেটার জন্যেই—

নিশুম্ভ। আরে ওই ছেলেই—

যমুনা। ছেলের কথা থাক, গোল্লায় যা তুই পাপিয়াকে নিয়ে। এই আমি চললাম। রণলালকে তার সত্য পরিচয় জানিয়ে দিয়ে যেদিকে দু'চোখ যায়, আমি সেইদিকেই চলে যাবো। [প্রস্থানোদ্যতা]

নিশুম্ভ। খবরদার—খবরদার যমুনে! তুই যেখানে যেতে চাস যা, কিন্তু ছেলেটার মাথা খাসনি। তরে কানে কুমন্ত্রণা দিসনি।

যমুনা। দেবো না? এই যমুনাবাঈ বেঁচে থাকতে তার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে তুমি কোয়া বার করে খাবে? তাকে ভাইয়ের রক্তে চান করিয়ে, দেশের লোকের কাছে বেইমান বিশ্বাসঘাতক আর বিদেশীর গোলাম সাজিয়ে ইংরেজের কাছে তুমি বাহাদুরী নেবে? তোমার সে গুড়ে বালি দিতে যদি না পারি, আমি বাপের বেটিই নই।

নিশুম্ভ। যমুনে—

যমুনা। আমি তাকে তার সত্য পরিচয় জানিয়ে দেবোই। তাতে যদি সে আমার কথা না ভাবে, আর আমাকে মা বলে না ডাকে, যদি তার অভাবে হারিয়ে যায় আমার মুখের হাসি, ভেঙে যায় আমার আশার ঘর, চোখে নেমে আসে শ্রাবণের ধারা, আমি কাঁদবো—আমরণ আমি কাঁদবো; তবু আমার জন্যে আমি তাকে তোমার মত অমানুষ হতে দেবো না—দেবো না।

[প্রস্থান।

নিশুম্ভ। ইস! কি সাংঘাতিক মেয়েমানুষ রে বাবা! এই সময় রণলালকে তার সত্য পরিচয় জানিয়ে দিলে আর কি সে লড়াই করবে? হেষ্টিংস সাহেব যে তখন আমাকেই—

বিশুয়ার প্রবেশ।

বিশুয়া। চ্যাংদোলা করে কাশীর সিংহাসনে বসিয়ে দেবে, তাই না মামা?

নিশুম্ভ। এই বিশে, তোর মামীকে দেখলি?

বিশুয়া। কেন দেখবো না? এই তো যাচ্ছে।

নিশুম্ভ। ছুটে যা—ছুটে যা। পেছন থেকে মাগীকে এক কোপে—

বিশুয়া। কেটে ফেলবো?

নিশুম্ভ। পারবি ?

বিশুয়া। পাপ হবে না ?

নিশুম্ভ। পাপ হবে কি রে ব্যাটা! জানিস না, শ্রীরামচন্দ্র তার মাকে হত্যা করেছিল ?

বিশুয়া। শ্রীরামচন্দ্র কি বলছো মামা ? সে তো পরশুরাম।

নিশুম্ভ। ওই হলো। সেও রাম, এও রাম।

বিশুয়া। তাহলে তোমার প্রিয়বন্ধু হায়দর বেগের দাড়িও যা, আর ছাগলের দাড়িও তাই ?

নিশুম্ভ। যা-যা ব্যাটা, তর্ক করিসনি, যা বলছি শোন। মামী-হত্যা করলে তুই ড্যাং-ডেঙিয়ে স্বর্গে যেতে পারবি।

বিশুয়া। স্বর্গ আমি চাই না মামা।

নিশুম্ভ। কি চাস তবে ?

বিশুয়া। তুমি কাশীর সিংহাসনে বসলে—

নিশুম্ভ। ঠিক আছে। তোকে আমার মন্ত্রী করে নেবো।

বিশুয়া। নেবে তো ?

নিশুম্ভ। বিলক্ষণ! তুই আমার আথাম্বা ভাগ্নে, তোকে ছাড়া আর কাকে মন্ত্রী করবো ? যা—যা, ছুটে যা। যা করে বাবা বিশ্বনাথ!

বিশুয়া। মামীর জন্যে তোমার ভাবতে হবে না মামা। তোমার যে ব্যাপার সে স্বচক্ষে দেখে গেছে, তাতেই হয়তো যেতে যেতে মুখ থুবড়ে পড়ে পটল তুলবে। এখন চল—

নিশুম্ভ। কোথায় ?

বিশুয়া। রাজপ্রাসাদে।

নিশুম্ভ। সিংহাসনে বসতে ?

বিশুয়া। না, শূলে বসতে।

নিশুম্ভ। কি রকম?

বিশুয়া। তুমি কাশীতে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধিয়েছিলে না? তার কাশীরাজের আদেশ—

নিশুম্ভ। সে ব্যাটা মরেনি এখনও?

বিশুয়া। মরবে তুমি।

নিশুম্ভ। হেষ্টিংস সাহেব করছে কি?

বিশুয়া। চিৎপটাং।

নিশুম্ভ। তার মানে? ইংরেজরা যুদ্ধে হেরে গেছে?

বিশুয়া। চল বলছি—

নিশুম্ভ। আমি যাবো না।

বিশুয়া। তবে এইখানেই—[তলোয়ার ধরিল]

নিশুম্ভ। সাবধান! আমি তোর মামা। মহাপাপ হবে।

বিশুয়া। কিছুই হবে না। মামীহত্যা করলে যখন স্বর্গে যায়, মামাহত্যা করলেও নির্ঘাৎ বৈকুণ্ঠ।

নিশুম্ভ। বিশে—

বিশুয়া। জয় মা কালী! [নিশুম্ভকে হত্যায় উদ্যত]

সহসা সশস্ত্র হায়দরের প্রবেশ।

হায়দর। [বিশুয়ার তলোয়ারে আঘাত করিয়া] হুঁশিয়ার! [বিশুয়ার তলোয়ার ভূপাতিত হইল] আমি তোকে—[হত্যায় উদ্যত]

বিশুয়া। [কৌশলে নিশুম্ভ শর্মাকে ঠেলিয়া দিয়া] আমাকে নয়, মামাকে।

[প্রস্থান।

নিশুম্ভ। শূয়ারটা পালিয়ে গেল যে!

উত্তেজিত হেষ্টিংসের প্রবেশ ।

হেষ্টিংস। পালাইবে না, পালাইবে না। আচমকা আক্রমণে পর্যুদস্ত হইলে আংরেজ জাটি কখনও—এই যে সিপাহশালার। পণ্ডিটজী—

নিশুম্ভ। আপনারা হেরে গেলেন ফাদার?

হেষ্টিংস। সাট আপ! হামি আশ্চর্য হইটেছে, টুমি এখনও ডাঁড়াইয়া আছো পণ্ডিট?

নিশুম্ভ। কি করবো ফাদার?

হেষ্টিংস। [বিরক্ত হইয়া] নাচিবে—নাচিবে।

নিশুম্ভ। এ্যাঁ! নাচবো?

হেষ্টিংস। ননসেন্স! শট্রুপক্ষ হামার পিছু লইয়াছে, টুমি সডরের দরোজা বণ্ড করিয়া ডিটে পারিটেছো না?

নিশুম্ভ। [সভয়ে] শত্রুপক্ষ? আমার এখানে? নেহী ঘাবড়াতা হ্যায় ইওর অনার! এই নিশুম্ভ শর্মা থাকতে—[প্রস্থানোদ্যত]

হায়দর। ওদিকে কোথায় যাচ্ছো পণ্ডিত? সদর তো এইদিকে।

নিশুম্ভ। সদরের ভারটা তুমিই নাও মিঞা, আমি খিড়কি দিয়েই—যা করে বাবা বিশ্বনাথ! [পলায়ন।

হায়দর। পণ্ডিত যে পালিয়ে গেল সাহেব?

হেষ্টিংস। ভারটবাসী বেইমান বিশ্বাসঘাটক।

হায়দর। সাহেব!

হেষ্টিংস। বলিটে পারো সিপাহশালার! ডুডিন আগে যে চৈটসিং হামাডের সামনে ডাঁড়াইতে সক্ষম হয় নাই, আজ হঠাট সে এটো শক্টি কোঠায় পাইল?

হায়দর। এর জন্যে আমরা দায়ী নই সাহেব।

হেষ্টিংস। টবে কৌন ডায়ী আছে?

হায়দর। অযোধ্যার বেগম।

হেষ্টিংস। অযোঢ্যার বেগম?

হায়দর। শুধু বিপুল অর্থ-সম্পদ নিয়েই সে চৈৎসিংহের পেছনে এসে দাঁড়ায়নি, তার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ প্রজাও অস্ত্রহাতে নিয়ে কাশীরাজের পক্ষে যোগ দিয়েছে।

হেষ্টিংস। [ক্ষিপ্তভাবে] হোয়াট! নবাব কি করিটেছে?

হায়দর। নবাবও আপনাদের সঙ্গে বেইমানিই করতে পারে সাহেব।

হেষ্টিংস। সিপাহশালার!

হায়দর। এখনও সময় আছে সাহেব, আপনি বেগমের নিজস্ব ধনভাণ্ডার দখল করার চেষ্টা করুন। আমিও পাপিয়াকে দিয়ে বিষ-প্রয়োগে নবাবকে—

হেষ্টিংস। নো—নো, বৃটিশ কাউন্সিল টাহা মানিয়া লইবে না। একেই মহারাজ নণ্ডকুমারকে ফাঁসি ডেওয়ার পর হইটে টাহারা হামার উপর অসন্টুষ্ট আছে। কিন্টু—[ভাবিয়া] হাঁ—হাঁ, হইয়াছে—হইয়াছে। কাম অন—কাম অন সিপাহশালার! হামি টোমাকে এমন বুড্ডি বাটলাইয়া ডিবে, যাহাটে সাপও মরিবে, অঠচ লাঠি ভাঙিবে না। [প্রস্থানোদ্যত]

সহসা সশস্ত্র জিহন আলির প্রবেশ।

জিহন। সে ফুরসৎ তোমার জীবনে আর আসবে না সাহেব!

হেষ্টিংস। জিহন আলি!

জিহন। শোভনাল্লা! দুটো শয়তানকেই এক জায়গায় পেয়েছি।

হায়দর। তোর শয়তানিও শেষ হয়ে যাক আমার হাতিয়ারে।

[জিহন আলিকে আক্রমণ, কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর হায়দরের পরাজয়]

জিহন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এইবার—[হায়দরকে হত্যায় উদ্যত]

সহসা পিস্তল হস্তে রণলালের প্রবেশ।

রণলাল। এইবার তোমাকেই মরতে হবে আমার পিস্তলের গুলীতে।

হেষ্টিংস। নো—নো, গুলী করিও না। হাজার হইলেও একডিন ও হামাড়ের ফ্রেণ্ড ছিল।

রণলাল। জিহন আলিকে মুক্তি দেবো?

হেষ্টিংস। মুক্তি? নো—নো, ওরই টলোয়ারে উহাকে খটম করিয়া মটডেহটা কাশীর রাজপঠে ঝুলাইয়া রাখিবে। আউর ওরই টাজা রক্টে পোষ্টার লিখিয়া ডিবে—ইয়ে বেইমানির সাজা—বৃটিশের প্রটিশোধ। হ্যারি আপ সিপাহশালার! [প্রস্থান।

হায়দর। আরও লিখে দিও দোস্ত, মুসলমান হয়ে কাফেরের গোলামি করলে, তার স্থান হয় দোজাকে। [প্রস্থান।

জিহন। তোমার মত মুসলমানের মুখে গোসল করে যেতে পারলে, সে দোজাকও হবে আমার কাছে বেহেস্তের গুলবাগ।

রণলাল। জিহন আলি!

জিহন। আরে থামো—থামো। সেদিন প্রাসাদ লুট করতে গিয়ে তোমার হাতে ধরা পড়ে ভেবেছিলাম তুমি আদমী আছো। কিন্তু এখন দেখছি জানোয়ার।

রণলাল। তবে প্রস্তুত হও, এই জানোয়ারই তোমাকে—

জিহন। মৃত্যু দেবে?

রণলাল। মৃত্যু নয়, মুক্তি।

জিহন। [সবিস্ময়ে] মুক্তি!

রণলাল। আমি ইংরেজদের গোলামি করছি, তাই তোমাকে বন্দী

করেছিলাম। আর এই দেশের মাটিতে আমার জন্ম, তাই আমার দেশ-মায়ের সেবা করতেই তোমাকে দিয়ে গেলাম মুক্তি।

[প্রস্থান।

জিহন। দেশমায়ের সেবা? তাই যেন হয় খোদা! যে জন্যে শু আমাকে মুক্তি দিলে, আমি যেন আমার সেই দেশমায়ের সেবাতেই জান কবুল করতে পারি।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

কাশীর রাজপ্রাসাদের একাংশ।

[বিজয় উৎসব মুখরিত রাজপ্রাসাদে সানাই ও নহবত বাজিতেছে এবং নেপথ্যে "জয় কাশীশ্বর বিশ্বনাথের জয়" ও "জয় মহারাজ চৈৎসিংহের জয়" ধ্বনিত হইতেছে।]

কল্যাণীর প্রবেশ।

কল্যাণী। বিজয় উৎসব মুখরিত রাজপুরী। ইংরেজ সৈন্য পরাজিত—পলায়িত। এর জন্যে যেমন একদিকে আছে বিশ্বনাথের অফুরন্ত আশীর্বাদ, আর একদিকে তেমনি আমার স্বামীর বীরত্বের সঙ্গে অযোধ্যার বেগমের সাহায্যের কথাও না বলে পারছি না। তাই এই আনন্দের দিনে মহারাজের গলায় আমি পরিয়ে দেবো বিজয়ীর জয়মাল্য, আর আমার ছোট বোন দরিয়াউন্নিসাকে—

সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে নিশুম্ভের প্রবেশ।

নিশুম্ভ। কি পুরস্কার দেবেন মা মহারাণী?

কল্যাণী। একি! কে আপনি সন্ন্যাসী?

নিশুম্ভ। বাবা বিশ্বনাথের সেবক।

কল্যাণী। আমাদের জন্যে বাবা বিশ্বনাথের আশীর্বাদী এনেছেন?

নিশুম্ভ। একরকম তাই। বাবা যখন স্বপ্নে আমাকে বিপদের কথা জানিয়ে দিয়েছেন—

কল্যাণী। [ভীতকণ্ঠে] বিপদ!

নিশুম্ভ। হ্যাঁ মা। বাবা তো তাই বললেন। আজ রাতেই এক শয়তানী নাকি মহারাজের বুকে ছুরি বসাবে।

কল্যাণী। কে—কে সেই শয়তানী?

নিশুম্ভ। তার নামটা বাবা বলেননি। তবে তিনি যেন বললেন, ওই অযোধ্যা থেকে কে একজন মুসলমানী এসেছে।

কল্যাণী। অযোধ্যার বেগম?

নিশুম্ভ। জয় বাবা বিশ্বনাথ! তুমি ঠিকই বলেছো মা। বাবা আমাকে ওই অযোধ্যার বেগমের কথাই বলেছেন।

কল্যাণী। না—না, এ অসম্ভব। সে আমাদের উপকারী।

নিশুম্ভ। বাবা তাও বলেছে মা। ওই উপকারী সেজেই তো সে তোমাদের অপকার করতে চায়।

কল্যাণী। না-না, আমাদের জন্যে যে স্বামী-পুত্র ত্যাগ করেছে—

নিশুম্ভ। তাও নাকি তার ছলনা।

কল্যাণী। আমার স্বামীকে সে মুক্তি দিয়েছিল।

নিশুম্ভ। বাবা বললেন, তাও ইংরেজদেরই ইচ্ছায়।

কল্যাণী। কিন্তু ইংরেজরা তার পরেও আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে!

নিশুম্ভ। না করলে তো আর অযোধ্যার বেগম তোমাদের উপকারী সেজে প্রাসাদে আসতে পারে না মা।

কল্যাণী। সন্ন্যাসী!

নিশুম্ভ। বাবা আমাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মা, ইংরেজরা মহারাজের শক্তি সম্বন্ধে আগে থেকে জেনেই যাতে বিনা খরচে—বিনা রক্তপাতে শত্রুকে ঘায়েল করা যায়, এইজন্যেই নাকি তাদের তাঁবেদার অযোধ্যার নবাবের বেগমকে দিয়ে তারা—

কল্যাণী। না-না, আমি আপনার কোন কথা শুনতে চাই না আপনি যান—আপনি যান।

নিশুম্ভ। বেশ, বাবার আদেশে এসেছিলাম, তোমার আদেশেই চলে যাচ্ছি।

কল্যাণী। বাবার আদেশ? কিন্তু আমি কি করবো সন্ন্যাসী! মহারাজকে একথা বললে, তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না।

নিশুম্ভ। তাইতো মহারাজকেও একথা বলতে বাবা নিষেধ করেছেন! বেগমের কাছে তার নামাঙ্কিত যে ছুরিখানা সর্বদাই থাকে, সেই ছুরিখানা আমায় দিলে আমি তা বাবার পায়ে উৎসর্গ করে আবার তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবো। সেই ছুরি তুমি কাছে রাখলে, শুধু মহারাজের প্রাণরক্ষাই নয়, ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে মহারাজের জয়লাভও হবে। বাবার আদেশ। যা করে বাবা বিশ্বনাথ!

কল্যাণী। কিন্তু সে ছুরি আমি চাইলে যদি সে না দেয়?

নিশুম্ভ। খুব গোপনে নিতে হবে মা। বাবার আদেশ—

কল্যাণী। গোপনে? চুরি করে? না-না, এ আমি পারবো না।

নিশুম্ভ। স্বামীর জন্যে চুরি করায় কোন পাপ হয় না মা। এই দেখ না, সীতা রামকে বাঁচাতে রাবণের মৃত্যুবাণ চুরি করেছিল। আর তুমি স্বামীর জন্যে সামান্য একখানা ছুরি চুরি করতে পারবে না?

কল্যাণী। সীতা চুরি করেননি সন্ন্যাসী, করেছিলেন হনুমান।

নিশুম্ভ। ও—হ্যাঁ-হ্যাঁ, বাবার নাম জপ করতে সব ভুলে যাই মা। তবে ও একই কথা। সে ছিল প্রাণের সঙ্গিনী, আর এ প্রাণের সহচর। মহারাজকে ভালবাসি, তাই বাবার আদেশে এসেছিলাম। শুনলে না যখন, আমি তাহলে যাই মা। শাস্ত্রেই বলেছে—ভাগ্যে লিখিতং ধাতা খণ্ডায় কোন হারামজাদী। [প্রস্থানোদ্যত]

কল্যাণী। দাঁড়ান—দাঁড়ান সন্ন্যাসী। বাবার আদেশ—বাবার আদেশ যখন—না-না, এ আমাকে পারতেই হবে। আপনি অপেক্ষা করুন, আমি এখনি আপনাকে ছুরি এনে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

নিশুম্ভ। হেষ্টিংস সাহেব বলেছে, বেগমের ছুরিখানা হায়দর বেগের হাতে পৌঁছে দিতে পারলে আমাকে এক লাখ টাকা দেবে। তখন আর কোন শালা এখানে থাকে! পাপিয়াকে নিয়ে কাশী ছেড়ে সোজা চলে যাবো বৃন্দাবন। যা করে বাবা—না-না, থুড়ি। তখন বলবো—যা করে বাবা রাধারমণ!

মহাবীরের প্রবেশ।

মহাবীর। ওহে শুনছো! বেগমসাহেবাকে একবার ডেকে দেবে?

নিশুম্ভ। [চটিয়া] কাকে কি বলছিস ব্যাটা?

মহাবীর। ও—সাধুবাবা? আমি ভাবলাম বুঝি প্রাসাদের দাড়িওলা পাহারাদার।

নিশুম্ভ। চোপরাও ব্যাটা! আমার দাড়ির অসম্মান করলে, আমি তোকে—

কল্যাণীর পুনঃ প্রবেশ।

কল্যাণী। এনেছি সন্ন্যাসী, আমি এনেছি—[মহাবীরকে দেখিয়া] কে?

নিশুম্ভ। ওর কথা আর বলো না মা। সেই শয়তানীর অনুচর। পারো তো এদের এখনি প্রাসাদ থেকে তাড়াও।

কল্যাণী। তাড়িয়ে দেবো? হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাড়িয়ে দেবো। আমার স্বামীর শত্রু যারা, আমি তাদের সবাইকে তাড়িয়ে দেবো। কিন্তু সন্ন্যাসী—

নিশুম্ভ। বুঝেছি মা। কিন্তু বাবা বিশ্বনাথের ভোগ তৃতীয় ব্যক্তির দৃষ্টিতে উচ্ছিষ্ট হবে। আমি বাইরে অপেক্ষা করছি, সেখানে এসেই সবার অলক্ষ্যে তুমি আমার হাতে দিয়ে যাও। যা করে বাবা বিশ্বনাথ!

[প্রস্থান।

মহাবীর। সাধুবাবা তো আমাকে পাত্তাই দিলে না। আপনি দয়া করে আমাদের বেগমসাহেবাকে ডেকে দেবেন?

ব্যস্তভাবে দরিয়ার প্রবেশ।

দরিয়া। মহারাণী—মহারাণী! আমার ছুরি—আমার ছুরিখানা দেখেছেন? একি, মহাবীর চাচা?

মহাবীর। হ্যাঁ রে বেটি, হ্যাঁ। তোর জন্যেই তো পড়ি কি মরি করে ছুটে আসছি।

দরিয়া। বসো চাচা, বসো। হ্যাঁ মহারাণী, কদিনের যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পাশে ছুরিখানা রেখে দিনের বেলাতেই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ জেগে উঠে দেখি পাশে ছুরি নেই। কি হলো জানেন?

কল্যাণী। জানি। সে ছুরি বিশ্বনাথই কেড়ে নিয়েছেন।

দরিয়া। কি বলছেন আপনি?

কল্যাণী। বলছি—তোমার এই অনুচরকে নিয়ে তুমি বিদেয় হও। আর জেনে যাও, তোমার মত শত শয়তানীও আমার স্বামীর জীবন-দীপ নিভিয়ে দিতে পারবে না। [প্রস্থান।

দরিয়া। [উদ্দেশে] মহারাণী! আমি—

মহাবীর। কি হয়েছে রে বেটি? রাণীর কথাগুলো তো ভালই বলে মনে হলো না। যাদের জন্যে তুই এত করলি, শেষে কি তারা তোকে—

দরিয়া। আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না চাচা। আমার ছুরিখানাও যে কোথায় গেল! যাক, তুমি অযোধ্যার খবর কি বল। নবাবের খবর কি?

মহাবীর। জোর খবর রে মা, জোর খবর। আমার তো ইচ্ছে করছে, আহ্লাদে একবার বগল বাজিয়ে নেচে নিই।

দরিয়া। কি হয়েছে চাচা?

মহাবীর। কি হয়েছে বল দেখি? বলতে পারলি না তো! তবে শোন, তোর ওপর নবাবের আর রাগ নেই।

দরিয়া। [হর্ষ ও বিস্ময়ে] চাচা!

মহাবীর। আর সেইজন্যেই তো তোকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে নবাব আমাকে পাঠিয়ে দিলে।

দরিয়া। নবাব পাঠিয়েছেন? আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে?

মহাবীর। শুধু কি তাই? তোর নামে যা সব রটিয়েছে, তার প্রমাণ দিতে না পারলে, সেই ব্যাটা সিপাহশালারকেও এবার ঘ্যাচাং ঘ্যাচ।

দরিয়া। মহাবীর চাচা!

মহাবীর। চল মা, ঘরের মেয়ে এবার ঘরে ফিরে চল।

দরিয়া। যাবো চাচা, আমি যাবো। ওই যে আমি ফিরে যাবো শুনে বাহার আনন্দে আত্মহারা হয়ে পথ চেয়ে আমার জন্যে প্রহর গুনছে। আমি যাবো চাচা, আমি যাবো। [প্রস্থানোদ্যতা]

মহাবীর। ওরে বেটি, শোন—

দরিয়া। শোনার সময় নেই চাচা। আর কি আমি দূরে থাকতে

পারি ? না-না, এখন থেকে পর্দানসীন জানানা আমি, পর্দার অন্তরাল থেকে বাহারের মুখে তোমার দেওয়া সেই রামায়ণ শুনবো, আর খোদা তালার কাছে আর্জি জানিয়ে বলবো—ভারতবাসীকে তুমি দোয়া কর।

মহাবীর। যাবার আগে এদের সঙ্গে একবার দেখা করে যাবি না ?

দরিয়া। মহারাণী তো আমাকে তাড়িয়েই দিয়েছেন। যদি দি পাই, নবাবকে সঙ্গে নিয়েই এসে রাজা সাহেবকে জানিয়ে যাবো আমার সভক্তি সেলাম। আজ আমি উড়ে যাবো চাচা, উড়ে যাবো। [উদ্দেশে] বাহার! ওরে, আমি যাচ্ছি। নবাব, ওগো, আমি যাচ্ছি।

[দ্রুত প্রস্থান

মহাবীর। দেখ দেখি কাণ্ড! একলাই ছুটে চলে গেল। [উদ্দেশে ওরে বেটি, দাঁড়া—দাঁড়া। [প্রস্থানোদ্যত]

চৈৎসিংহের প্রবেশ।

চৈৎ। কে ছুটে গেল ? একি, মহাবীর সিং ?

মহাবীর। হ্যাঁ মহারাজ। নবাব দরিয়া-মাকে ডেকেছে, তাই সে ছুটে চলে গেল। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। তবে একটা কথা বলে যাই মহারাজ, এবার থেকে নবাবও আপনার পক্ষে।

[প্রস্থান

চৈৎ। মহাবীর—মহাবীর! চলে গেল। গোবিন্দসিংহ—

গোবিন্দসিংহের প্রবেশ।

চৈৎ। এইমাত্র বৃদ্ধ মহাবীর সিংকে সঙ্গে নিয়ে বেগম দরিয়াউন্নিসা অযোধ্যার পথে ছুটে গেছে। এদিকে শত্রুরাও চারদিকে জাল পেতে রেখেছে। যে-কোন মুহূর্তে তার বিপদ হতে পারে।

গোবিন্দ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাজ। আমি কিছু সৈন্য

নিয়ে চন্দনসিংকে এখুনি যেতে বলছি, সে যেন বেগমসাহেবাকে অযোধ্যার প্রাসাদে পৌঁছে দিয়ে আসে।

[প্রস্থান।

চৈৎ। মহাবীর বলে গেল, নবাব আমার পক্ষে। বিশ্বনাথের অনুগ্রহে আসফউদ্দৌলা যখন নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে, এবার আমার দরিয়া-মা হাসবে, আমার ভারত-মায়ের মুখেও হাসি ফুটে উঠবে। সেই হাসির স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় মন ভরিয়ে আমিও এগিয়ে যাবো, এগিয়ে যাবো।

গীতকণ্ঠে পাগলের প্রবেশ।

পাগল :—

গীত।

ওরে অবোধ নাইয়া!
সামনে চেয়ে চলিস মিছে, দেখ রে পিছে চাইয়া॥

চৈৎ। দুর্যোগের রাত্রি যখন কেটে গেছে, এ গান কেন বন্ধু?

পাগল। ঠিক বলেছো, আর এ গান নয়। আজ আমাকে গাইতে হবে এমন গান, যে গান শুনে তলোয়ার হাতে নিয়ে আবার তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারো। হ্যাঁ—হ্যাঁ, সেই গান। হুঁশিয়ার!

চৈৎ। তবে কি আবার কোন শত্রু—

[নেপথ্যে কামান গর্জন]

পাগল। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

গীত।

ওই বুঝি হায় নামলো প্রলয় শুরু হলো ওই প্রলয় নাচন।
অগ্নিবীণায় ওই বুঝি তাই ছড়ায় শুধু অকাল মরণ॥

পাগলী মায়ের দামাল ছেলে,
থাকিসনে আর আপন ভুলে,
না ছুটে যা বইয়ে দিতে শোণিতে মার রাঙা চরণ ॥

হুঁশিয়ার—হুঁশিয়ার—

[প্রস্থান।

চৈৎ। অবিশ্রান্ত গুলীর শব্দ, সৈন্যদের রণ-কোলাহল। প্রাসাদের চারিদিকে যেন ভয়ার্ত নরনারীর আর্তনাদ। এ কিসের সঙ্কেত?

গোবিন্দসিংহের পুনঃ প্রবেশ।

গোবিন্দ। ধ্বংসের সঙ্কেত মহারাজ।

চৈৎ। গোবিন্দসিংহ!

গোবিন্দ। আমাদের বিজয় উৎসরের সুযোগ নিয়েই অতর্কিতে ইংরেজ সৈন্য প্রাসাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

চৈৎ। ইংরেজ সৈন্য? কিন্তু ইংরেজ সৈন্য কোথা থেকে আসবে?

গোবিন্দ। শুনলাম মাদ্রাজ থেকে নতুন শক্তিতে শক্তিমান হয়েই ছদ্মবেশে হেষ্টিংস রাজধানীতে প্রবেশ করে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়েছিল।

চৈৎ। হেষ্টিংস! চতুর হেষ্টিংস! গোবিন্দসিংহ—

গোবিন্দ। আত্মসমর্পণ ছাড়া আর আমাদের কোন উপায় নেই মহারাজ।

চৈৎ। না-না, আত্মসমর্পণ নয় গোবিন্দসিংহ, বরং আমি আত্ম-বিসর্জন দিতে পারি।

গোবিন্দ। মহারাজ—

চৈৎ। মরার সাহস না থাকে, তোমরা পালিয়ে বাঁচো। [প্রস্থানোদ্যত]

গোবিন্দ। তা হয় না মহারাজ। মরতে যদি হয়, এই গোবিন্দসিংহই আগে মরবে।

চৈৎ। গোবিন্দসিংহ!

গোবিন্দ। আমি আপনার আদেশের প্রতীক্ষা করছিলাম মহারাজ। আপনি প্রাসাদরক্ষার ভার নিন। জিহন আলি আছে পূর্বদিকে, আমি চললাম শত্রুসৈন্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে।

চৈৎ। কিন্তু আমি যে রাজা—

গোবিন্দ। রাজা আপনি নন মহারাজ, আপনি জনগণের পিতা। সেনাপতি গেলে সেনাপতি পাওয়া যাবে মহারাজ, কিন্তু পিতা গেলে আর পিতা পাওয়া যাবে না।

[প্রস্থান।

চৈৎ। বিশ্বনাথ! এই অতর্কিত আক্রমণের হাত থেকে আপাতত আত্মরক্ষার শক্তিটুকু দাও প্রভু। নবাব আসফউদ্দৌলার সাহায্য যখন পাচ্ছি, আমি ইংরেজদের সঙ্গে এমন যুদ্ধ করবো—

শ্বেত পতাকা হস্তে হেষ্টিংসের প্রবেশ।

হেষ্টিংস। হামি কিণ্টু ওয়ার চাহে না রাজা বাহাডুর।

চৈৎ। গভর্নর!

হেষ্টিংস। হামার বিনা হুকুমে রণলাল হাপনাকে আক্রমণ করিয়াছে শুনিয়াই হামি সন্টির পটাকা লইয়া নিজে ছুটিয়া আসিটেছে।

চৈৎ। সন্ধি? যুদ্ধ আমিও চাই না সাহেব। কিন্তু—

হেষ্টিংস। আউর কোন কিণ্টু না আছে ফ্রেণ্ড। আসুন অটীটের টিক্তটা ভুলিয়া হামরা প্রীটির বণ্ডনে বণ্ডী হই।

চৈৎ। সাহেব!

হেষ্টিংস। হামাকে নিরস্ত্র দেখিয়াও সন্দেহ? টব্ এই হামি বুক পাটিয়া ডিলাম। হাপনি আমাকে হট্যা করুন। [বুক পাতিয়া দিল]

চৈৎ। না-না, আর আমার সন্দেহ নেই গভর্নর। অতীতের শত্রুতা ভুলে আমিও আপনাকে ভাই বলে কাছে টেনে নিলাম। [পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হইল এবং সেই সুযোগে হেষ্টিংস চৈৎসিংহের কোমরবন্ধ হইতে তলোয়ার তুলিয়া লইল] একি!

হেষ্টিংস। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বৃটিশ পলিশী।

চৈৎ। বিশ্বাসঘাতক—

হেষ্টিংস। হুঁশিয়ার রাজা! হাপনার জীবন হামি হাটের মুঠোয় পাইয়াছে। এইবার চাই ডাবীর পঞ্চাশ লক্ষ রুপিয়া।

চৈৎ। একটা কানাকড়িও আমি দেবো না।

হেষ্টিংস। হামি হাপনাকে হট্যা করিবে।

চৈৎ। ক্ষত্রিয় মৃত্যুভয় করে না।

হেষ্টিংস। টবে প্রস্টুট হও রাজা! টোমার টরবারি হামি টোমারি বুকে—[চৈৎসিংহকে হত্যায় উদ্যত]

সহসা মুসলমান নাগরিকের ছদ্মবেশে আসফের প্রবেশ।

আসফ। দোহাই সাহেব, আল্লার দোহাই! মেহেরবানী করে ওই কাজের ভারটা আমাকে দিন।

হেষ্টিংস। কে টুই?

আসফ। আমি মাংসওয়ালা রহিম খাঁ। লড়াইয়ের সময় আমিই আপনার ফৌজদের পথ দেখিয়ে এনেছিলাম, তারই অপরাধে রাজার লোকেরা আমার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে সেই আগুনে আমার চার-চারটে লেড়কাকে পুড়িয়ে মেরেছে—আমার বিবিকেও কোতল করেছে। আমি

কোরান শরীফ ছুঁয়ে কসম করেছি সাহেব, নিজের হাতেই রাজার খুনে গোসল করবো।

হেষ্টিংস। বহুত আচ্ছা! এই নাও টলোয়ার। নাও প্রটিশোধ।

[আসফকে তলোয়ার দান]

আসফ। [তলোয়ার গ্রহণ করিয়া] শোভনাল্লা! [হেষ্টিংসের বুকে তলোয়ার ধরিল] হাঃ-হাঃ-হাঃ—

হেষ্টিংস। রহিম খাঁ!

আসফ। চোপরাও শয়তান। যে শঠতার অস্ত্রে তুমি একজন বীরের জীবন-দীপ নিভিয়ে দিতে চেয়েছিলে, সেই অস্ত্রেই আমি তোমাকে জাহান্নমে পাঠাবো।

চৈৎ। না—না, আমি তা হতে দেবো না রহিম খাঁ। যে ভুল ও করতে চেয়েছিল, সে ভুল আমি তোমায় করতে দেবো না।

আসফ। দেখ সাহেব! কিছু আগেই তুমি যার জান নিতে চেয়েছিলে, তারই মেহেরবানীতে রক্ষা হলো তোমার জান। যাও সাহেব, চলে যাও। আর যাবার সময় তোমার প্রাণদাতা মহারাজকে একটা সেলাম করে যাও।

হেষ্টিংস। [চৈৎসিংহকে কুর্নিশ করিয়া] টুমিও মনে রাখিবে, হামার এই অপমান হামার জাটি কখনও নীরবে সহ্য করিবে না। টাহার জন্যে টোমরাও প্রস্তুট ঠাকিবে।   [প্রস্থান।

চৈৎ। কে তুমি বন্ধু? অযাচিতভাবে আমার জীবন রক্ষা করলে? তুমি কি দেবদূত, না বিশ্বনাথের আশীর্বাদ?

আসফ। আমি অযোধ্যার একজন সামান্য প্রজা।

চৈৎ। অযোধ্যা! কোন অযোধ্যা? মা দরিয়া বেগমের অযোধ্যা?

আসফ। কি বললেন? দরিয়া বেগম আপনার—

চৈৎ। মা।

আসফ। মা?

চৈৎ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, মা। আমার স্নেহময়ী মমতাময়ী মা। কিন্তু তুমি একই কথা বারবার জিজ্ঞাসা করছো কেন? তুমি কে?

আসফ। আমি—[ছদ্মবেশে উন্মোচন]

চৈৎ। একি—নবাব!

আসফ। আমি নবাব হয়ে আসিনি মহারাজ। যে দুঃস্বপ্নের কুয়াশা এতদিন আমাকে ঢেকে রেখেছিল, যে সন্দেহের তলোয়ারে আমার স্নেহ ভালবাসা কর্তব্য মনুষ্যত্ব—সবকিছু কোরবানি করে ব্যর্থ জীবনের রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে শ্বাসরুদ্ধ বিহঙ্গের মত আমি চেয়েছি আলো—শুধু আলো, তাকে যাচাই করে নিতেই আমি এসেছিলাম।

চৈৎ। নবাব!

আসফ। আপনার মুখের কথাতেই আমার হারিয়ে যাওয়া আমিকে খুঁজে পেয়েছি মহারাজ। তাই যেমন করে হোক মাত্র দুটো দিন আপনি ইংরেজ সৈন্যের মোকাবিলা করে যান। আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, অচিরেই আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে আমি আপনার পাশে এসে দাঁড়াবো—নবাব হয়ে নয়, বন্ধু হয়েই—ভাই হয়েই—হিন্দু-মুসলমানের প্রীতি-ভালবাসার মিলন-সেতু হয়েই। আদাব—আদাব—আদাব।

[কুর্নিশ করিতে করিতে প্রস্থান]

চৈৎ। [উদ্দেশে] ওরে, তোরা যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর। বিশ্বনাথের করুণায় নবাব আসফউদ্দৌলাকে যখন পাশে পেয়েছি, আমাদের হিন্দু মুসলমানের স্বপ্নকে ভেঙে দিতে পারে, এমন শক্তি ইংরেজ তো তুচ্ছ—পৃথিবীতে কারও নেই। [প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

কক্ষ-সম্মুখ।

পাপিয়া ও হায়দরের প্রবেশ।

পাপিয়া। বলেন কি খাঁ সাহেব! শিশুহত্যা?

হায়দর। আমার জন্য নয় পাপিয়া।

পাপিয়া। আমার জন্যে?

হায়দর। খোদার কসম। বিশ্বাস করো পাপিয়া, এরপর সুযোগ-মত বিষপ্রয়োগে নবাবকে কবরে পাঠাতে পারলে—

পাপিয়া। আপনি হবেন অযোধ্যার উজীর-এ-আলম?

হায়দর। হেষ্টিংস সাহেবের মেহেরবানীতে তুমিও আর সামান্য বাঈজী থাকবে না পাপিয়া। আমিই তোমাকে আমার খাস বেগম করে নেবো।

পাপিয়া। খাস বেগম? আমি হবো অযোধ্যার খাস বেগম?

হায়দর। সময় সংক্ষেপ পাপিয়া। দরিয়া বেগম প্রাসাদে পৌঁছাবার পূর্বেই কাজ হাসিল করতে না পারলে সব ভেস্তে যাবে।

পাপিয়া। কেন পারবো না? আসফউদ্দৌলার ছেলে? কে সে আমার? না-না, এই শয়তানের বংশটাকে আমি এমনি করেই শেষ করে দেবো।

হায়দর। তবে নাও, ছুরি নাও পাপিয়া। [পাপিয়ার হাতে ছুরি দিল] শাহজাদাকে আমি এইদিকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওই শিশু-শয়তানের খুনে হাত রাঙিয়ে নিজের হাতেই গড়ে নাও তোমার নসীব।

পাপিয়া। ছুরি? এই ছুরি আমি শাহজাদার বুকে, কিন্তু—কি যেন একটা অজানা আতঙ্ক আমাকে দুর্বল করে দিচ্ছে। না-না খাঁ সাহেব,

আপনি বরং এই কাজটা নিজে করুন। নবাবকে বিষ খাইয়ে মারার ভারটা না হয় আমিই নিচ্ছি।

হায়দর। সে তো তুমি নিয়েছো। কিন্তু আমি ইসলামের সেবক হয়ে—

পাপিয়া। ইসলামের নাম করেই বসিয়ে দেবেন। এ তো আর নতুন নয় ?

হায়দর। আচ্ছা, আমিই দেখছি কতদূর কি করতে পারি। দাও, ছুরি দাও। [পাপিয়ার হাত হইতে ছুরি লইয়া] হ্যাঁ, কিন্তু হুঁশিয়ার পাপিয়া ! একথা যেন প্রকাশ না হয়।

পাপিয়া। হবে না খাঁ সাহেব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, একটা পিঁপড়েও জানতে পারবে না। কিন্তু আমার খাস বেগম হওয়াটা বজায় থাকবে তো ?

হায়দর। কেন থাকবে না ? আমি তো নিজের জন্যে কিছু করছি না পিয়ারী। যা কিছু করছি, সবই তোমার জন্যে। পরের জন্যে জান দেওয়াই যে আমার ধর্ম। [প্রস্থান।

পাপিয়া। শয়তানটা ভেবেছে আমি ওর খাস বেগম হওয়ার জন্যে হাত-পা ধুয়ে বসে আছি। না-না, আমি চাই প্রতিশোধ। নবাব স্থজাউদ্দৌলা ! চেয়ে দেখ কেমন করে আমি তোমার এক একটা আদরের কোহিনূরকে ভেঙে গুঁড়িয়ে কবরের নীচে পাঠিয়ে দিই।

বাহারের প্রবেশ।

বাহার। মা—মা ! কই, কোথায় ? ও, তুমি—

পাপিয়া। মায়ের জন্যে আকুল হয়ে পথ চেয়ে বসে আছো শাহজাদা ?

বাহার। তোমার মা ছিল না ?

পাপিয়া। ছিল ; তোমার মায়ের চেয়ে তাকে অনেক সুন্দর দেখতে।

বাহার। সে বুঝি তোমাকে ভালবাসতো না ?

পাপিয়া। তেমন ভাল হয়তো আর কারও মা বাসে না।

বাহার। তবে তুমি তো জান, মাকে না পেলে কত কষ্ট হয় ?

পাপিয়া। জানি—জানি শাহজাদা। কিন্তু আমার জানার মূল্য তো কেউ দেয়নি ? না-না, আমিও কারও স্নেহের মূল্য বুঝতে চাই না। [প্রস্থানোদ্যতা]

বাহার। কি বলছো তুমি ? একটু আমার কাছে দাঁড়াও না। প্রাসাদে একা থাকতে আমার বড় ভয় করছে।

পাপিয়া। তবে এখানে এলে কেন ?

বাহার। সিপাহশালার যে বললে আমার মা আসছে। তাইতো চলে এলাম।

পাপিয়া। ওরে অবোধ শিশু ! মা আসছে না, আসছে মরণ। পালাও শাহজাদা, যদি পারো তুমি পালাও—পালাও ! [প্রস্থান।

বাহার। কেন আমাকে পালাতে বলে গেল ? উঃ, প্রাসাদটা যেন গিলে খেতে আসছে। বাপজানও প্রাসাদে নেই, মাও এখনও আসছে না, মহাবীর দাদুও মাকে আনতে যাচ্ছি বলে সেই যে গেল এখনও এলো না। ওরা ভারী দুষ্টু ! অসুক না ফিরে। আমি বাপজানের সঙ্গেও কথা বলবো না, মার সঙ্গেও না, মহাবীর দাদুর সঙ্গেও না। বেশ হবে— তখন বেশ হবে।

সহসা কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত হায়দরের পুনঃ প্রবেশ।

হায়দর। [পিছন হইতে বাহারকে সজোরে ছুরিকাঘাত করিয়া] হাঃ-হাঃ-হাঃ !

বাহার। আঃ—মা! মহাবীর দাদু! বাপজান! [হায়দর বাহারকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করিতে লাগিল] আঃ, মা—মাগো! [পড়িয়া গেল এবং মৃত্যু]

নেপথ্যে দরিয়া। বাহার—বাহার! ওরে, আমি এসেছি। আমি—

[ছুরি রাখিয়া হায়দরের দ্রুত প্রস্থান।

দ্রুত দরিয়ার প্রবেশ।

দরিয়া। একি, কে ছুটে বেরিয়ে গেল? কে? কে ওখানে? [বাহারের নিকটস্থ হইয়া] একি, বাহার! আমার বাহার! [আছাড় খাইয়া বাহারের উপর পড়িল] বাহার, ওরে বাপজান! আমি যে তোকে দেখবার জন্যে ছুটতে ছুটতে আসছি। তুই যা বলিছিলি তাই করলি? আর আমার সঙ্গে দেখা করলি না? মায়ের ওপর এত অভিমান কেন বাবা? কথা বল—ওরে, একটিবার মা বলে ডাক, আর আমি তোকে ছেড়ে যাবো না বাপজান, আর আমি তোকে আমার বুকছাড়া করবো না।

আসফের প্রবেশ।

আসফ। কার কণ্ঠস্বর? দরিয়া? কখন এলে? এস দরিয়া, কাছে এসো। এখানটা বড় শূন্য হয়ে আছে—পূর্ণ করবে এসো। [অগ্রসর] একি, তুমি কাঁদছো কেন? দূরে সরিয়ে দিয়েছিলাম বলে? অভিমান ত্যাগ কর দরিয়া! আমার ভুল ভেঙে গেছে। আজ আমি ক্ষমা চাইছি। দেখবে এসো, বাহার তোমার পথ চেয়ে বসে আছে।

দরিয়া। [আকুল কণ্ঠে] ওগো, আমাদের বাহার আর নেই।

আসফ। কি বললে? বাহার নেই!

দরিয়া। এই দেখ আমাদের বাহার অভিমানে ঘুমিয়ে পড়েছে। আর জাগবে না, আর মা বলে ডাকবে না।

আসফ। [বাহারের নিকটস্থ হইয়া] বাহার—বাহার! কে খুন করলে? আমার বাহারকে কে খুন করলে?

দরিয়া। বাহার! আর গান গাইবি না বাবা? তোর মহাবীর দাদুকে আর রামায়ণ শোনাবি না? তোর বাপজানের দিকে চেয়ে দেখ, সে আজ পাথর হয়ে গেছে। তবু তোর অভিমান যাবে না? আমার যে মা ডাকের সাধ মেটেনি বাবা। একটিবার কথা বল, একটিবার গলা জড়িয়ে মা বলে ডাক। আর দুষ্টুমি করে না, একবার চোখ মেলে দেখ। ওঠ বাবা ওঠ।

হায়দরের প্রবেশ।

হায়দর। জাঁহাপনা, ইংরেজের দূত—একি! কে এ? শাহজাদা? কে এ কাজ করলে? ওঃ খোদা! বংশের একটিমাত্র বাতি, তাও তুমি নিভিয়ে দিলে? কি অন্যায় করেছিল এই দুগ্ধ-পোষ্য শিশু? বল—বল! [কপট কান্নার ভান করিল]

আসফ। তুমিও কাঁদছো হায়দর বেগ? কিন্তু আমি কেন কাঁদতে পারছি না বলতে পারো? তোমরা আমাকে বেশ করে চাবুক মেরে একটু কাঁদিয়ে দিতে পারো? কিংবা একটা অস্ত্রের আঘাতে খানিকটা খুন আমার দেহ থেকে বার করে দিতে পারো?

হায়দর। জনাব!

আসফ। জনাব? না-না, আমি জনাব নই, আমি নবাব নই, আমি পুত্রহারা পিতা। একটা নগণ্য প্রজার চেয়েও আমি অতি হীন—অতি দীন। হায়দর বেগ! আমার এ সুরক্ষিত প্রাসাদে শত শত রক্ষী-প্রহরী থাকতে কেমন করে খুন হলো, সবার কাছে আমি তার কৈফিয়ৎ চাই। ডাকো মীরজুমলা, আব্বাস আলি, রহমৎউল্লা—প্রাসাদের যে যেখানে

আছে, সবাইকে ডেকে আনো। নারীদেরও বাদ দেবে না। আমি এ শয়তানির চরম শাস্তি দেবো। যতবড় পদস্থ কর্মচারী হোক না কেন, আমি তাকে মাফ করবো না।

হায়দর। এখনি যাচ্ছি জনাব। আপনি তাকে মাফ করলেও, আমি মাফ করবো না। শয়তান যে ছুরি দিয়ে শাহজাদাকে খুন করেছে, সেই ছুরি আমি তারই বুকে—[ছুরি কুড়াইয়া লইল] একি, এ আমি কি দেখছি? এ কার নামাঙ্কিত? না-না, এ অসম্ভব। এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

আসফ। কার ছুরি? কার নাম লেখা? [হায়দরের হাত হইতে ছুরি লইয়া] দরিয়া—দরিয়ার নামাঙ্কিত ছুরি!

দরিয়া। আঃ, খোদা। বহুৎ আচ্ছা! এই না হলে তোমার বিচার? ওঃ, এর চেয়ে তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে না কেন?

আসফ। না—না, এ হতে পারে না। খোদা! হয় তুমি ছুরির লেখা মুছে দাও, আর না হয় তুমি আমাকে অন্ধ করে দাও মেহেরবান।

হায়দর। আমিও যে কিছু বুঝে উঠতে পারছি না জনাব। দরিয়া! মা হয়ে সন্তানকে—

আসফ। দরিয়া! কিছু বলার আছে তোমার?

দরিয়া। এর পর আর কি বলার থাকতে পারে জনাব! আমিই এখানে প্রথম এসেছি, তার ওপর আমারই নামাঙ্কিত ছুরি।

আসফ। তুমি অস্বীকার করতে পারো, এ ছুরি তোমার নয়?

দরিয়া। না জনাব, ছুরিটা আমারই; কিন্তু ওটা—

হায়দর। ছিঃ-ছিঃ দরিয়া! বহিন বলে এতদিন স্নেহ করে এসেছি, কিন্তু তোমার আজকের এই ব্যবহার আমার মাথায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ছেলের চেয়ে চৈৎসিংহের প্রেম তোমার কাছে বড় হলো?

দরিয়া। দিন পেয়েছো হায়দর বেগ, যত পারো বলে নাও।

আসফ। কিন্তু হায়দর বেগ, রাজা চৈৎসিংহ যে দরিয়াকে মা বলে সম্বোধন করেছে।

হায়দর। হিন্দুদের আমি বিশ্বাস করি না জনাব। শুনেছি ওদের কে একজন দেবতা বিপদের সময় স্ত্রীকেও মা বলে ডাকতো, আবার একজন কামান্ধ হয়ে মেয়ের পেছনে পেছনে ছুটেছিল। ওরা মা বলতেও যতক্ষণ, প্রিয়া বলতেও ততক্ষণ।

আসফ। দরিয়া! তোমাকে কি করবো বলতে পারো? অর্ধপ্রোথিত করে কুকুর দিয়ে খাওয়ালেও এর প্রতিশোধ নেওয়া হয় না।

হায়দর। ওর কোন দোষ নেই জনাব, যত দোষ ওই শয়তান চৈৎ-সিংহের। তবে চৈৎসিংহের কাছে গিয়ে থাকাটা দরিয়ার ঠিক হয়নি। ছেলেমানুষ অত বুঝতে পারেনি।

আসফ। ছেলেমানুষ নয়, ছেলের মা। সন্তানের মর্ম বোঝার যথেষ্ট বয়স হয়েছে।

হায়দর। দরিয়া! দাঁড়িয়ে ভাবছো কি? জাঁহাপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও। ভবিষ্যতে জাঁহাপনাকে হত্যা করে চৈৎসিংহকে নিয়ে অযোধ্যার মসনদে বসার মতলব যদি করে থাকো, তা ত্যাগ কর। দেখলে তো, পাপ কখনও চাপা থাকে না।

আসফ। চুপ কর হায়দর। আমাকে পাগল করো না। দরিয়া! দুনিয়ার বুকে তুমি একটা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলে। এর উপযুক্ত শাস্তি আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তুমিই বল, কি শাস্তি তোমার প্রাপ্য?

একটি রামায়ণ সহ মহাবীরের প্রবেশ।

মহাবীর। আরে ও কি বলবে? আমার দরিয়া মা কি তেমন মেয়ে।

কোনদিন মুখ ফুটে কিছু বলেছে? আমার দাদুভাই কোথায় মা, তাকে দেখছি না যে?

দরিয়া। চাচা! তোমার দাদুভাই আর নেই চাচা। এই দেখ চাচা, এই দেখ।

মহাবীর। দাদুভাই! [হাত হইতে রামায়ণ পড়িয়া গেল] ওরে আমার সোনার দাদুভাই! আমি তোর জন্যে নতুন রামায়ণ কিনে এনেছি। চেয়ে দেখ, কথা বল দাদু—কথা বল।

দরিয়া। তোমার দাদুভাই আর কথা বলবে না চাচা।

মহাবীর। তবে কে আমায় রামায়ণ পড়ে শোনাবে? কে আমার রামজীর প্রসাদ খাবে? দাদুভাই না খেলে, আমিও খেতে পারবো না।

হায়দর। ওঃ খোদা! এই মর্মান্তিক দৃশ্য আমি যে আর সইতে পারছি না।

মহাবীর। কে—কে আমার দাদুভাইয়ের কচি বুকে ছুরি বসালে?

আসফ। ওই যে—ওই কালনাগিনী দরিয়া।

মহাবীর। খবরদার—খবরদার খোকা নবাব!

আসফ। বিশ্বাস কর চাচা। এই দেখ দরিয়ার নামাঙ্কিত ছুরি। [ছুরি দেখাইল]

মহাবীর। না-না, আমি বিশ্বাস করি না। আমি তোর মত নবাব নই যে আইন দিয়ে বিচার করবো। আমি সাধারণ মানুষ, আমি মন দিয়েই বিচার করি। বুঝেছি আবার শয়তানি—আবার ষড়যন্ত্র। মর—মর তোরা এখানে কামড়া-কামড়ি করে। আমার দাদুভাইকে আর আমি তোদের কাছে রাখবো না। আয় তো—আয় তো দাদুভাই, আমরা এই নরককুণ্ড থেকে চলে যাই। [বাহারকে কোলে লইল]

দরিয়া। চাচা! ওর সঙ্গে তুমি আমাকেও নিয়ে চল। আমাদের

দুজনকে একসঙ্গে মাটি চাপা দেবে। আমি আর বাঁচতে চাই না চাচা, তুমি অন্তত আমাকে দয়া কর।

হায়দর। [মহাবীরকে] হিন্দু হয়ে তুমি মুসলমানের মৃতদেহ নিয়ে যাও কোন সাহসে ?

মহাবীর। আমার নিজের সাহসে। বেশ করবো নিয়ে যাবো। এ তোমাদের কেউ নয়। আমার দাদুভাই তোমাদের জন্যেই হারিয়ে গেছে। আমি একে আর এখানে রাখবো না।

আসফ। তাই নিয়ে যাও চাচা। ও তোমার ঠাকুরের প্রসাদ খেয়ে তোমার কাছেই বড় হয়েছে। ইচ্ছে হয় তুমি ওর মৃতদেহটা হিন্দুমতে জ্বালিয়ে দিও।

মহাবীর। না—না, কবর দেবো। নিজের হাতে দাদুভাইয়ের কবর খুঁড়ে, তার পাশে জ্বালিয়ে দেবো একটা চিতা। দাদুভাইকে কবরের তলায় শুইয়ে দিয়ে আমি শুয়ে পড়বো সেই জ্বলন্ত চিতায়। কবর থেকে আমার দাদুভাই রামায়ণ পড়বে, আর আমি প্রাণভরে শুনবো—শুধু শুনবো।

[বাহার সহ প্রস্থান।

দরিয়া। বাহার ! ওরে ফিরে আয় বাবা, ফিরে আয়।

হায়দর। হিন্দুর হাতে শাহজাদার লাশ দিয়ে দিলেন জবাব ?

আসফ। ওই হিন্দুই হয়তো ওর আপনজন হায়দর বেগ। আমরা ওর কে ? কতটুকু করেছি ওর জন্যে বলতে পারো ? এতদিন জানতাম—মা সন্তানকে পালন করে, কিন্তু আজ দেখলাম—

দরিয়া। তুমি আজও আমাকে বিশ্বাস করতে পারলে না ?

আসফ। অবিশ্বাস করা কি আমার অন্যায় ? বল দরিয়া, তোমার এই কলঙ্ক শুনে আর কোন সন্তান কি তার মায়ের কোলের কাছে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে সাহস পাবে ?

দরিয়া। জনাব!

আসফ। বল—চৈৎসিংহের মুখে মা ডাক যদি মিথ্যা হয়, মা-নামের মূল্য দুনিয়ায় আর কি কেউ দেবে?

হায়দর। জনাব! বেগমসাহেবার জন্যে আমি আপনাকে—

আসফ। না-না হায়দর বেগ। পুত্র গেছে, আর আমি তাকে পাবো না। কিন্তু যাতে আর কোন মা এমনি করে পুত্রের বুকে ছুরি বসাতে না পারে, যাতে চৈৎসিংহের মত আর কোন অমানুষ মা-নামকে কলঙ্কিত করতে না পারে, তার জন্যে আমি এদের দুজনকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে নৃশংসভাবে—কৈ হ্যায়? [রক্ষীর প্রবেশ।] একে এখন কারাগারে নিয়ে যা। ভেবে দেখবো কি শাস্তি দিতে পারি।

দরিয়া। চল আমি নিজেই যাচ্ছি। একটা কথা বলে যাই জনাব! ভুল যখন ভাঙবে, তখন চোখের জলে আর পথ খুঁজে পাবে না। সাপকে যতই দুধ-কলা দাও, সে শুধু ছোবলই মারবে, প্রলেপ দেবে না।

[রক্ষীসহ প্রস্থান।

হায়দর। একি হলো জনাব? ইংরেজদের সঙ্গে চৈৎসিংহের মরণ-পণ লড়াই চলছে, আমাদেরও ঘরে-বাইরে শত্রু, এসময় যে এমন একটা অঘটন ঘটবে—

আসফ। [উত্তেজিত কণ্ঠে] চৈৎসিংহ—চৈৎসিংহ। [নেপথ্যে কলরোল ও গুলীর শব্দ] ওকি!

ব্যস্তভাবে পাপিয়ার প্রবেশ।

পাপিয়া। সর্বনাশ হয়েছে জনাব, চৈৎসিংহের লোকেরা বেগম-সাহেবাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

আসফ। ছিনিয়ে নিয়ে গেল! দরিয়াউন্নিসাকে? চৈৎসিংহের লোক?

পাপিয়া। আমাদের রক্ষীরা তাদের হাতে ভয়ঙ্করভাবে আহত।

হায়দর। কারাধ্যক্ষ মীর খাঁ কি করছে?

পাপিয়া। মীর খাঁ নিহত জনাব।

আসফ। মীর খাঁ নিহত!

পাপিয়া। গোরা-পল্টনরা জাঁহাপনার হুকুমের অপেক্ষায় আছে।

আসফ। তাদের হুকুম জানাও—জীবিত অথবা মৃত আমি দরিয়াকে চাই।

পাপিয়া। আমি এখনি জানিয়ে দিচ্ছি জনাব। [প্রস্থান।

আসফ। এত স্পর্ধা কাশীরাজ চৈৎসিংহের?

হায়দর। এরপর কাশীরাজকে আর বিশ্বাস করা যায় না জনাব।

আসফ। না-না, আমি দুনিয়ায় আর কাকেও বিশ্বাস করতে পারছি না হায়দর বেগ, আর আমি কাকেও বিশ্বাস করবো না। তুমি ইস্তাহার জারী করে শুধু দরিয়াই নয়, অযোধ্যার সমস্ত বেগমদের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করে নাও।

হায়দর। বেগমদের নিজস্ব ধন-সম্পদ—

আসফ। আমি বিলিয়ে দেবো না হায়দর বেগ। তার আগে ওই ভণ্ড লম্পট চৈৎসিংহকে হত্যা করে, তার মরা দেহ পায়ে মাড়িয়ে অযোধ্যায় ফিরে এসে আমি নিজের হাতে বেগমদের ওই পাপের আস্তানা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে মিশিয়ে দেবো পথের ধূলায়।

হায়দর। সবার আগে অযোধ্যার হিন্দুগুলোকেও কোতল করতে হবে জনাব।

আসফ। তাদের অপরাধ?

হায়দর। ওই কাফেরদের সহযোগিতা না পেলে কাশীরাজ বেগম-সাহেবাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারতো না।

আসফ। হায়দর বেগ!

হায়দর। হুকুম দিন জনাব।

আসফ। হুকুমই দিচ্ছি, যাও সিপাহশালার—

হায়দর। হিন্দুদের কোতল করবো?

আসফ। হুঁশিয়ার! কেউ যাতে তাদের গায়ে কাঁটার আঁচড় দিতে না পারে, সেদিকে কড়া নজর রাখবে।

হায়দর। তারা আমাদের দুষমন।

আসফ। তবু তারা আমার প্রজা—আমার সন্তান।

হায়দর। জনাব!

আসফ। বাহারকে হারিয়ে আমি বুঝেছি হায়দর বেগ, পুত্রহারা ব্যথা পিতার বুকে কত বাজে। তাই আজ আমার একটা পুত্রের অভাব আমি ভুলে থাকবো ওই লাখো লাখো প্রজার পিতা হয়েই—পিতা হয়েই। এসো হায়দর বেগ।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অংক।

প্রথম দৃশ্য।

রণস্থলের একাংশ।

হেষ্টিংসের প্রবেশ।

হেষ্টিংস। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এক চালেই হামি কিস্তি মাট করিয়াছি। নবাব আসফউডৌলা নিজে আসিয়া হামাডের সৈনাপট্য লইয়াছে। হামিও টাহাই চাই। ভারটীয়ডের সাহায্যে ভারটীয়কে খটম করাই হেষ্টিংসের নীটি। আউর কটক্ষণ ওয়ার করিবে চৈট্সিং? ডেথি রাজাকে পিছন হইটে ঘায়েল করিয়া ওয়ার জলদি শেষ করা যায় কি না।

নিশুম্ভর প্রবেশ।

নিশুম্ভ। যুদ্ধ তো শেষ হয়ে এলো ফাদার। কিন্তু আমার কথাটা—

হেষ্টিংস। হামি টোমার কঠাই ভাবিটেছিল পণ্ডিত।

নিশুম্ভ। তাই নাকি? হে-হে-হে, যা করে বাবা বিশ্বনাথ!

হেষ্টিংস। টোমাকে হামি এক লাখ রুপিয়া ডিবে বলিয়াছিল?

নিশুম্ভ। ওই রুপিয়া পেলেই আমি বৃন্দাবনে চলে যাবো ফাদার।

হেষ্টিংস। সে টুমি যাহা খুশী করিবে। হামি যখন ডিবে বলিয়াছে—

নিশুম্ভ। এখনি দেবেন?

হেষ্টিংস। হাঁ—হাঁ, এখনি ডিবে। টব টোমাকে একঠো কাম করিটে হইবে।

নিশুম্ভ। আবার কাজ? অনেক কাজ তো করলাম ফাদার।

হেষ্টিংস। হামি অস্বীকার করিটেছে না।

নিশুম্ভ। আপনাদের জন্যেই এই কাশীতে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধালাম, রাণীকে দিয়ে বেগমের ছুরি চুরি করালাম। এখনও পেছনে দাঁড়িয়ে হরদম জয়ধ্বনি দিচ্ছি—

হেষ্টিংস। আউর সামান্য একঠো কাম করিলেই হামি টোমাকে নগড এক লাখ ডিবে।

নিশুম্ভ। কাজটা কি শুনি?

হেষ্টিংস। যেখানে কাশীরাজ লড়াই করিটেছে, সেখানে গিয়া—

নিশুম্ভ। লড়াই করবো?

হেষ্টিংস। নো—নো, মাত্র পিছন হইটে এই ছুরিখানা কাশীরাজের ডেহে বসাইয়া ডিবে। [নিশুম্ভকে ছুরিদান]

নিশুম্ভ। গুপ্তহত্যা?

হেষ্টিংস। বিনিময়ে টুমি এক লাখ রুপিয়া পাইবে।

নিশুম্ভ। কিন্তু মহাপাপ হবে যে ফাদার?

হেষ্টিংস। অট পাপ-পুণ্য ভাবিলে নসীব ফিরাইটে পারা যায় না পণ্ডিট। টুমি না পারিলে হামাকে অন্য চেষ্টা করিটে হইবে। লেকিন মাইণ্ড দ্যাট পণ্ডিট, শুটু এক লাখ রুপিয়াই নয়, কাশীরাজ খটম হইবার সঙ্গে সঙ্গেই হামি টোমাকে টোমার হাট ঢরিয়া কাশীর সিংহাসনে বসাইয়া ডিবে।

নিশুম্ভ। এঁ্যা—সিংহাসন! এক লক্ষ টাকা, আবার কাশীর সিংহাসন দেবে?

হেষ্টিংস। হামি বুঝিয়াছে, টুমি পারিবে না। ওয়েল, হামি আসিটেছে। [প্রস্থানোদ্যত]

নিশুম্ভ। আহা, দাঁড়ান না ফাদার। রাগ করে গোয়িং করছেন কেন? আমি কি বলছি পারবো না!

হেষ্টিংস। পারিবে?

নিশুম্ভ। আপনাদের জন্যে কি না পারি ফাদার?

হেষ্টিংস। টবে হ্যারি আপ—হ্যারি আপ পণ্ডিট, আই উইশ ইওর গুডলাক।

[প্রস্থান।

নিশুম্ভ। [উদ্দেশে] সে তো বটেই, সে তো বটেই! কিন্তু খাটিয়ে নিয়ে শেষে সাহেব বুড়ো আঙুল দেখাবে না তো? তা কি পারে! একি আমার প্রিয়বন্ধু ওই কালা আদমী হায়দর বেগ? দস্তুরমত এরা সাহেব। ওই রাজা চৈৎসিংহ যুদ্ধ করছে। যাই তাকে তাকে থাকিগে। একটু অন্যমনস্ক হলেই—যা করে বাবা—

সশস্ত্র বিশুয়ার প্রবেশ।

বিশুয়া। [পিছন হইতে নিশুম্ভর পৃষ্ঠদেশে তলোয়ার রাখিয়া] বিশ্ব নামটা আর মুখে এনো না মামা, মরণকালে বরং তোমার সাহেব বন্ধুদের নামটাই জপ করে নাও।

নিশুম্ভ। কে? বিশে? খবরদার বলছি তলোয়ার সরিয়ে নে। আমি নিরীহ গোবেচারী।

বিশুয়া। তোমাদের মত নিরীহ গোবেচারীদের জন্যেই তো ইংরেজরা আমাদের দেশ কেড়ে নিচ্ছে।

নিশুম্ভ। মিথ্যে বলিসনি ব্যাটা, আমি ওসবের মধ্যে নেই।

বিশুয়া। সেকি আর আমি জানি না মামা।

নিশুম্ভ! ছেড়ে দে, আমার সন্ধ্যে-আহ্নিকের সময় হলো।

বিশুয়া। ওপারে গিয়ে তুমি যত ইচ্ছে সন্ধ্যে-আহ্নিক করো মামা।

নিশুম্ভ। বিশে!

বিশুয়া। মহারাজের যখন হার হচ্ছে, আমরা তো মরবোই। তবু তোমায় সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলে একটা কাজের মত কাজ হবে। জয় মা কালী! [হত্যায় উদ্যত]

ব্যস্তভাবে যমুনার প্রবেশ।

যমুনা। কি করছিস—কি করছিস, কাকে খুন করছিস?

নিশুম্ভ। [কাতর কণ্ঠে] যমুনা, তুমি এসেছো? আমায় বাঁচাও সতী, আমায় বাঁচাও।

যমুনা। আমি যখন এসেছি, কার সাধ্যি তোমায় মারে?

বিশুয়া। বাধা দিও না মামী। মামার সব দোষ আমি ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু ইংরেজদের টাকার লোভে যে আমাদের মহারাজকে গুপ্তহত্যা করতে চায়, যে মহারাণীকে দিয়ে বেগমসাহেবার ছুরি চুরি করিয়ে নবাবকে আমাদের শত্রু সাজায়, তাকে আমি কিছুতেই ছাড়বো না।

যমুনা। কি? আমার সোয়ামীর নামে নিন্দে? আমার সোয়ামী মহারাজকে গুপ্তহত্যা করবে? সে রাণীকে দিয়ে বেগমের ছুরি চুরি করিয়েছে?

নিশুম্ভ। মিথ্যে—ডাহা মিথ্যে কথা।

বিশুয়া। মিথ্যে তুমি বলছো মামা। একটু আগে ওই ঝোপের মধ্যে থেকে আমি সব শুনেছি।

যমুনা। তবু দে তলোয়ার—দে বলছি। [বিশুয়ার হাত হইতে তলোয়ার কাড়িয়া লইল]

বিশুয়া। মামী—

যমুনা। না-না, আমার এমন যুধিষ্ঠিরের মত সোয়ামীকে আমি মেরে ফেলতে দেবো না।

নিশুম্ভ। আঃ, বাঁচালে সতী। যা করে বাবা বিশ্বনাথ ! [প্রস্থানোদ্যত]

যমুনা। যাচ্ছো কোথায় ?

নিশুম্ভ। তুমিই ব্যাটাকে সাবাড় কর। ও নরহত্যা আমি সইতে পারি না।

যমুনা। দাঁড়াও। এই বিশে—

বিশুয়া। যাও—যাও, এতবড় একটা শয়তানকেও যে ছেড়ে দেয়—

যমুনা। শয়তান কি বলছিস ? ও তোর মামা—গুরুজন।

বিশুয়া। তাই পায়ের ধুলো খাবো ?

যমুনা। [বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটি শিকল বাহির করিয়া] এই শেকল দিয়ে মড়াকে শক্ত করে বেঁধে ফেল্। [বিশুয়াকে শিকলদান]

নিশুম্ভ। যমুনা !

যমুনা। সাবধান ! ছুরি তুললে আমি এখানেই স্বামীহত্যা করবো।

বিশুয়া। [শিকল দ্বারা নিশুম্ভকে বন্দী করিল] এইজন্যেই তুমি আমার তলোয়ার কেড়ে নিয়েছিলে মামী ?

যমুনা। তবে ? তুই কি মনে করিস আমি ওর শয়তানি বুঝিনি ? যেদিন ও সন্ন্যাসী সেজে হায়দর বেগের হাতে ছুরি তুলে দেয়, সেইদিনই জেনেছিলাম ; কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না।

বিশুয়া। মামী—

যমুনা। আর তা জানার পর থেকেই তো শেকল নিয়ে আমি ওকে গরু-খোঁজা করছি। এইখানে মেরে ফেললে হয়তো দেশ থেকে একটা শয়তানকে কমিয়ে দেওয়া যেতো, কিন্তু নবাব আসফউদ্দৌলার ভুল ভেঙে

দিয়ে তাকে তো আমাদের রাজার পাশে দাঁড় করানো যেত না! যা—নিয়ে যা, ওকে নবাবের সামনে নিয়ে গিয়ে সব কথা বলবি।

নিশুম্ভ। দোহাই যমুনা, নিদয় হয়ো না। আমি তোমার সোয়ামী।

বিশুয়া। চলে এসো মামা! [টানিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত]

নিশুম্ভ। ওরে বিশে, আমায় নিয়ে যাসনি। আমি তোকে এক লক্ষ—না-না, আমার যথাসর্বস্ব দেবো। অকালে আমায় গঙ্গালাভ করাসনি।

বিশুয়া। ঘাবড়াচ্ছো কেন মামা? হাঁটি হাঁটি পা-পা করে চলে এসো। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, নবাবের কাছে তুমি নিজের মুখে সব কথা কবুল করার পর তোমার যদি প্রাণদণ্ড হয়, সে দণ্ড আমি মাথা পেতে নেবোই। এসো, চলে এসো।

[নিশুম্ভ সহ প্রস্থান।

যমুনা। নিয়ে গেল। কিন্তু বুকটা এমন করছে কেন? না-না, আমাকে শক্ত হতেই হবে। রণলালকে খুঁজে দেখি। তাকে তার সত্য পরিচয় জানিয়ে দিতে পারলে হয়তো কাশীরাজের এই ডোবা তরী আবার কূলে ভিড়তে পারে।

সশস্ত্র রণলালের প্রবেশ।

রণলাল। পারে না—পারে না, আমাদের মত দেশদ্রোহী বেইমান—[সহসা যমুনাকে দেখিয়া] কে? মা? তুমি রণস্থলে কেন মা?

যমুনা। তোরই জন্যে, ওরে তোরই জন্যে।

রণলাল। ভাবতে হবে না মা, আমার জন্যে আর তোমায় ভাবতে হবে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। দেখবে কাশীর প্রাসাদ-শীর্ষে ইংরেজের বিজয় পতাকা উড়ছে।

যমুনা। ওই পতাকাকে টেনে ছিঁড়ে নামিয়ে আনতে হবে তোকেই।

রণলাল। ও অনুরোধ করো না মা, আমি তা পারি না।

যমুনা। রণলাল!

রণলাল। আমি তো ভিখারী; কিন্তু ওই দেখ মা, অর্থ-সম্মানের আশায় নবাব আসফউদ্দৌলাও ইংরেজের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

যমুনা। নবাবের কথা থাক। তুই তলোয়ার ঘুরিয়ে ধর।

রণলাল। আমি ইংরেজের বেতনভোগী।

যমুনা। তবু এই দেশের সন্তান।

রণলাল। হলেও, আমি ক্ষত্রিয়।

যমুনা। ক্ষত্রিয় কখনও ভাইয়ের রক্ত গায়ে মাখে না।

রণলাল। ক্ষত্রিয় কখনও প্রভুর সঙ্গে বেইমানি করতেও পারে না মা।

যমুনা। বিদেশী প্রভুর চেয়ে তোর দেশ—তোর ভাই তোর অনেক আপন।

রণলাল। ভাই নয় মা! আমার প্রভুর শত্রু যারা, তারা আমারও শত্রু।

যমুনা। ওরে না—না, কাশীরাজের সঙ্গে যে তোর রক্তের সম্পর্ক।

রণলাল। কি বললে মা?

যমুনা। যা এতদিন বলিনি, আজ তাই বলছি। শোন রণলাল, কাশীরাজ চৈৎসিংহ তোর দাদা—আপন দাদা। তুই তার ছোট ভাই।

রণলাল। মা! বল মা, এ কেমন করে সম্ভব?

যমুনা। সব কথা গুছিয়ে বলার সময় এখন হবে না বাবা। শুধু এইটুকু জেনে রাখ, আমার বাবা তোর বাপের দেওয়ান ছিলেন, সেই সূত্রেই তোর মায়ের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা গড়ে ওঠে। কোন কারণে তোর মা তোর বাপের বিরাগভাজন হওয়ায়, একদিন তোকে কোলে নিয়ে আমার কাছে গিয়ে তোকে আমার কোলে দিয়ে—সেই রাতেই আত্মহত্যা করে।

রণলাল। আমার মা, আমার অভাগিনী মা আত্মহত্যা করেছিলেন?

যমুনা। তারপর তোর কচি মুখখানা দেখে, তোর মুখে মা ডাক শুনতেই আর আমি তোকে মহারাজরের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারিনি।

রণলাল। মা!

যমুনা। কিন্তু আজ? না-না, এই যে—এই যে তোর মায়ের দেওয়া তাবিজখানা কাছে রাখ। [একটি তাবিজ রণলালকে দিল] এই তাবিজ দেখালে তোর দাদা তোকে ভাই বলে কাছে টেনে নেবেই। আমি—আমি আসি বাবা। [প্রস্থানোদ্যতা]

রণলাল। তুমি কোথায় যাবে মা?

যমুনা। পণ্ডিতকে বিশে নিয়ে গেছে। তার কি হলো দেখি। যদি সে ঘুমিয়ে পড়ে, তার পাশে আমিও একটু জায়গা করে নেবো।

রণলাল। মা—

যমুনা। আমার কথা ভুলে তোর জন্মভূমি মায়ের মুখে, তোর ভাইয়ের মুখে হাসি ফোটা বাবা। ওপারে থেকেও আমরা তোকে আশীর্বাদ করবো, আশীর্বাদ করবো। [প্রস্থান।

রণলাল। আমি পণ্ডিত নিশুম্ভ শর্মার ছেলে নই? কাশী আমার জন্মভূমি মা? কাশীরাজ আমার দাদা? তাই কি রাজপ্রাসাদটা আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকতো? আমি কি করবো! আমি যে—না-না, দাদা—দাদা—

জিহন আলির প্রবেশ।

জিহন। যুদ্ধ কর—যুদ্ধ কর সেনাপতি। এই জিহন আলির কলিজায় জান থাকতে তার মালিকের মুখে তোমরা পরাজয়ের কালি মাখাতে পারবে না।

রণলাল। যুদ্ধ? না-না, আর যুদ্ধ নয় জিহন আলি, পথ ছাড়ো—

জিহন। পথ নেই সেনাপতি। যদিও তুমি আমার জান বাঁচিয়েছিলে, তবু সেদিন তো তুমিই আমাকে দেশের জন্যে জান কবুল করতে বলেছিলে?

রণলাল। আজও বলছি।

জিহন। তবে তলোয়ার নাও।

রণলাল। নেবো, আগে আমার দাদার সঙ্গে দেখা করে আসি।

জিহন। তোমার দাদা?

রণলাল। হ্যাঁ, আমার দাদা—আমার বড় ভাই—আমার পূজনীয় অগ্রজ।

জিহন। তোমার দাদা যুদ্ধক্ষেত্রে?

রণলাল। তাই যুদ্ধের সর্বনাশা অগ্নিশিখায় সে পুড়ে ছাই হওয়ার পূর্বেই তার পায়ে প্রণাম জানিয়ে আমি নতুন করে অস্ত্র ধরবো।

জিহন। আমাদের বুকে আঘাত হানতে?

রণলাল। না জিহন আলি, না। এতদিন তোমাদের বুকে আঘাত হানতেই আমি নিজের হাতে আমার যে স্নেহের তপোবনকে মরুভূমি সাজিয়েছি, তাকে আবার ফুলে ফুলে সাজিয়ে দিতেই আমি তলোয়ার ধরবো ওই বিদেশী হানাদার ইংরেজের বিরুদ্ধেই।

জিহন। তুমি আমাদের হয়ে লড়াই করবে?

রণলাল। করতেই হবে জিহন আলি। তাতে যদি বেইমানির মহাপাপে আমাকে আজীবন নরকে পচে মরতে হয় তাও মরবো, তবু আমার দাদার মুখের হাসি আমি আর কাকেও কেড়ে নিতে দেবো না—দেবো না।

[প্রস্থান।

জিহন। আমাকে ধোকা দিয়ে চলে গেল না তো? কিন্তু সেনাপতি যে বললে ওর দাদা, কে ওর দাদা? তবে কি আমাদের মহারাজের সঙ্গে—খোদা, তাই করো খোদা! নবাব আসফউদ্দৌলা আমাদের সঙ্গে বেইমানি করেছে করুক, কিন্তু সেনাপতিকে যদি পাই—

ঝড়ের বেগে হেষ্টিংসের প্রবেশ।

হেষ্টিংস। [পিছন হইতে জিহনকে গুলী করিল] হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

জিহন। আঃ—কে? হেষ্টিংস সাহেব! পেছন থেকে তুমি আমাকে—শয়তান! আঃ, সেনাপতি আমাদের হয়ে লড়াই করবে, আমি তার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতে পারলাম না। ইংরেজের হাত থেকে আমি আমার মালিকের বিজয় নিশান কেড়ে নিতে পারলাম না। মহারাজ, জনাব, মালিক! তোমার গোলামের গোলাম এই জিহন আলিকে তুমি মাফ করো মেহেরবান, মাফ করো।

[উদ্দেশ্যে বারবার কুর্নিশ করিতে করিতে প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

সরাপ সহ পাপিয়ার প্রবেশ।

পাপিয়া। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ, আমার প্রতিশোধ নেওয়ার এই শুভলগ্ন। এখন নবাব রণক্লান্ত হয়ে নিশ্চয় বিশ্রাম করছেন। এই সুযোগেই শিবিরে প্রবেশ করে আমি তার হাতে তুলে দেবো এই সরাপ।

অলক্ষ্যে দরিয়ার প্রবেশ।

পাপিয়া। হ্যাঁ—তারপর? নবাব এক চুমুক পান করার সঙ্গে সঙ্গেই—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

দরিয়া। হাঃ-হাঃ-হাঃ—[পাপিয়ার হাত ধরিল]

পাপিয়া। কে? একি, বেগমসাহেবা? আপনি এসময়ে রণক্ষেত্রে?

দরিয়া। আমার সন্তানদের জন্যেই।

পাপিয়া। আপনার সন্তান? কিন্তু শাহজাদা বাহার তো—

দরিয়া। জানি। ওই যে—চেয়ে দেখ, বুকের রক্তে রাঙা হয়ে ঝরে পড়া পলাশফুলের মত যারা এখানে ওখানে পড়ে আছে, ওদের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে আমার আদরের বাহার। ওদের সাহায্য করতেই তো প্রতিদিন আমি এই রণক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াই।

পাপিয়া। আপনি নারী হয়ে ওদের কি সাহায্য করতে পারেন?

দরিয়া। আমি ওদের ক্ষতস্থানে মাতৃস্নেহে প্রলেপ দিই। ওদের পিপাসিত মুখে তুলে দিই পিপাসার পানি।

পাপিয়া। হাসালেন বেগমসাহেবা। স্বামী যাকে প্রাসাদ থেকে

তাড়িয়ে দেয়, যার একমাত্র ছেলে অপঘাতে মরে, যার কলঙ্কে দেশ ছেয়ে যায়, তার এভাবে ভনিতা না করে—মরাই উচিত।

দরিয়া। মরতেই আমি চেয়েছিলাম পাপিয়া, কিন্তু এসে যখন দেখলাম শত্রুর গুলীতে তলোয়ারের আঘাতে এক একজন সৈন্য 'মা—মা' বলে লুটিয়ে পড়তে লাগলো, আমি তাদের সেই মা ডাকের মধ্যেই শুনতে পেলাম আমার বাহারের কণ্ঠস্বর। আর মরা হলো না। কিন্তু বিষ নিয়ে তুমি নবাবকে মারতে চলেছো কেন?

পাপিয়া। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে। কেন আমার সুন্দরী মাকে আমার বাপজানের বুক থেকে ছিনিয়ে এনেছিল নবাবের পিতা সুজাউদ্দৌলা? কেন আমার বাপজানকে বিনাপরাধে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল? আমার রূপসী মাকে তিনি সাদি করেছিলেন, এই কি তাঁর অপরাধ? রূপ কি শুধু ধনীরই জন্যে? গরীবের জন্যে নয়?

দরিয়া। কিন্তু তুমি ভুল করছো পাপিয়া। অপরাধ যিনি করে-ছিলেন, তাঁর ওপর প্রতিশোধ না নিয়ে একের অপরাধে তুমি অন্যকে সাজা দিতে চাও? না—না পাপিয়া, তার চেয়ে অতীতকে বিস্মৃতির অন্ধকারে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে—এসো আমরা বর্তমানকে গড়ে তুলি, দেশ ও দশের কাজ করে ভবিষ্যতকে আলোয় ভরিয়ে দিই। [পাপিয়ার হাত হইতে সরাপ ফেলিয়া দিল]

পাপিয়া। একি! সরাপের পাত্র ফেলে দিলেন?

দরিয়া। দিলাম। বিদেশীর অস্ত্রে কোটি কোটি ভারতবাসীর মৃত্যুর কথা তুমি একবার চিন্তা কর পাপিয়া। নবাবকে বুঝিয়ে তাঁকে দেশ-বাসীর পাশে দাঁড় করিয়ে তুমি এমন একটা কিছু করে যাও, যা স্মরণ করে ভবিষ্যতের ভারতবাসী তোমার মত একটা নগণ্য বাঈজীর উদ্দেশ্যে যেন মাথা নত করে।

পাপিয়া। আমার কথা না ভেবে আপনি নিজের কথা ভাবুন। দেশে ফিরে যান বেগমসাহেবা। এখানকার যুদ্ধের এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গটুকু নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হেষ্টিংস সাহেব অযোধ্যার বেগমদের ধনভাণ্ডার লুঠ করতে চায়। পারেন নিজের ঘর সামলানগে, আমার পথে আমি এগিয়ে যাচ্ছি। [প্রস্থান।

দরিয়া। হেষ্টিংস আমার সঞ্চিত অর্থ—না-না, সেখানে তো শুধু আমার অর্থই নয়, অযোধ্যার আরও অনেক স্বামী-পুত্রহারা বেগমরা যে তাদের শেষ সম্বল আমার কাছেই গুছিয়ে রেখেছে। বাহার! আমার বুকে বল দে বাবা, আমাকে শক্ত করে দে। আমি এখনি অযোধ্যায় ফিরে যাবো। [প্রস্থানোদ্যতা]

হায়দরের প্রবেশ।

হায়দর। অযোধায় নয় দরিয়া, তোমাকে আমার সঙ্গেই যেতে হবে

দরিয়া। হায়দয় বেগ, শয়তান—

হায়দর। কিন্তু এই শয়তানের অনুকম্পার ওপরই নির্ভর করছে তোমার জান। এসো আমার সঙ্গে।

দরিয়া। আমি যাবো না, যাবে আমার মৃতদেহ।

হায়দর। তাই নিয়ে যাবো, তৈয়ার হ কসবী—[দরিয়াকে হত্যা করিতে উদ্যত]

সহসা সশস্ত্র চৈৎসিংহের প্রবেশ।

চৈৎ। [হায়দরের তলোয়ারে প্রচণ্ড আঘাত করিয়া] তুইও প্রস্তুত হ পশু।

[উভয়ের যুদ্ধ ও হায়দরের প্রস্থান।

চৈৎ। পালিয়ে গেল? না-না, আমি ওকে পালিয়ে বাঁচতে দেবো না। দরিয়া! তুমি এখানে কেন মা? প্রাসাদ আমার হাতছাড়া হলেও আমার অনুগত দেওয়ান অরিন্দম সিংহের কুঠিতে যাও।

দরিয়া। সেখানে নয় রাজাসাহেব, আমি অযোধ্যায় যাচ্ছি। অর্থ-লোভী হেষ্টিংসের লোলুপ দৃষ্টি থেকে যদি আমাদের ধন-সম্পদকে রক্ষা করতে পারি, আবার এসে বাপজান বলে আপনাকে সেলাম জানাবো। আর যদি না পারি, এই আমার বিদায় সেলাম—বিদায় সেলাম!

[কুর্নিশ করিয়া প্রস্থান।

চৈৎ। কি বলে গেল? দরিয়া মা কি বলে গেল? তবে কি হেষ্টিংস এবার অযোধ্যার বেগমদের কুঠিতেই হানা দেবে? না-না, তাই যদি হয়, আমার জন্যে যে স্বামী-পুত্র হারিয়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছে, তার বিপদে আমি দূরে থাকতে পারি না।

রণলাল। [নেপথ্যে] দাদা—দাদা—

চৈৎ। কে কাকে দাদা বলে ডাকছে?

ঝড়ের বেগে রণলালের প্রবেশ।

রণলাল। দাদা—দাদা—

চৈৎ। কে? ইংরেজ সেনাপতি?

রণলাল। না-না, আমি ইংরেজ সেনাপতি নই।

চৈৎ। চোপরাও মিথ্যাবাদী। তুমি ভারতবাসী হয়ে ভারতবাসীর রক্তে সাঁতার দিয়েছো, ভারতের ঘরে ঘরে কান্নার হাট বসিয়েছো। দেশদ্রোহী—বেইমান—[রণলালকে অস্ত্রাঘাত]

রণলাল। আঃ!

চৈৎ। হাঃ-হাঃ-হাঃ। রক্ত নাও বিশ্বনাথ, দেশদ্রোহীর রক্ত নাও।

রণলাল। দেশদ্রোহী? হ্যাঁ, আমি দেশদ্রোহী। এই দেখ দাদা, এই দেশদ্রোহীর তাবিজ। [তাবিজ দান]

চৈৎ। [তাবিজ লইয়া] কিসের তাবিজ? একি, এ যে আমার মায়ের দেওয়া! এ তাবিজ তুমি—তবে কি তুই আমার সেই হারিয়ে যাওয়া ছোট ভাই কমলসিংহ?

রণলাল। আমি আগে জানতাম না দাদা। যিনি আমাকে মাতৃস্নেহ দিয়ে পালন করেছিলেন, একটু আগে তিনিই আমাকে সব কথা বলেছেন। শোনামাত্র আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছি তোমার পায়ের ধূলো মাথায় নিতে। দাও দাদা, একটু পায়ের ধুলো দাও।

চৈৎ। বিশ্বনাথ! তুমি আমাকে দিয়ে একি করালে?

কল্যাণীর প্রবেশ।

কল্যাণী। কি করেছ—কি করেছ তুমি? একি—

চৈৎ। এই দেখ—এই দেখ রাণী, আমার ভাই—আমার ছোট ভাইয়ের বুকে তলোয়ার বসিয়েছি আমি।

কল্যাণী। তাই কি ইনি সেদিন জিহন আলিব হাত থেকে আমাকে বাঁচাতে ছুটে গিয়েছিলেন?

রণলাল। না বৌদি, সেদিন আমি নিজেই জানতাম না। আমি ছুটে গিয়েছিলাম শুধু বিপন্নাকে রক্ষা করার জন্যেই।

কল্যাণী। ঠাকুরপো!

চৈৎ। ওঃ—বিশ্বনাথ!

রণলাল। যাবার সময় একটা সত্য তোমাকে জানিয়ে যাচ্ছি দাদা! আমি জানি হেষ্টিংস সাহেবের প্ররোচনায় নিশুম্ভ শর্মা সন্ন্যাসীর বেশে বেগমসাহেবার ছুরি চুরি করে হায়দর বেগকে দিয়েছিল।

কল্যাণী। সন্ন্যাসীর বেশে? নিশুম্ভ শর্মা?

রণলাল। হ্যাঁ বৌদি, সেই ছুরিতেই ওরা শাহজাদাকে হত্যা করে বেগমসাহেবার বিরুদ্ধে নবাবকে বিষিয়ে দিয়েছে। যদি পারো, তুমি নবাবের ভুল ভেঙে দিও দাদা।

চৈৎ। কমল, ওরে কমল!

রণলাল। আর আমি দাঁড়াতে পারছি না দাদা। এজন্মে দাদা বলে ডেকে আমার সাধ মিটলো না, আশীর্বাদ কর—পরজন্মে যেন তোমারই ছোট ভাই হয়ে জন্মাতে পারি।

চৈৎ। চল ভাই, তোকে চিতায় শুইয়ে দিয়ে আমাকে অযোধ্যায় যেতে হবে। হেষ্টিংস সাহেব আমার দরিয়া-মার প্রাসাদ আক্রমণ করতে চান। জিহন আলি গেছে, চন্দনসিং গেছে, রাজ্য গেছে; তোকেও পেয়ে হারালাম। আমি সব সইতে পারবো, কিন্তু বিদেশীর হাতে আমার দরিয়া-মার অপমান আমি সইতে পারবো না।

[রণলাল সহ প্রস্থান।

কল্যাণী। [উদ্দেশে] আমিও যে তোমার অকল্যাণ সইতে পারবো না বলেই বেগমের ছুরি চুরি করে—কিন্তু দরিয়ার যেটুকু এখনও আছে, আর আমি তা হারিয়ে যেতে দেবো না—দেবো না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

শিবির-সম্মুখ।

পাগলের প্রবেশ।

পাগল। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এখানকার খেল খতম। আর এখানে নয়, এবার অযোধ্যা—অযোধ্যা।

হেষ্টিংসের প্রবেশ।

হেষ্টিংস। কে টুই? এই গভীর রাটে এখানে কেন?

পাগল। খেলা দেখতে এসেছিলাম সাহেব। খেলা ভেঙে গেছে, তাই চলে যাচ্ছি।

হেষ্টিংস। কোঠায় যাচ্ছিস?

পাগল। যেখানে আবার তোমরা নতুন খেলা দেখাবে।

হেষ্টিংস। কিসের খেলা?

পাগল। ভাঙা-গড়ার খেলা সাহেব, ভাঙা-গড়ার খেলা। মজা আছে এ খেলায়, মজা আছে। তবে যাচ্ছো তো বেশ যাচ্ছো, পা ফস্কালেই—হুঁশিয়ার!

হেষ্টিংস। কি বলছিস?

পাগল। বলছি হুঁশিয়ার! এ্যায়সা দিন নেহি রহেগা। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

হেষ্টিংস। এ পাগল, না চেটসিংহের গুপ্টচর? যাই হোক, কাশী যখন হামার ডখলে, আউর ওরা কিছুই করিটে পারিবে না। এইবার চাই অযোঢ্যার বেগমডের সঞ্চিট সম্পড।

আসফের প্রবেশ।

আসফ। [স্বপ্নাবেশে] চৈৎসিংহ! চৈৎসিংহ! পেয়েছি যখন, প্রস্তুত হও বেয়াদব! আমি তোমার তাজা খুনে -[তলোয়ার কোষমুক্ত করিয়া হেষ্টিংসের দিকে অগ্রসর]

হেষ্টিংস। ইয়ে হাপনি কি করিটেছেন নবাব বাহাডুর?

আসফ। [প্রকৃতিস্থ হইয়া] কে? ও, গভর্নর হেষ্টিংস সাহেব?

হেষ্টিংস। নবাব বাহাডুর কি স্বপ্ন ডেখিটেছিলেন?

আসফ। হ্যাঁ, স্বপ্ন। কিন্তু চৈৎসিংহ কোথায় গেল? সারাদিন তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আমি তাকে পাইনি।

হেষ্টিংস। চৈট্সিং এখানে নাই নবাব বাহাডুর।

আসফ। নেই! সে কোথায়?

হেষ্টিংস। হামি শুনিল, সে অযোঢ্যা রওনা হইয়াছে।

আসফ। অযোধ্যা?

হেষ্টিংস। টাহার উড্ডেশ্য, নবাবের প্রজাডের নবাবের বিরুড্ঢে উট্তেজিট করিয়া অযোঢ্যার মসনড ডখল করা।

আসফ। গভর্নর!

হেষ্টিংস। আউর এ কাজে অযোঢ্যার বেগমরাই নাকি টাহাকে সাহায্য করিটেছে।

আসফ। না-না, সে পাপ-উদ্দেশ্য কিছুতেই পূর্ণ হবে না।

হেষ্টিংস। হামিও টাহা হইটে ডিবে না নবাব বাহাডুর। আউর সেইজন্তেই চৈট্সিংয়ের মাঠার মূল্য হামি ডশ লক্ষ আশরফি ঘোষণা করিয়াছে। শুঢু টাহাই নহে, বেগমডের বিপুল সম্পড যাহাটে টাহার হাটে না পড়ে, সেডিকেও হামি লক্ষ্য রাখিয়াছে।

আসফ। বেগমদের ওই পাপের আস্তানা আমি গুঁড়িয়ে দিতে চাই।

হেষ্টিংস। হামার পল্টনরাও প্রষ্টুট আছে নবাব বাহাডুর। হাপনি ৃই কাগজে একঠো ডষ্টখট্ করিয়া ডিন। [পকেট হইতে একটি কাগজ ও ৃলম বাহির করিয়া আসফউদ্দৌলাকে দিল]

আসফ। কিসের দস্তখৎ?

হেষ্টিংস। বেগমরা হাপনার শট্রু হইলেও, জানানা। হাপনার বিনা হুকুমে হামি টাহাডের কুঠি অবরোঢ করিলে বৃটিশ কাউন্সিল হামাকেই ডায়ী করিবে।

আসফ। ও, তাই। [কাগজে সহি করিয়া দিল] এই নিন আমার দস্তখৎ। আপনি পল্টন নিয়ে তৈরী থাকুন। এ যুদ্ধেও আমি নিলাম সৈনাপত্যের ভার।

হেষ্টিংস। ইওর একসেলেন্সী নবাব বাহাডুর। আংরেজ সর্বডা হাপনার পিছনে আছে, ঠাকিবেও চিরকাল। গুডনাইট!

[অভিবাদন করিয়া প্রস্থান।

আসফ। বেগম দরিয়াউন্নিসার সঙ্গে অযোধ্যার বেগমরাও হাত মিলিয়েছে? চৈৎসিংহকে দিয়েই তারা আমাকে মসনদ থেকে দূরে ফেলে দেবে? না-না, আমি তাদের ওই অযোধ্যার জমিনেই—[প্রস্থানোদ্যত]

ব্যস্তভাবে পাপিয়ার প্রবেশ।

পাপিয়া। সর্বনাশ করবেন না জনাব, সর্বনাশ করবেন না। বেগমরা আপনার শত্রু নয়, মহারাজ চৈৎসিংহও আপনার শত্রু নয়, দরিয়া বেগমও আপনার সঙ্গে কোনদিন বেইমানি করেনি।

আসফ। তুমি কি আমার সঙ্গে অভিনয় করছো পাপিয়া?

পাপিয়া। এতদিন আমি আপনার সঙ্গে অভিনয় করেছিলাম।

আপনার পিতা আমার বাপ-মায়ের ওপরে যে অত্যাচার করেছিলেন, তার প্রতিশোধে অভিনয় করেই হয়তো আজ রাতে আমি আপনাকে ছুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতাম।

আসফ। পাপিয়া—

পাপিয়া। কিন্তু পারলাম না জনাব। বেগমসাহেবা আমার সে ভুল ভেঙে দিয়েছেন। দোহাই জনাব, আর আপনি বেগমসাহেবাকে ভুল বুঝবেন না। তিনি মানবী হয়েও হিন্দুর কাছে দেবী, মুসলমানের কাছে বেহেস্তের রোশনী।

আসফ। বেহেস্তের রোশনী? পুত্রের বুকে ছুরি বসিয়েও বেহেস্তের রোশনী? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

পাপিয়া। শাহজাদাকে বেগমসাহেবা খুন করেননি জনাব।

আসফ। তবে কে—কে খুন করেছে?

পাপিয়া। আপনারই নিমকের গোলাম হায়দর বেগ।

আসফ। [উত্তেজিত ভাবে] হায়দর বেগ—হায়দর বেগ। কিন্তু দরিয়ার নামাঙ্কিত ছুরি তার কাছে গেল কি করে?

নিশুম্ভের প্রবেশ।

নিশুম্ভ। তার জন্যে আমিই দায়ী জনাব।

আসফ। পণ্ডিত নিশুম্ভ শর্মা?

নিশুম্ভ। হ্যাঁ জনাব। আমার ভাগ্নে আর আমার গিন্নীই চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে জনাব। তারা ওই বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আপনি আমাকে হত্যা করে আমার দেহটা তাদের কাছেই ফিরিয়ে দেবেন। আমি স্বীকার করছি জনাব, বেগমসাহেবার ছুরি চুরি করিয়ে আমিই হায়দর বেগকে দিয়েছিলাম।

আসফ। তার প্রমাণ কি?

কল্যাণীর প্রবেশ।

কল্যাণী। জীবন্ত প্রমাণ এই রাণী কল্যাণী।

পাপিয়া। মহারাণী! আপনিও এসেছেন?

কল্যাণী। থাকতে পারলাম না। যে ভুল আমি করেছি, সেই ভুলের জন্যেই হয়তো বিশ্বনাথ আমাদের রাজ্য কেড়ে নিয়েছেন। কিন্তু মহারাজ এখনও জীবিত আছেন। পাছে তাঁর কোন অকল্যাণ হয়, সেই ভয়েই আমি সত্যকে প্রকাশ করতে ছুটে এসেছি।

আসফ। আমি আবার স্বপ্ন দেখছি না তো? পাপিয়া! পণ্ডিত! মহারাণী! বলুন, আপনারা আমার সামনে রক্ত-মাংসের দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তো? বলুন, এ আমার স্বপ্ন নয় তো? দরিয়া, আমার দরিয়া—ওঃ হায়দর বেগ!

নিশুম্ভ। সে মহাপুরুষের যা করতে হয় পরে করবেন জনাব, এখন আমার বিচারটা—

আসফ। তোমার বিচার? না-না, বিচার আমি ভুলে গেছি ব্রাহ্মণ।

নিশুম্ভ। আপনি আমাকে কোন দণ্ড না দিলেও, ওই গঙ্গার অথৈ জলে ডুব দিয়েই আমি আমার প্রায়শ্চিত্ত করে যাবো।

[প্রস্থান।

পাপিয়া। আমাকে শাস্তি দিন জনাব, আমিও অপরাধী।

আসফ। না পাপিয়া, তুমি আমার বাপজানের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলে, এ তো স্বাভাবিক। তুমি আসতে পারো।

পাপিয়া। জনাব! না-না, আপনি আমাকে ফিরিয়ে দিলেও, আমি

আর ফিরতে পারি না। বেগমসাহেবা আমাকে যে পথের সন্ধান দিয়েছেন, সেই পথেই আমি এগিয়ে যাবো, সেই পথেই এগিয়ে যাবো।

[প্রস্থান।

আসফ। মহারাণী! আপনাকে কিন্তু আমি যেতে দেবো না।

কল্যাণী। নবাব! আমি যা-কিছু করেছি, শয়তানি চক্রান্তে আমার স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় করেছি।

আসফ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তা হলেও অপরাধের তুলাদণ্ডে মেপে দেখলে ওদের চেয়ে মহারাণীর অপরাধ অনেক বেশী। যার জন্যে আমি সর্বহারা হয়েছি, আমি তাকে সহজে ছেড়ে দেবো না—সুদসমেত উন্মূল করে নেবো।

কল্যাণী। কি চাও তুমি?

আসফ। আমি চাই মহারাণীকেই।

কল্যাণী। ছিঃ-ছিঃ, এমন লম্পট তুমি?

আসফ। লম্পট আমি ছিলাম না মহারাণী, তোমরাই আমাকে লম্পট সাজিয়েছো।

কল্যাণী। কিন্তু ভুলে যেও না নবাব, আমি ক্ষত্রিয়ের মেয়ে। মরার সাহস আমি রাখি।

আসফ। মরতে আমি তোমাকে দেবো না।

কল্যাণী। কাছে ছুরি থাকতেও তুমি আমার দেহ কলুষিত করতে পারবে না।

আসফ। ছুরি ব্যবহার করার অবকাশও আমি তোমাকে দেবো না। ওই ছুরি আমি—

কল্যাণী। জোর করে কেড়ে নেবে?

আসফ। না, শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে মা বলে ডেকে হাত পেতে ভিক্ষা চেয়ে নেবো।

কল্যাণী। নবাব!

আসফ। ওদের আমি মুক্তি দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু তোমাকে আমি ছেড়ে দেবো না মা। তোমার যে ভুলের জন্যে আমি বাহারকে হারিয়েছি, দরিয়ার ওপর অবিচার করেছি, আজ তার প্রতিকার করতে তোমাকেও আমার পেছনে মায়ের আশীষ হাতে নিয়ে ছুটে যেতে হবে। কিন্তু তার আগে আমি এই কাশীর জমিনেই হায়দর বেগের বিচারটা করে যেতে চাই। কৈ হ্যায়? হায়দর বেগ—

গোবিন্দসিংহের প্রবেশ।

গোবিন্দ। হায়দর বেগ? হায়দর বেগ এখানে নেই জনাব।

আসফ। নেই?

গোবিন্দ। হেষ্টিংস সাহেব আর হায়দর বেগকে কিছু আগে ঘোড়া ছুটিয়ে অযোধ্যার দিকেই যেতে দেখলাম।

আসফ। চলে গেছে?

গোবিন্দ। তাদের পেছনে সশস্ত্র ইংরেজ সৈন্যও।

আসফ। ওঃ, হাতের তীর যখন ছেড়ে দিয়েছি, আর উপায় নেই। এখন বুঝেছি, কেন ওয়ারেন হেষ্টিংস আমাকে সই করিয়ে নিয়েছে। কিন্তু দরিয়াকে বাঁচাতেই হবে। দরিয়া—দরিয়া—[প্রস্থানোদ্যত]

গোবিন্দ। একা আপনি যাবেন না জনাব!

আসফ। দরিয়াকে যে আমি একাই পথে নামিয়ে দিয়েছিলাম বন্ধু। তাইতো তার জন্যে আমাকে একাই ছুটে যেতে হবে।

গোবিন্দ। জনাব!

আসফ। যদি দরিয়ার সঙ্গে আমিও হারিয়ে যাই, তবে এই হতভাগ্য আসফউদ্দৌলার ভুলে ভরা জীবনের ইতিহাসটা তোমরা ভারতের দ্বারে

দ্বারে প্রতিটি ভারতবাসীকেই শুনিয়ে দিও। যাতে আমার মত আর কোন হতভাগ্য পরের কথায় ঘরের স্ত্রীকে অবিশ্বাস করে নিজের সর্বনাশ ডেকে না আনে।

[প্রস্থান।

গোবিন্দ। এখন আমাদের কর্তব্য কি মহারাণী?

কল্যাণী। অযোধ্যা—অযোধ্যা।

গোবিন্দ। অযোধ্যা?

কল্যাণী। গোবিন্দসিংহ! নবাব যাচ্ছে দরিয়াকে বাঁচাতে, আমাকেও যেতে হবে ভুলের সংশোধন করতে। তুমি রইলে—বিশ্বনাথ রইলেন, আর রইলো আমার এই ক্ষত-বিক্ষত জন্মভূমি মা।

প্রস্থান।

গোবিন্দ। গোবিন্দসিংহ এখানে মড়া আগলে পড়ে থাকবে? না-না, নবাব যেমন বেগমসাহেবার জন্যে ছুটে গেল, মহারাণী যেমন ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে গেলেন, তেমনি এই গোবিন্দসিংহও যাবে তার প্রভু আর প্রভুপত্নীর শিয়রে সজাগ প্রহরী হয়ে।

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

বেগমমহলের সম্মুখ।

[নেপথ্যে কামান গর্জন ও সৈন্যদের কোলাহল]

ব্যস্তভাবে পাপিয়ার প্রবেশ।

পাপিয়া। বেগমসাহেবার অযোধ্যার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ছুটে এসেছে। মহারাজ চৈৎসিংহও প্রাণপণে লড়াই করছে। কিন্তু ইংরেজের কামানের মুখে কেউ দাঁড়াতেই পারছে না। ওঃ—নবাবও এখনও এলেন না। তাই তো—কি করি, কি করি?

হায়দরের প্রবেশ।

হায়দর। এই যে পাপিয়া! আমি জানতে চাই, সেদিন বিষপ্রয়োগে নবাবকে হত্যা করলে না কেন?

পাপিয়া। তাহলে যে আমার চোখের পানিই সার হতো জনাব।

হায়দর। তার মানে?

পাপিয়া। হেষ্টিংস সাহেব যে আপনাকেই কোতল করতেন।

হায়দর। নবাবের জন্যে হেষ্টিংস সাহেব আমাকে কোতল করবে?

পাপিয়া। তাই তো বললে। সাহেব চায়, যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নবাব জীন্দা থাক।

হায়দর। ও, তাই বলো। যুদ্ধের পর নবাবকে কবরে পাঠাবে?

পাপিয়া। আর তারপরেই নাকি অযোধ্যার মসনদ আপনাকেই দেবে।

হায়দর। হেষ্টিংস সাহেব বলেছে? হাঃ-হাঃ-হাঃ—

পাপিয়া। কিন্তু আমি আর এখানে থাকতে চাই না জনাব।

হায়দর। সেকি! তুমি কোথায় যাবে?

পাপিয়া। যেদিকে দু'চোখ যায়।

হায়দর। পাপিয়া—

পাপিয়া। সাহেবরা যখন আমাকে আর বিশ্বাসই করে না, আমি আর এখানে থেকে কি করবো জনাব? যুদ্ধক্ষেত্রে আমি তো যুদ্ধ দেখতে আসিনি, এসেছি আপনাদের সাহায্য করতেই। কিন্তু এই দেখুন না—আপনাকে না দেখে মনটা কেমন করে উঠলো, বারুদখানার দিকে আপনাকে খুঁজতে গেলাম—কিন্তু হায়, নসীব! কেউ আমাকে যেতেই দিলে না।

হায়দর। আচ্ছা—আচ্ছা! এই নাও, আমার এই পাঞ্জাটা কাছে রাখো। আর কেউ তোমাকে বাধা দেবে না। যুদ্ধক্ষেত্রে যে কোন জায়গায় তুমি যেতে পারবে। [পাঞ্জাদান]

পাপিয়া। আমি জানতাম আপনি আমায় খুব ভালবাসেন। দেখবেন জনাব, নবাব হয়ে এই বাঁদীকে যেন ভুলে যাবেন না।

[প্রস্থান।

হায়দর। হুঁ! বাঙালীর আবার বেগম হবার শখ! কাজটা আগে ওকে দিয়ে হাসিল করে নিই, মসনদ হাতে পাই, তারপর বেগম যাকে করবো—সে আমার মনে মনেই আছে। এখন চৈৎসিংহকে খুঁজে দেখি। সেই কাফেরকে ঘায়েল করতে পারলে মসনদ তো পাবোই, দশ লক্ষ টাকাও হাতে আসবে। [দূরে লক্ষ্য করিয়া] ওই তো চৈৎসিংহ। [একপাশে সরিয়া গেল]

চৈৎসিংহের প্রবেশ।

চৈৎ। যুদ্ধ কর—যুদ্ধ কর ভাইসব! মরণপণ যুদ্ধ করে ইংরজদের বুঝিয়ে দাও যে, নারীর মান রাখতে তোমরা প্রাণ দিতে পারো।

হায়দর। [পিছন হইতে চৈৎসিংহকে অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

সশস্ত্র গোবিন্দসিংহের প্রবেশ।

গোবিন্দ। [বাধা দিয়া] সাবধান!

চৈৎ। একি, গোবিন্দসিংহ?

গোবিন্দ। এই কাপুরুষ আপনাকে পেছন থেকে আঘাত করতে চেয়েছিল।

চৈৎ। তাই নাকি? অস্ত্র নাও হায়দর বেগ। সেদিন পালিয়ে বেঁচেছিলে, কিন্তু আজ—

গোবিন্দ। আমিই একে যমালয়ে পাঠাচ্ছি মহারাজ! ভৃত্যের সঙ্গে ভৃত্যেরই যুদ্ধ করা সাজে, রাজার শোভা পায় না।

[উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

চৈৎ। বিশ্বনাথ! আমাদের এতগুলো প্রাণের বিনিময়েও তুমি নারীর মান বাঁচাবে না? [নেপথ্যে বিস্ফোরণের শব্দ] ওকি!

অগ্নিদগ্ধ পাপিয়ার প্রবেশ।

পাপিয়া। জ্বালিয়ে দিয়েছি—জ্বালিয়ে দিয়েছি, ইংরেজের বারুদখানা জ্বালিয়ে দিয়েছি।

চৈৎ। একি, তুমি আগুনে ঝলসে গেছ মা?

পাপিয়া। এ আমার কিছু হয়নি। বেগমসাহেবা কোথায়? তাকে একবার—

চৈৎ। তুমি এইখানে অপেক্ষা কর মা, আমি বেগমসাহেবাকে তোমার কাছেই পাঠিয়ে দিচ্ছি। এই আমাদের দেশের মেয়ে! ওরে এই তো আমাদের গর্ব। [প্রস্থান।

পাপিয়া। আঃ! বারুদখানা যখন ধ্বংস হয়ে গেছে, হয়তো এবার ইংরেজদের পিছু হটতে হবেই। [উদ্দেশ্যে] বাপজান! মা! কবরের অন্ধকার থেকে চেয়ে দেখ, তোমাদের শত্রুর ওপর আমি কেমন প্রতিশোধ নিয়েছি।

দরিয়ার প্রবেশ।

দরিয়া। পাপিয়া! পাপিয়া—একি পাপিয়া, তোমার একি অবস্থা?

পাপিয়া। বেগমসাহেবা! দেশের মেয়ে, এবার আমি দেশের কাজ করতে পেরেছি তো? আপনি যুদ্ধ করুন বেগমসাহেবা—যুদ্ধ করুন, আর ভয় নেই। নবাব—আঃ, একি! আমার কণ্ঠকে কে স্তব্ধ করে দিচ্ছে? আমি—আমি—

দরিয়া। পাপিয়া! না-না, এখানে নয়, ঘুমিয়ে যদি পড়তেই হয়, আমি নিজের হাতেই তোমাকে—[নেপথ্যে বেগমদের আর্তনাদ—"বাঁচাও—বাঁচাও"] ওকি! বেগমমহলের দিক থেকে কাদের আর্তনাদ ভেসে আসছে? ইংরেজ সৈন্য বেগমদের ওপর অত্যাচার করছে? না-না, পাপিয়াকে শহীদের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে হানাদারদের হাত থেকে আমার আশ্রিতদের বাঁচাতেই হবে।

[পাপিয়া সহ প্রস্থান।

প্রচুর অলঙ্কার সহ হেস্টিংসের প্রবেশ।

হেস্টিংস। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ডিবে না, অলঙ্কার ডিবে না? শয়টানীর

ডল ভাবিয়াছিল, হেষ্টিংসকে খালিহাটেই ফিরাইয়া ডিবে। নো—নো, আরও চাই—আরও চাই।

সশস্ত্র দরিয়ার পুনঃ প্রবেশ।

দরিয়া। আমিও চাই, আমিও চাই। ওরে বিদেশী কুত্তা! যে হাতে তুই অযোধ্যার মহামান্যা বেগমদের দেহ থেকে অলঙ্কার খুলে নিয়েছিস, তোর সেই হাত দু'খানা আমি—

হেষ্টিংস। স্মাট আপ ম্যাডাম! বাঁচিটে চাও—টোমার কোষাগারের চাবি ডাও।

দরিয়া। কোষাগারে একা আমার অর্থ নেই, আমার আশ্রিতা বেগমদের অর্থও সঞ্চিত আছে। আমাকে না মেরে তুই চাবি পাবি না।

হেষ্টিংস। ওয়েল! বি রেডি। [উভয়ের যুদ্ধ; কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর দরিয়ার তরবারি হস্তচ্যুত হইল] হাঃ হাঃ-হাঃ! এইবার—

দরিয়া। না-না, আমাকে ছুঁসনি, আমাকে ছুঁসনি। এই যে—[চাবিদান]

হেষ্টিংস। টোমার গায়ের অলঙ্কারগুলো?

দরিয়া। তোরা বেনের জাত, শুধু অর্থই চিনেছিস—নারীকে মর্যাদা দিতে শিখিসনি। এই নে অলঙ্কার। [এক একটি করিয়া অলঙ্কার খুলিয়া ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল] যা, দূর হ এখান থেকে।

হেষ্টিংস। আরও চাই, আরও চাই ম্যাডাম। অলঙ্কারের চেয়ে অনেক বেশী ডামী টোমার ওই খাপসুরট রূপ।

দরিয়া। শয়তান!

হেষ্টিংস। সরম কেন বেগম? প্রাসাডে টোমার মটো আরও যটো বেগম আছে, হামার সৈন্যরা টাহাডের ছাড়িবে না।

দরিয়া। কিন্তু দরিয়াউন্নিসা মান দেবার আগে জান দিতে জানে। এই দেখ বিষের আংটি। তুই আমাকে স্পর্শ করার আগেই আমি তুনিয়া ছেড়ে চলে যাবো। [হস্তস্থিত হীরক-অঙ্গুরীয় চোষণ]

হেষ্টিংস। বেগম—বেগম !

আসফ। [নেপথ্যে] দরিয়া—দরিয়া—

হেষ্টিংস। একি, নবাব আসিয়াছে? নো—নো, আউর এখানে নয়।

[দ্রুত প্রস্থান ।

আসফ। [নেপথ্যে] দরিয়া—দরিয়া—

দরিয়া। [অতি কষ্টে] জনাব—জনাব ! আঃ—

আসফের প্রবেশ।

আসফ। দরিয়া—দরিয়া ! এই যে দরিয়া, খোদাতালা আমার ভুল ভেঙে দিয়েছেন। যার জন্যে আমাদের বাহার হারিয়ে গেছে, আমি তাকে চিনেছি দরিয়া। ওকি, তুমি কথা বলছো না কেন? ভাবছো আমি তোমার সঙ্গে অভিনয় করছি? না—না, কাছে এসো বেগম। তোমার হতভাগ্য খসমকে তুমি—[দরিয়াকে কাছে টানিয়া লইল]

দরিয়া। জনাব !

আসফ। একি, তুমি টলছ কেন? তোমার দেহটা এমন বরফের মত হিম হয়ে আসছে কেন? কি হয়েছে দরিয়া?

দরিয়া। বড় দেরী করে এলে জনাব। শয়তান হেষ্টিংসের হাত থেকে ইজ্জৎ বাঁচাতে এই হীরক অঙ্গুরীয়—

আসফ। তুমি বিষ খেয়েছো?

দরিয়া। উপায় ছিল না জনাব! আঃ—সত্যিই যদি তোমার

ভুল ভেঙে থাকে, তুমি বাহারের মৃত্যুর প্রতিশোধ নাও, হেষ্টিংসের কবল থেকে বেগমদের বাঁচাও। আঃ—

আসফ। দরিয়া! শয়তান হেষ্টিংস, শিশুহন্তা হায়দর বেগ—

দরিয়া। ওগো, দুনিয়াটা আজ বড় সুন্দর লাগছে। তবু যেতে হবে জনাব, তবু যেতে হবে।

আসফ। চলে যাবে বেগম? আমাকে একা রেখে তুমিও চলে যাবে?

দরিয়া। আমার কথা ভুলে তুমি ওদের বাঁচাও জনাব। ইংরেজ সৈন্যের হাতে বেগমরা বিপন্ন, আমার ছেলেরা বিপন্ন, আঃ—আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।

আসফ। ইংরেজ সৈন্য—ইংরেজ সৈন্য। কিন্তু তুমি? না-না, চোখ থেকে তুমি হারিয়ে গেলেও, আমার মন থেকে তোমাকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। চল বেগম চল। বাহারের কবরের পাশে থেকেই তুমি আমাকে সাহস দেবে—তুমি আমাকে ভরসা দেবে। তোমারই অশ্রুধোয়া স্মৃতির উদ্দীপনায় মাতাল হয়ে শত্রুর তাজা খুনে আমি ধুয়ে দেবো তোমাদের কবরের মাটি।

[দরিয়া সহ প্রস্থান।

হেষ্টিংসের পুনঃ প্রবেশ।

হেষ্টিংস। নবাব হামার কৌশল ঢরিয়া ফেলিয়াছে। সে হামাডের বিপক্ষে টলোয়ার ঢরিবে, চৈট্‌সিংয়ের সহিট হাট মিলাইবে। মিলাক, টাহাটে হামাডের কোন ক্ষটি করিটে পারিবে না। কাশী হামার পডানট। অযোধ্যার বেগমডের বিপুল ঐশ্বর্যও হামার হাটের মুঠোয়। আসফ-উডৌলা! প্রষ্টুট হও, হেষ্টিংসের হাটিয়ারেই নামিয়া আসিবে—

সশস্ত্র আসফের পুনঃ প্রবেশ।

আসফ। তোমারই জীবনের যবনিকা।

হেষ্টিংস। নবাব!

আসফ। বিশ্বাসঘাতক বেইমান ইংরেজ! এমনি করেই তোমরা ভারতে একটার পর একটা রাজ্যে তোমাদের বিজয় পতাকা উড়িয়েছো? জবাব দাও নফর! কেন তুমি আমার নিমকহারাম গোলামের সাহায্যে আমাকে মহারাজ চৈৎসিংহের শত্রু সাজিয়েছিলে? কেন তুমি শয়তানকে দিয়ে আমার একমাত্র সন্তান বাহারকে খুন করিয়েছিলে? কোন সাহসে তুমি আমার পরমাত্মীয় বেগমদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করেছো? জবাব দাও—

হেষ্টিংস। জবাব? হাঃ-হাঃ-হাঃ! ওয়ারেন হেষ্টিংস কারও কাছে টাহার কাজের জন্যে জবাবডিহি করে না।

আসফ। কিন্তু আমার কাছে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে সাহেব, অস্ত্রের মুখে বাধ্য হয়েই। [উভয়ের যুদ্ধ ও হেষ্টিংসের পলায়ন।] গোবিন্দসিংহ! রেজা খাঁ! অযোধ্যার প্রাসাদে হেষ্টিংসের অনুচর যারা আছে, কোতল কর—কোতল কর।

[প্রস্থান।

———

পঞ্চম অংক।

প্রথম দৃশ্য।

দরিয়া ও বাহারের কবর।

একগুচ্ছ পুষ্প সহ চৈৎসিংহের প্রবেশ।

চৈৎ। চাঁদ সুলতানা আর রাণী দুর্গাবতীর দেশের মেয়ে আমার দরিয়া মা। দরিয়া মা! তোমার কথা তুমি রেখেছো, কিন্তু আমার কথা আমি রাখতে পারলাম না।

ঝড়ের বেগে হায়দরের প্রবেশ।

হায়দর। প্রস্তুত হও কাফের!

চৈৎ। আমি যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে আসিনি হায়দর বেগ, এসেছি মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে। একটু সময় দাও, আমি দরিয়া-মার পূজোটা সেরে নিই।

হায়দর। আমি তোমার গোলাম নই কাফের। তুমি আমার বন্দী। চল আমার সঙ্গে।

চৈৎ। [উচ্চস্বরে] গোবিন্দসিংহ!

হায়দর। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তোমার সেনাপতি গোবিন্দসিংহকে এই-মাত্র আমি দুনিয়ার বাইরে পৌছে দিয়ে আসছি।

চৈৎ। ওঃ—গোবিন্দসিংহও নেই! তবু আমার মায়ের পূজা না করে আমি কোথাও যাবো না।

হায়দর। তবে মায়ের পূজা কর হিন্দু—কলিজার খুন ঢেলেই। [চৈৎসিংহকে হত্যায় উদ্যত]

সহসা ঝড়ের বেগে আসফের প্রবেশ।

আসফ। [পিছন হইতে হায়দর বেগকে অস্ত্রাঘাত করিয়া] হায়দর বেগ!

হায়দর। আঃ—জনাব!

আসফ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমার বাহারের মৃত্যু ঘটিয়েছো তুমি। [তলোয়ারের খোঁচা] দরিয়ার চরিত্র সম্বন্ধে আমাকে ভুল বুঝিয়েছো তুমি, মহাবীর চাচার মৃত্যুর জন্যেও দায়ী তুমি। তোমার জন্যে আমি বাপজানের কসম রাখতে পারিনি বেয়াদব।

হায়দর। আঃ, খোদা—মেহেরবান!

[প্রস্থান।

আসফ। দোজাকে যা শয়তান। খুন নিয়েছি, শয়তানের খুন নিয়েছি। দরিয়া! বাহার! দেখ—ভাল করে দেখ, তোমাদের দুষমনের তাজা খুনে আমি হাতে রাঙিয়েছি! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

চৈৎ। নবাব—

আসফ। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

পাগলের প্রবেশ।

পাগল। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

আসফ। কে?

পাগল। আমি সেই। এই যে দুজনেই আছো। সেদিন আমি তোমাদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলাম, শোননি। কাঁদো—কাঁদো, দুজনে গলা জড়িয়ে কাঁদো, আমি যাই—[প্রস্থানোদ্যত]

চৈৎ। তুমি আবার এসেছো ?

পাগল। আমি যে বিপদের পূর্বাভাষ, ধ্বংসের সঙ্কেত পেলেই যুগে যুগে আসি—এসেছি, আসবোও চিরদিন। হুঁশিয়ার !

[প্রস্থান।

আসফ। রাজাসাহেব! আপনি ফুল দিয়ে দরিয়ার কবর সাজিয়ে দিন। আমি কিন্তু ফুল দেবো না, শয়তানের রক্তেই দরিয়া আর বাহারের কবর ধুয়ে দেবো। তারপর একটু ঠাঁই করে নেবো বাহারের পাশেই। একপাশে থাকবো আমি, আর একপাশে থাকবে দরিয়া, আর মাঝখানে থাকবে আমার সোনার বাহার। রাজাসাহেব! এদের নিয়েই ওপরের পৃথিবী ছেড়ে আমি নতুন করে ঘর বাঁধবো—"কবরের নীচে।"

[ধীরে ধীরে উভয়ের প্রস্থান।

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত জনপ্রিয় নাটক—

জ্বালা—প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার শ্রীশম্ভুনাথ বাগ এম-এ বি-টি প্রণীত। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ লোকশিল্পী অপেরায় অভিনীত। সামাজিক নাটক। যেখানেই যাই, সেখানেই ওই এককথা, জ্বালা! আমরা সবাই অল্পবিস্তর জ্বালায় জ্বলছি। কখনও কখনও ফ্যাসাবিয়াঙ্কার মত চিৎকার করে স্ব-স্ব হাইকম্যাণ্ডের নির্দেশে আশা করছি, কিন্তু বৃথা। কারণ হ'ল একটিই, তা অর্থনৈতিক বৈষম্য। শ্রেণীসংগ্রাম প্রকট হয়ে উঠছে দিনে দিনে। মুখোস খসে পড়ছে রাজনৈতিক নেতার। শুভময়ের মত রক্ষণশীল নিষ্ঠাবান শিক্ষক তাই সামিল হয়ে যান বিদ্রোহের মিছিলে। বিমান ছিঁড়ে ফেলে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা, পটলা হারিয়ে যায় রাজনীতির ধাঁধায়, ভবতারিণীর হাহাকারে কেঁপে ওঠে রাতের নক্ষত্র, কালীকিংকর ছেলেকে গুলী করেও আশা করে প্রমোশনের, শমীক আর রঞ্জন ডাক দেয় জঙ্গল মহলের অন্ধকার থেকে নিশান তুলে। সে পতাকাও জ্বলতে থাকে ক্রোধ আর বিপ্লবের জ্বালায়।

রাধার নিয়তি—শ্রীচণ্ডীচরণ ব্যানার্জী প্রণীত। নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরার অভিনীত। সামাজিক নাটক। রাধার নিয়তি—এ রাধা বৃন্দা-বনের শ্রীরাধা নয়। বাংলার একটি গণ্ডগ্রামের মধ্যবিত্ত সংসারের মেয়ে, যেমনি আদুরে তেমনি দুরন্ত। যদিও তাকে নিয়েই গল্পের অবতারণা, তবুও দেখতে পাবেন, ধনীর কূটচক্রে সরল গৃহস্থের সোনার সংসার কি ভাবে ভেঙে যায়। মধ্যবিত্ত সংসারের ছেলে অমর বিলেতে ডাক্তারী পড়তে যায় বাপের যথাসর্বস্ব বাঁধা দিয়ে। ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নে বিভোর বাপ দীননাথ ছেলের পাশ করে আসার আনন্দে উৎসবের অয়োজন করে, কিন্তু বিলেতের এক বাঙালী সাহেবের মেয়েকে বিয়ে করে এনে বাপ-মাকে ভুলে যায় অমর। বাপ হয় সর্বস্বান্ত। পৈতৃক ভিটে বাঁচাতে রাধা অশীতিপর বৃদ্ধকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। এই রাধার মত আজকের সমাজে কত মেয়েই নিয়তির যূপকাষ্ঠে বলি হচ্ছে!